উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৫,৬৪১.৯০ (-৬৪.৭৭)
নিফটি : ২৬,১৭৫.৭৫ (-২৭.২০)

ভারতের চক্রান্ত!
পিলখানা বিদ্রোহ নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারই নাকি এই বিদ্রোহ এবং হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। আর মদত জুগিয়েছিল ভারত! » ৭

সংসদে সঙ্গী কুকুর
সোমবার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই কুকুর নিয়ে সংসদে প্রবেশ করে বিতর্ক তৈরি করলেন কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা চৌধুরী। তিনি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে হইচই পড়ে যায়। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
২৮° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন

রোকো বনাম গম্ভীর ‘যুদ্ধে’ উত্তাপ » ১১

১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 2 December 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 193

কথায় কথায়

এসআইআর কি বুমেরাং, প্রশ্ন উঠছে বিজেপিতেই

আশিস ঘোষ

ভোট আসছে। তাই সব দলই যে যার মতো গা-ঝাড়া দিয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে তেতে উঠছে হাওয়া। কে কোনপথে এগোবে তা নিয়ে ছক কষা শুরু হয়েছে। আপাতত সবার নজর এসআইআর মানে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে। কত নাম বাদ পড়ল, তাতে কোন দলের কপাল পুড়বে- তা নিয়ে নানারকম জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ চলছে কাগজে, টিভিতে। চাপানউতোর হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায় চায়ের ঠেকে।

এসআইআর বাজারে আসার ঢের আগে থেকে বাজার গরম করছেন রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। সভায় সভায় এক কোটি, সওয়া এক কোটি বাংলাদেশি, রোহিঙ্গার নাম বাদ দিয়ে বাংলাকে অনুপ্রবেশকারীমুক্ত করা হবে বলে হুংকার দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। অস্বাভাবিক তাড়াহুড়োয় এসআইআর করা নিয়ে গোড়া থেকেই লোকের মনে সন্দেহ ছিল ষোলোআনা। সেইসঙ্গে লিস্ট থেকে ধরে ধরে নাম বাদ দেওয়ার হুঁশিয়ারিতে এসআইআর-এর আসল মতলব নিয়ে ভোটারদের মনে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। যার ফায়দা তুলছে তৃণমূল।

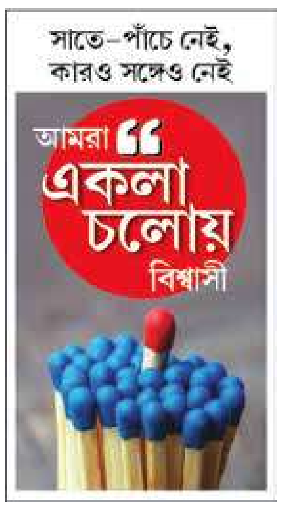

বিহারে ভোটের ফলের পর দুইয়ে দুইয়ে চার করে হেলায় বাংলা জয়ে তাঁদের হিসেব নিয়ে খুব রাখঢাকও করেননি পদ্ম নেতারা। মুসলিম ভোট বিজেপি পায় না, তাই সবকা সাথ সবকা বিকাশ তিনি মানেন না বলে বীরদর্পে ঘোষণাও করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। তখন খোলাখুলি তিনি বলে বেড়িয়েছেন, মুসলিম ভোট চাই না। মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট বেশি হিন্দু ভোট পেলেই নবান্ন নাকি তাঁদের হাতের মুঠোয় থাকবে।

এখন সুর বদলে ‘রাষ্ট্রবাদী’ মুসলিমদের ভোটের জন্য ডাক দিচ্ছেন সেই তাঁরাই। ঠেলা সামলাতে মতুয়াদের এলাকায় সিএএ’র ফর্ম বিলোচ্ছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি এখন উলটে গালমন্দ করছেন নির্বাচন কমিশনকে। তারপর কমিশন তাঁদের আবদার মতো এক গন্ডা অফিসারকে পত্রপাঠ

এরপর দশের পাতায়

কমলার কাঁটা!

মান্দারিনকে জিআই তকমা, কবে ঘুচবে দুর্দশা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : ‘সুনতালা’। নেপালি শব্দটির বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় ‘কমলা’। পাহাড়ের লেবু মূলত তিন ধরনের হয়। এর মধ্যে যেটা সবথেকে উৎকৃষ্টমানের, সেটা মান্দারিন বা মান্দারিন কমলা নামেই পরিচিত। মূলত নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত বিজনবাড়ি, সৌরিণী, মিরিক, মংপু, লাটপাংচার এবং সিটংয়ে গেলে চোখে পড়বে ফলটি। উজ্জ্বল কমলা রঙের। রূপে-গুণে যার জুড়ি মেলা ভার। সেই মান্দারিনকে জিওলজিক্যাল ইন্ডিকেশন বা জিআই ট্যাগ দিয়েছে চেন্নাইস্থিত জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনস রেজিস্ট্রি।

টয়ট্রেন, চায়ের পর ফের একবার দার্জিলিংয়ের মুকুটে জুড়ল পালক। এই সুখবর বয়ে আনা গোলাপগুচ্ছের মধ্যেও রয়েছে ‘কাঁটা’। অনন্য হওয়ার তকমা যে পেল, তার ভবিষ্যৎ নিয়েই রয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা। প্রতিবছর পাহাড়ে কমলা চাষের এলাকা কমছে। স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পাচ্ছে উৎপাদনের হার। এই পরিস্থিতিতে জিআই তকমাপ্রাপ্ত দার্জিলিংয়ের মান্দারিন কমলাকে বাঁচাতে কী পদক্ষেপ করা হবে, সেদিকেই তাকিয়ে বিশেষজ্ঞরা।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ তুলসী শরণ ঘিমিরে বলছিলেন, ‘দার্জিলিংয়ের কমলা নিয়ে প্রচুর সমস্যা রয়েছে, এটা ঠিক। তবে, এবার জিআই ট্যাগের মতো একটি মান্যতা পাওয়ায় আশা করছি রাজ্য সরকার ও গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) তৎপর হবে।’

এরপর দশের পাতায়

ইতিহাস ঘেঁটে

- ব্রিটিশ আমলে দার্জিলিং মান্দারিন ইউরোপে রপ্তানি শুরু হয়। বিশ্ব বাজারে তখন পাহাড়ি কমলাকে ‘হিমালয়ান সাইট্রাস জুয়েল’ বলা হত। ১৯৬০-এর দশকে দার্জিলিং কমলা এত বিখ্যাত হয় যে, কলকাতা বন্দর দিয়ে নিয়মিত জাহাজে রপ্তানি হত
- রাজ-অতিথিদের খাবার টেবিলে বিশেষ ফল হিসেবে পরিবেশন করা হত দার্জিলিং মান্দারিন
- দার্জিলিং মান্দারিন দিয়ে তৈরি জ্যাম ও মার্মালেড (রস ও খোসা দিয়ে তৈরি) ব্রিটিশরাই প্রথম জনপ্রিয় করে। এখনও অনেক হোমস্টে ব্রিটিশ রেসিপি মেনে কমলার জ্যাম ও মার্মালেড তৈরি করে।

মান্দারিন কী?

দার্জিলিং পাহাড়ে চাষ হওয়া কমলার একটি বিশেষ প্রজাতি। আকারে মাঝারি বা ছোট হয়। খোসা অপেক্ষাকৃত পাতলা, মসৃণ এবং উজ্জ্বল কমলা রংয়ের হয়ে থাকে। সহজেই খোসা ছাড়ানো যায়। অন্যান্য প্রজাতির কমলার চাইতে রসালো হয়, তবে তীব্র মিষ্টির বদলে হালকা টক স্বাদের হয়ে থাকে। সবথেকে উল্লেখযোগ্য এর সুগন্ধ। ফলের পাশাপাশি খোসার মধ্যেও তীব্র ও মিষ্টি সুগন্ধ থাকে। এই প্রজাতির কমলার খোসায় অন্য প্রজাতির চাইতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অনেক বেশি থাকে।

বুড়া গাছ

পাহাড়ে কিছু পুরোনো বাগানে এখনও এমন কিছু বিস্ময়কর মান্দারিন গাছ আছে যাদের বয়স ঠিক কত তা কেউ জানেন না। স্থানীয়রা ওই গাছগুলোকে ‘বুড়া গাছ’ নামে ডাকেন। সেই গাছগুলো এখনও ফল দেয়।

স্বীকৃতি

দার্জিলিং মান্দারিনের জিআই ট্যাগের জন্য প্রথম উদ্যোগী হয়েছিল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক নথিপত্র জোগাড় করে আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন। পরবর্তীতে বৃহত্তর স্বার্থে আবেদনকারীর নাম পরিবর্তন করা হয়। সেখানে স্বত্বাধিকারী করা হয় দার্জিলিং অর্গানিক ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনকে।

রাতপাহারা

বাঁদরের দল তো আছেই, পাকা কমলার লোভে পাহাড়ের জঙ্গল থেকে হরিণও দলবেঁধে বাগানে হামলা চালায়। হরিণের হাত থেকে কমলা বাঁচাতে এখনও অনেক বাগানে আলো জ্বালিয়ে রাতে পাহারা দেওয়া হয়।

সোমবার, বিশ্ব এইডস দিবসে ভয়ংকর তথ্য সামনে এল মালদায়। জেলায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এইডস আক্রান্তের সংখ্যা। নাবালক-নাবালিকারাও অদ্ভুতভাবে আক্রান্ত হচ্ছে মারণরোগে।

অল্প বয়সে মারণ কামড়

বছরে বাড়ছে ২৫০ এইডস আক্রান্ত

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১ ডিসেম্বর : রাত ১১টা। শীতের রাতে মালদা শহরের বুক চিরে চলে যাওয়া ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক মুড়েছে হালকা কুয়াশায়। আর তারই মধ্যে সেই ঘন কুয়াশা ভেদ করে শহরের প্রবেশমুখে নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল একটা পণ্যবাহী লরি। সেই নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন দুই তরুণী। লরিচালকের সঙ্গে ইশারায় কথা হল সামান্য সময়। এক তরুণী উঠে পড়লেন লরির কেবিনে। তারপর কিছু সময়ের অপেক্ষা। কড়কড়ে কিছু টাকা হাতে নিয়ে গুনতে গুনতে নেমে এলেন ওই তরুণী। অপেক্ষা করতে থাকলেন আরও এক খদ্দেরের জন্য। রাতের কুয়াশা ভেদ করে লরিটি চলে গেল তার গন্তব্যের উদ্দেশে। কিন্তু, ওই লরিচালক বুঝলেন না কি বিপদ ডেকে আনলেন নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য।

মারণ রোগ এইডস ছড়িয়ে পড়ার জন্য কার্যত লরিচালক, পতিতাবৃত্তি আর পরিযায়ীদের অসতর্ক জীবনযাপনকে দায়ী করা হচ্ছে। আর তার ফলে মালদা জেলাজুড়ে বাড়ছে এইডস আক্রান্তের সংখ্যা। ২০২৫ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই জেলায় এই আক্রান্তের সংখ্যা ৩০৫৮। এই পরিসংখ্যানটা যদি আপনার ভয়াবহ মনে হয়, তাহলে চমকে ওঠার মতো পরিসংখ্যান হল, ওই ৩০৫৮ জন আক্রান্তের মধ্যে নাবালক-নাবালিকার সংখ্যা ২৭৮ জন। এরমধ্যে রয়েছে ১৪০ জন ছেলে এবং ১৩৮ জন মেয়ে। যাদের বয়স ১৫ বছরের নীচে। স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি সূত্র জানাচ্ছে, প্রতিবছর গড়ে আড়াইশো করে এইডস আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে।

উদ্বেগজনক

- ২০২৫ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই জেলায় এই আক্রান্তের সংখ্যা ৩০৫৮
- তাদের মধ্যে নাবালক-নাবালিকার সংখ্যা ২৭৮
- এরমধ্যে রয়েছে ১৪০ জন ছেলে এবং ১৩৮ জন মেয়ে
- তাদের বয়স ১৫ বছরের নীচে

স্বাস্থ্য দপ্তরে কর্তাদের চিন্তার বড় কারণ হল নাবালকদের মধ্যে এইডস ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি। উদ্বেগের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ডেপুটি সিএমওএইচ-২ ডাঃ অমিতাভ মণ্ডল। তাঁর মন্তব্য, ‘আমরা নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছি। গর্ভবতী অবস্থা থেকে প্রসব হওয়ার আগে পর্যন্ত বেশ কয়েকবার মায়ের এইচআইভি পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু বেসরকারি নার্সিংহোমগুলোতে পরীক্ষার পরিকাঠামো থাকলেও করা হয় কি না তা আমি বলতে পারব না।’ তিনি জানান, প্রতিবছর গড়ে ২৫০ করে নতুন রোগী পাওয়া যাচ্ছে। এক প্রশ্নের উত্তরে তাঁর মন্তব্য, ‘গত বছরের পরিসংখ্যান এখনই দিতে না পারলেও বলতে পারি, নাবালকদের আক্রান্তের সংখ্যাটা ছিল ২২৮-এর কাছাকাছি।’ তাদের মধ্যে ১১০ জন নাবালক ও ১১৮ জন নাবালিকা। অর্থাৎ এক বছরে সার্বিক সংখ্যাটা প্রায় চার ভাগের একভাগ বেড়েছে।

এরপর দশের পাতায়

প্রেমের ভুবনে

বেঙ্গালুরুর একটি পার্কে যুগলের সেলফি। সোমবার। -পিটিআই

কৃষ্ণর সাফাই, ক্ষুব্ধ সন্দীপ

পুর পরিষেবা নিয়ে বিরোধ বিধায়ক, চেয়ারম্যানের

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : প্রশ্নটা পুর পরিষেবার। রায়গঞ্জ শহরের রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা আবর্জনা সাফ করার কথা পুরসভার। কিন্তু রবিবার রাতে শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে আবর্জনা সাফাইয়ের কাজে নামলেন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। তাহলে পুরসভা কী করবে? বিধায়কের আগ বাড়িয়ে এই উদ্যোগ কি পরোক্ষে পুরসভার প্রশাসকের কাজ নিয়েই কটাক্ষ নয়? এসব প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে শহরে। আর বিধায়ক কৃষ্ণ ও প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাসের মধ্যে এই সাফাই নিয়ে যে কথার লড়াই শুরু হয়েছে, তাতে তৃণমূলের অন্দরে থাকা কোন্দলের কথাই আরও স্পষ্ট হয়েছে।

৪ নম্বর ওয়ার্ডে পড়ে আবর্জনা। সোমবার।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে সাধারণ মানুষের মন পেতে জনসংযোগে নেমেছেন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। রবিবার সন্ধ্যায় সেই ৪ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে সাফাই ও নিকাশিনালা নিয়ে সাধারণ মানুষের প্রশ্নের মুখে পড়েন। তড়িঘড়ি রাতেই পুরসভার সাফাইকর্মীদের নিয়ে আবর্জনা সাফাইয়ের কাজে নেমে পড়েন বিধায়ক। তিনদিনের মধ্যে পুরো ওয়ার্ড পরিষ্কারের নির্দেশ দেন তিনি। নিজেও বেলচা ধরেন।

কিন্তু শাসকদলের বিধায়ক শাসকদলেরই হাতে থাকা পুরসভাকে না জানিয়ে এভাবে কী সাফাইয়ের কাজে নামতে পারেন, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। এতে কি পুরসভার প্রশাসকের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হল না? যদিও বিধায়কের দাবি, ‘কার ভাবমূর্তি নষ্ট হল সেটা আমি জানি না। শহরকে আবর্জনা থেকে মুক্ত রাখা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। রবিবার ওই এলাকায় জনসংযোগে

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নিবাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

চোলাইয়ের ঠেকের প্রতিবাদ, আক্রান্ত ২ মহিলা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১ ডিসেম্বর : বাসিন্দাদের বিক্ষোভের জেরে দু’সপ্তাহ আগে মদের ঠেকগুলি ভেঙে দিয়ে এসেছিল পুলিশ ও আবগারি দপ্তর। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই ফের চোলাইয়ের ঠেক জাঁকিয়ে বসছিল। এই অবস্থায় পাড়ায় চোলাইয়ের কারবার রুখতে মহিলারা কোমর বেঁধে নামেন। চোলাইয়ের ঠেকগুলি বন্ধের দাবি নিয়ে বিক্রেতাদের বোঝাতে গিয়েছিলেন মহিলারা। সেই সময় মদ ব্যবসায়ীদের হাতে ‘আক্রান্ত’ হন এক মহিলা। তাঁকে চুলের মুঠি ধরে রাস্তায় ফেলে কিল, চড়, লাথি মারা হয় বলে অভিযোগ। ওই ঘটনা দেখে আরও এক মহিলা গিয়ে আক্রান্ত মহিলাকে উদ্ধারের চেষ্টা করলে তাঁকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরে ওই দুই মহিলাকে বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। রবিবার রাতের এই ঘটনাকে ঘিরে বালুরঘাট শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তুড়িপাড়ায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। রাতেই অভিযোগ দায়েরের পর সোমবার সকালে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে। পুলিশ যাওয়ার আগেই অবশ্য মদ ব্যাবসায়ীরা তাদের সামগ্রীগুলি সরিয়ে ফেলে। তাই মদের সামগ্রী না পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ এলাকা ছাড়ে। আর এরপরেই ফের এলাকাবাসীর সঙ্গে মদ ব্যবসায়ীদের তুমুল বচসা শুরু হয়।

এলাকাবাসীর সঙ্গে তুমুল ঝামেলা। তুড়িপাড়ায়।

এরপর দশের পাতায়

বরমালার স্টেজে উঠেছে ছাঁদনাতলার শুভদৃষ্টি

বাঙালি বিয়েতে আইবুড়োভাত, গায়েহলুদ, গঙ্গা নিমন্ত্রণের মতো আচারকে ছাপিয়ে আজকাল মেহেন্দি ইভেন্ট, সংগীত নাইটের মতো ইভেন্টের বাড়বাড়ন্ত। বাঙালি আজ অবাঙালি আচারে মজেছে। জোরকদমে বদলে চলেছে উত্তরের বিবাহ-সংস্কৃতি।

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১ ডিসেম্বর : চেনা ছবিটা পুরোপুরিভাবে বদলে যাওয়া শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গজুড়েই।

বাঙালি বিয়ের অঙ্গ বলতে পাকা দেখা, আইবুড়োভাত, গায়েহলুদ, গঙ্গা নিমন্ত্রণের মতো কত আচারই না রয়েছে। সবই কেমন যেন বদলে যেতে শুরু করেছে। কোনও কোনও জায়গায় এসব আচার ছোট করে পালন করা হচ্ছে। মূল উদ্দেশ্যটা অনেকাংশেই ‘মেহেন্দি ইভেন্ট’, ‘সংগীত নাইট’-এর দিকে ঘুরে গিয়েছে। উত্তর ভারতীয় স্টাইলে হাত রাঙানো, ডিজাইনার মেহেন্দি আর সেইসঙ্গে থিমভিত্তিক সাজসজ্জা, ফোটোশুট, কোনওটিই এখন আর নতুন নয়। আগে বাঙালি বিয়ে মানেই পুরোদস্তুর আড্ডা, খালি গলায় গান আর হাসিঠাট্টার ছররা। আর এখন? সাউন্ড সিস্টেম, ডিজে, নাচের ট্রুপ, স্টেজ লাইট এবং ছন্দোবদ্ধ নাচে গোটা বিষয়টির অভিমুখ বদলে গিয়েছে।

চেনা ছবির এই বদলের বিষয়ে অনেকেই অকপট। সদ্য বিবাহিতা অর্পিতা দাসের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তরুণী বললেন, ‘সংগীত নাইট না করলে বিয়েটা ব্যাকডেটেড হয়ে যাবে বলে মনে হয়েছিল। আর তাছাড়া সবাই এই আয়োজনে মাতছে। তাই আমার বিয়েতেও এই আয়োজন করা হয়েছিল।’ সায় দিয়ে ইভেন্ট অর্গানাইজার অরিজিৎ রায়ের বিশ্লেষণ, ‘‘বাঙালি পরিবারগুলি বিয়েকে আর শুধু আচার হিসেবে দেখে না। তারা বরং এটিকে ‘গ্র্যান্ড সেলিব্রেশন’ হিসেবে দেখা শুরু করেছে। সংগীত বা মেহেন্দি তাদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা।’’ চাহিদা থাকাতেই তাঁরা এসবের আয়োজন করে থাকেন বলে তিনি জানালেন।

বাঙালি বরের আগমনে আগে শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, এক-আধজন আত্মীয়র নাচ দেখা যেত। আর এখন? বর আজকাল ডিজে সিস্টেম বাজানো গাড়িতে আসে। সঙ্গে পঞ্জাবি ডান্স ট্রুপ, বড় বড় ঢাকঢোল, ফগ গান, লাইট স্কোয়াড। ‘শুভদৃষ্টি’ পর্বে চোখ রাখা যাক। ছাঁদনাতলায় দাঁড়িয়ে বরকে উঁচু করে তোলা, কনের চোখ খুলে বরের দিকে তাকানো,

এরপর দশের পাতায়

বিজেপির আইটি সেলে তৃণমূল কর্মীর নাম

কালিয়াগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিজেপির আইটি সেলের নবনির্মিত কমিটিতে সক্রিয় তৃণমূল যুব কর্মীর নাম ঘিরে চাঞ্চল্য। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সোমবার শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব কর্মী দীপঙ্কর বসুকে সামনে বসিয়ে শহর তৃণমূল কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করলেন কালিয়াগঞ্জের শহর তৃণমূল যুব সহ সভাপতি রতন বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন কালিয়াগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ কুণ্ডু। রতন বিশ্বাস জানিয়েছেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত দীপঙ্কর বিজেপি-মনস্ক ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি তৃণমূলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে কাজ করে চলেছেন। দীপঙ্করেরও দাবি, 'একসময় বিজেপি করতাম। কিন্তু বিগত পাঁচ বছর ধরে বিজেপির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। ওয়ার্ডে তৃণমূলের এসআইআর ক্যাম্পে নিয়মিত কাজ করছি। কেন আমার নাম বিজেপির আইটি সেলে রাখা হল, সেটা আমারও প্রশ্ন।' গত ২৮ নভেম্বর বিধানসভাভিত্তিক আইটি সেলের এই কমিটি প্রকাশ্যে আসে। তালিকাটিতে বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজের স্বাক্ষর ছিল। বিষয়টি নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'কালিয়াগঞ্জ থেকে আমাকে এই কমিটি পাঠানো হয়েছে। ওদের কাছ থেকে বিষয়টি না শুনে আমি কিছু বলতে পারছি না।'

কোচবিহারের জহর রাজ্য ভলিবলের কোচ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : রাজ্য ভলিবল দলের কোচ হয়েছেন কোচবিহারের জহর রায়। তাঁর বাড়ি খাগড়াবাড়িতে। ইতিমধ্যেই তিনি কাজে যোগদান করেছেন। সামনে অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা রয়েছে। ওই দলকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন জহর সহ মোট তিনজন কোচ। কলকাতায় প্রশিক্ষণের ফাঁকেই জহর বললেন, 'বড় সুযোগ। খেলোয়াড়দের ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আমার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি রাজ্য দল ভালো ফল করবে।'

কয়েক দশক ধরে জহর ভলিবল খেলা ও কোচিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৯৮ সালে তাঁর নিজের ক্লাব নাট্য সংঘ ও পরবর্তীতে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোচ হিসেবে পথচলা শুরু। আগে ১৯৯৪ সালে বাংলা দলের হয়ে ভলিবল খেলেছেন। জহরবাবুর কোচিংয়ে ২০০৩ সালে রাজ্য আন্তঃবিদ্যালয় ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হয় কোচবিহার। ২০০৫ সালে রাজ্য ভলিবলের সাব-জুনিয়ারে কোচবিহার জেলা দলকে রানার্স করার নেপথ্যেও ছিল তাঁর অগ্রণী ভূমিকা।

পরে ২০০৮ সালের জুনিয়ার বিভাগেও জহরের প্রশিক্ষণে কোচবিহার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ২০২২ সাল থেকে তিনি জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভলিবল বিভাগের সচিবের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। জহরের দায়িত্বপ্রাপ্তির খবরে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত

> বড় সুযোগ। খেলোয়াড়দের ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি, রাজ্য দল ভালো ফল করবে।
>
> **জহর রায়**

বলেন, 'জহর একজন দক্ষ কোচ। তাঁর নেতৃত্বে বাংলা দল নিশ্চয় সাফল্য পাবে। জেলার আরও খেলোয়াড়রা রাজ্য দলে খেলার সুযোগ পাবে বলে আশা করি।'

অদম্য ইচ্ছেশক্তিতে সাফল্য

ম্যাট নেই, নদীর পাড়ে কুস্তিচর্চা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১ ডিসেম্বর : কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'ছন্নছাড়া' কবিতায় নেই রাজ্যের বাসিন্দাদের কথা উল্লেখ করেছিলেন। বর্তমানে এই কবিতা লিখলে তিনি নিঃসন্দেহে এই 'নেই রাজ্যের বাসিন্দা' হিসেবে আলিপুরদুয়ারের কুস্তিগিরদের কথাই বলতেন। বলবেন নাই বা কেন, জেলায় যে কুস্তিচর্চার কোনও পরিকাঠামোই নেই। কুস্তির আখড়া থেকে শুরু করে জুতো, কস্টিউম এমনকি কুস্তির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ম্যাট, কোনওটাই এখানে নেই।

কিন্তু এত নেই-এর মাঝেও যেটা আছে তা হল, কিছু ছেলেমেয়ের প্রতিভা এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি। সেটার ওপর ভর করেই তাঁরা কুস্তিচর্চা করে যাচ্ছেন। তাঁদের এই কসরতের সাফল্যও আসছে। ইতিমধ্যেই জেলার আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বিন্দিপাড়া মজিদখানা, চেপানি সহ বিভিন্ন গ্রামের ছেলেমেয়েরা জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সাফল্য পেয়েছেন। জেলার দুই তরুণ জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। রাজ্য স্তরেও এসেছে স্বর্ণপদক। জেলার একমাত্র মহিলা কুস্তিগির মৌসুমি রায় প্রবল আর্থিক অনটনের মধ্যেও নিয়মিত পরিশ্রম করে রাজ্য স্তরে ব্রোঞ্জ জিতে নজির সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কথায়, 'আমরা যারা কুস্তি খেলছি, তারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা। কুস্তির প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনার সামর্থ্য আমাদের নেই।'

গদাধর নদীর চরে কুস্তির প্রশিক্ষণ।

কার্যত একই কথা শোনা যায় সৌরভ বর্মন, রজনী রায়, সুরজিৎ মোদক, জয়ন্ত রায়, বুবাই রায়, মানিক রায়, নিমাই দাস, নন্দগোপাল দাসদের গলাতেও। তাঁরা প্রত্যেকে বর্তমানে নিয়মিত বিন্দিপাড়া গ্রামে খেলার মাঠে কুস্তিচর্চা করে যাচ্ছেন। তাঁরা জানান, কুস্তিচর্চা করার জন্য একটি হলঘর তাঁদের বিশেষভাবে প্রয়োজন। এছাড়া ম্যাট, খেলার জন্য জুতো, কস্টিউম এবং অন্য সমস্ত সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। কোনও পরিকাঠামো না থাকায় তাঁরা গদাধর নদীর চরে বালিমাটিতে গিয়ে অনুশীলন করতে বাধ্য হচ্ছেন। জেলায় কোনও প্রশিক্ষক নেই। আন্তর্জাতিক কোচ এবং রেফারি ভূমিপুত্র নন্দন দেবনাথ তাঁদের ভীষণভাবে সাহায্য করেন এবং উৎসাহ জোগান। বর্তমানে কলকাতায় থাকলেও যখনই বাড়ি আসেন লাগাতার প্রশিক্ষণ দেন। এছাড়া দূরে থাকলেও ভিডিও তৈরি করেও পাঠান। তাঁর সহযোগিতা ছাড়া আমরা কোনওভাবেই এই সাফল্য পেতাম না। তবে সঠিক পরিকাঠামো পেলে এলাকার অনেক ছেলেমেয়ে কুস্তির প্রতি আগ্রহী হবে বলে তাঁদের বিশ্বাস।

তাঁদের কথায়, 'নন্দন দেবনাথ না থাকলে আমাদের কোনওভাবেই কুস্তি খেলা সম্ভব হত না। আমাদের জেলায় রেসলিংকে এগিয়ে নিতে হলে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা একান্তভাবে জরুরি। খেলোয়াড়দের সরঞ্জাম দিয়ে সহযোগিতা করাও ভীষণভাবে প্রয়োজন। তার জন্য সরকারি উদ্যোগ গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি।'

পশ্চিমবঙ্গ রেসলিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নন্দন দেবনাথ বলেন, 'দূরে থাকলেও ওদের সহযোগিতা বা উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছি। পরিকাঠামো এবং সরঞ্জামের ঘাটতি রয়েছে। সেই সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা চালাচ্ছি। আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করা হবে।'

অ্যাফিডেভিট

আমি তপতী ভৌমিক স্বামী-পার্থ ভৌমিক, পান্ডাপাড়া রোড, জলপাইগুড়ি ভোটার কার্ডে ভুল থাকায় 29.11.2025 তারিখে LD. J.M. 2nd Court, Jalpaiguri affidavit No. 5048 বলে তপতী ভৌমিক এবং তপতী ভোমিক (বিশ্বাস) একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/119176)

•

আমি Pranab Ghosh, পিতা : Anil Ghosh, পোঃ আলিপুরদুয়ার কোর্ট, থানা ও জেলা : আলিপুরদুয়ার। ড্রাইভিং লাইসেন্স (No : WB6920050865149)-এ আমার ও পিতার নাম ভুল থাকায় গত ২৮/১১/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার LD 1ST JM কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Pranab Ghossh, পিতা: Anil Ch Ghosh থেকে Pranab Ghosh, পিতা : Anil Ghosh হলাম। (C/118750)

ভর্তি

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের আগামী শিক্ষাবর্ষের (২০২৬) পঞ্চম শ্রেণির বাংলা/ইং মাধ্যমের ভর্তির ফর্ম ৩রা ডিসেঃ থেকে ১২ই ডিসেঃ ২০২৫ পর্যন্ত দেওয়া ও নেওয়া হবে। প্রধান শিক্ষক। (C/119175)

কর্মখালি

সুবর্ণ সুযোগ- আলিপুর/জলপাইগুড়ি/শিবমন্দিরবাসীদের বাড়ি থেকে 2/3 ঘণ্টা কাজে উচ্চ আয়। M : 9733170439. (K)

অ্যাফিডেভিট

আমি Prithwish Chandra Roy আমার কন্যা Poly Roy-এর জন্মশংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত ইং 13-11-25 তারিখে জলপাইগুড়ি J.M. 1st কোর্ট হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমার সঠিক নাম Prithwish Chandra Roy হবে। Pritish Ch. Roy ও Prithwish Chandra Roy উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। শালবাড়ী, ধূপগুড়ি। (A/B)

•

আমি Prakash Das S/o Subal Das Vill-Chandipur P.O. Kajigram Chandipur P.S. English Bazar Dist. Malda Pin - 732103 আমার ছেলের জন্ম সংসাপত্রে যার No. B/2024/0561236 dt. 19/04/2024 আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 18/3/2025-এ প্রথম শ্রেণী J.M কোর্ট মালদহ অ্যাফিডেভিট বলে Pranajit Das থেকে Soumojit Das করা হল।

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB631996094 আমার এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 14-10-2025, J.M. 3rd Court সদর, কোচবিহার, In Charge, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Sammi Mahammad এবং Sammi Mahammed, পিতা Khalil Khan এবং MD. Khalil Khan এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। নতুন পল্লী, ওয়ার্ড নং 8, পোঃ ও জেলা ঃ কোচবিহার। (C/118921)

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR

Sealed quotations are invited for repairing, along with replacement of spare parts (IR Source (Part No. 1005855) Bruker FTIR Alpha) and service charges for Bruker FTIR Alpha II of the Department of Pharmaceutical Technology, University of North Bengal. For details, please see : www.nbu.ac.in

Advt. No. 36/R-2025 Dated : 02.12.2025 — Registrar (Acting)

তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : টিএসকে/ইএনজিজি/৬৯ অফ ২০২৫, তারিখ : ২৭-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: ... www.ireps.gov.in ...

ডিআরএম(ওয়ার্কস), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

e-TENDER Corrigendum

Vide notification no. 1718 & 1919/DCFS/JPG/25, Dt: 07/11/2025 bids are requested from interested bidders for engagement of vendors for Stationeries and Good Vehicles. Last Date of Submission: 04/12/2025 till 2 PM. For Stationeries & 04/12/2025 till 2 PM for Goods Vechicles. Please follow the website https://www.wbtenders.gov.in and notice board O/o DCF&S, Jalpaiguri.

Sd/-
DCF&S,
Jalpaiguri

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No.WB BLOCK/36/BDO/MATIALI/2025-26
Last date of online bid submission : 09-12-2025 upto 18:00 hours.
For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No.WB BLOCK/37/BDO/MATIALI/2025-26.
Last date of online bid submission : 09-12-2025 upto 18:00 hours.
For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

কাটিহার মণ্ডলে সহযোগী সিগন্যালিং কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৬২ তারিখঃ ২৬-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ ... টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৮-১২-২০২৫ ... http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম(এসএন্ডটি)/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে
অকশন ক্যাটালগ

... www.ireps.gov.in ... (SDAH-277/2025-26)

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি/ইএল/১৮/২৫-২৬; তারিখ: ২৭-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. : এপি/ইএল/১৮/২৫-২৬। কাজের নাম: বৈদ্যুতিক কাজ : আলিপুরদুয়ার ... www.ireps.gov.in ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

... খুলবে ২৬-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৬-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

হাওড়া ডিভিশনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

... ট্রেন/টিওডি, যদি থাকে, তাহলে তা পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ/পথ পরিবর্তন করা হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

... www.ireps.gov.in ...

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR
RECRUITMENT NOTICE

SL. NO.	POST	VACANCY	DESIRED QUALIFICATION
1	PGT Economics	1	MA., B.Ed.
2	PGT Mathematics	1	M.Sc., B.Ed.
3	PRT	2	Graduate, B.Ed / D.El.Ed.
4	Secretary to the Principal	1	Graduate and knowledge of Computer

N.B.: i. Candidates applying must have proficiency in speaking English. ii. Work experience is must for PGT Mathematics. iii. Candidates with specialization in English and Mathematics will be preferred for PRT.

Please send your resume at the latest by 10th December, 2025.
E-mail ID: binamohitmemorialschool@rediffmail.com

ডিসেম্বর, ২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

লামডিং ডিভিশনের অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ের বর্জিত সামগ্রী বিক্রির জন্য ডিসেম্বর, ২০২৫ মাসের জন্য নিম্নবর্ণিত হিসেবে তারিখে ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে।

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	ডিসেম্বর, ২০২৫	০৯-১২-২০২৫, ১৬-১২-২০২৫ ২৩-১২-২০২৫, ৩০-১২-২০২৫

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ই-নিলাম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

তিনসুকিয়া মণ্ডলে পার্সেল স্ক্যানার মেশিনের স্থাপন এবং পরিচালনের জন্যে ই-নিলাম

... টোকা: বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক (আইসি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৩৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৫৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৫৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। নতুন কোনও আসবাবপত্র উপহার পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা। বৃষ : আত্মীয়ের পরামর্শে কোনও আর্থিক সংস্থায় টাকা রেখে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। সংসারে সামান্য কারণে অশান্তি। মিথুন : স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারেন। শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিকিৎসার জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কর্কট : অসাধু ব্যক্তির পরিকল্পনায় পড়ে প্রচুর অর্থ নষ্ট হতে পারে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা বাড়বে। পড়াশোনায় উন্নতি। সিংহ : নতুন বাড়ি নির্মাণে আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণ মঞ্জুর হয়ে যাবে। হিংস্র পশু থেকে সাবধান। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। কন্যা : অপ্রত্যাশিত কোনও খবর পেয়ে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি। তুলা : সামান্য কারণে কোনও আত্মীয়ের কাছে হেনস্তা হতে হবে। বিজ্ঞানচর্চায় বিশেষ সাফল্য পাবেন। প্রেমে মান-অভিমান চলবে। বৃশ্চিক : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য এবং চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। ধনু : বেহিসেবী খরচে রাশ টানতে না পারলে আর্থিক সমস্যায় পড়তে পারেন। বৈদ্যুতিন সামগ্রীর ব্যবসায়ীদের লাভের পরিমাণ বাড়বে। মকর : অতিরিক্ত ভোগবিলাসের কারণে খরচের বহর বাড়বে। রাস্তাঘাটে তর্কবিতর্ক থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। আর্থিক শুভ। কুম্ভ : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে পরিবারে অশান্তি বাড়তে পারে। জমি বা ফ্ল্যাট কেনার আগে কাগজপত্র ভালো করে যাচাই করে নিন। মীন : পরিবারে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে শান্তিপূর্ণ আলোচনায় সমস্যার সমাধান হবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ১১ অগ্রহায়ণ, ২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৫ অঘোন, সংবৎ ১২ মার্গশীর্ষ সুদি, ১০ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৬, অঃ ৪।৪৮। মঙ্গলবার, দ্বাদশী দিবা ১২।১২। অশ্বনীনক্ষত্র রাত্রি ৬।২৫। বরীয়ানযোগ রাত্রি ৭।৩৩। বালবকরণ দিবা ১২।১২ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১১।৫ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ৬।২৫ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১২।১২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ১২।১২ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৭।২৬ গতে ৮।৪৬ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ২।৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩০ গতে ৮।৭ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৮।৪৬ গতে নৈর্ঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, দিবা ১২।১২ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৬।২৫ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- সীমন্তোন্নয়ন, দিবা ১২।১২ মধ্যে পুংসবন, রাত্রি ৬।২৫ গতে গর্ভাধান। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও এবং ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট সপিণ্ডন। পূর্ব্বাহ্ন ৯।৪০ মধ্যে একাদশীর পারণ। গোস্বামীমতে অখণ্ডদান দ্বাদশীব্রত। মৎস্যদ্বাদশী। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৪৫ গতে ১১।৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৫ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১২।৪ মধ্যে ও ১।৫২ গতে ৩।৩৯ মধ্যে ও ৫।২৭ গতে ৭।৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৩৫ মধ্যে।

আজ টিভিতে

দুর্গা কি সত্যিই লোভী? না আছে অন্য পরিকল্পনা?
জগদ্ধাত্রী সন্ধে ৭.০০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ শুধু একবার বলো, দুপুর ১.৪৫ অরুন্ধতী, বিকেল ৪.৪৫ আলো, সন্ধে ৭.৪৫ জানেমন, রাত ১০.৩০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ নীল আকাশের চাঁদনি, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৩.৩০ মহাগুরু, সন্ধে ৭.০০ বন্ধু, রাত ১০.৩০ চ্যালেঞ্জ-টু
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ আমার প্রেম, দুপুর ১২.০০ বাবা কেন চাকার, ২.৩০ এক চিলতে সিঁদুর, বিকেল ৫.০০ শত্রু মিত্র, রাত ১০.৩০ স্বার্থপর
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আঁধার পেরিয়ে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রাখে হরি মারে কে
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভালোবাসায় ছোঁয়া
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ সিংহম রিটার্নস, সন্ধে ৬.৫০ খুদা গওয়াহ, রাত ১০.০০ খুল্লম খুল্লা পেয়ার করে
জি সিনেমা : সকাল ১০.২৭ কার্তিকেয়-টু, দুপুর ১.১৩ বেবি জন, বিকেল ৪.১৯ কৃশ, সন্ধে ৭.৫৫ রেইড-টু, রাত ১০.৪৪ হিরোপন্তি-টু
জি বলিউড : বেলা ১১.৩৯ ম্যায় অওর মেরা হাতি, দুপুর ২.৩২ আ আব লওট চলেঁ, সন্ধে ৬.০৭ কোয়লা, রাত ৯.০০ ঘায়ল, ১২.০০ ধর্ম কর্ম
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১৪ রাউডি নাম্বার ওয়ান, দুপুর ১.৫২ খিলাড়ি ৪২০, বিকেল ৪.২৩ দবং
এমএনএক্স : দুপুর ২.১০ দ্য হাঙ্গার গেমস : ক্যাচিং ফায়ার, বিকেল ৪.২০ নাউ ইউ সি মি, রাত ৯.০০ রেসিডেন্ট ইভিল, রেজারেকশনস

কোয়লা সন্ধে ৬.০৭ জি বলিউড

গুরজিৎ সিং-এর গান শুনুন **গুড মর্নিং আকাশ** অনুষ্ঠানে সকাল **৭.০০ আকাশ আট**

বন্ধু সন্ধে ৭.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

৭ দিন চেয়ারম্যানহীন পুরসভা

রাজনীতির জটে উন্নয়ন আটকে পুরাতন মালদায়

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ১ ডিসেম্বর : গত ২৪ নভেম্বর পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ পদত্যাগ করেছিলেন। সোমবার ছিল ১ ডিসেম্বর। গত এক সপ্তাহ ধরে কার্যত অভিভাবকহীন পুরাতন মালদা পুরসভা। এই পুরসভার বয়স দেড়শো পেরিয়েছে। এত প্রাচীন একটি পুরসভার ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে ঘটেছে? মনে করতে পারছেন না প্রবীণ রাজনীতিকরাও। সেইসঙ্গে চেয়ারম্যান না থাকাতে কার্যত অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে এই পুরসভায়। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা।

তৃণমূলের অন্দরে জল্পনা, দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বের কারণে নতুন চেয়ারম্যানের নাম এখনও ঘোষণা করতে পারেনি শাসকদল। এই দীর্ঘ শূন্যতার ফলে একদিকে যেমন পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে, তেমনই পুরসভার একাধিক উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা থমকে রয়েছে। নিয়মরক্ষার কাজ চললেও, চেয়ারম্যানের অভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিভিন্ন প্রকল্প। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবা যেমন পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা, পথবাতি, মিউটেশন ইত্যাদি ভাইস চেয়ারম্যান আপাতত দেখভাল করলেও, মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ থমকে গিয়েছে। এছাড়াও, বোর্ড অফ কাউন্সিলার্স-এর মিটিং ডাকার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিয়েছে। শহরের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি, টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করা এবং বড় মাপের আর্থিক লেনদেনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতি বাধা সৃষ্টি করছে।

এই শূন্যতার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের উপর। সোমবার দুপুরে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা চণ্ডী কর্মকার স্ত্রীর মৃত্যুজনিত এককালীন টাকা তোলার জন্য ভাইস চেয়ারম্যানের অপেক্ষায় বসে ছিলেন। তিনি বলেন, 'চেয়ারম্যান না থাকায় ভাইস চেয়ারম্যানের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। সিল-সই না পেলে টাকা পাব না।' ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুনীল পালও নতুন পানীয় জলের সংযোগের আবেদন নিয়ে এসেছিলেন। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না তাঁর।

বাম আমলের প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান বিশ্বনাথ সুকুল এই অচলাবস্থার জন্য শাসকদলকে দায়ী করে বলেন, 'পুরসভার ইতিহাসে এতদিন ধরে চেয়ারম্যানের পদ খালি থাকেনি। এটা তাদের অভ্যন্তরীণ কলহের ফল, যার মাশুল শহরবাসীকে দিতে হচ্ছে। ভাইস চেয়ারম্যানের একার পক্ষে সমস্ত কাজ সামাল দেওয়া সম্ভব নয়।'

বর্তমানে সব চাপ গিয়ে পড়েছে ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলামের উপর, যিনি একাই চেয়ারম্যানের শূন্যতা পূরণ করার চেষ্টা করছেন। ভাইস চেয়ারম্যান অবশ্য দাবি করেছেন, 'পুরসভার সমস্ত নাগরিক পরিষেবা চালু রয়েছে। কোথাও কোনও সমস্যা নেই। মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন।'

তবে, এই দীর্ঘস্থায়ী শূন্যতা যে শহরের বৃহত্তর উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা ব্যাহত করছে, তা বলাই বাহুল্য। এখন সকলের নজর তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্বের দিকে, কবে এই অচলাবস্থা কাটবে এবং নতুন চেয়ারম্যানের নাম ঘোষিত হবে।

পুরসভায় অপেক্ষায় নাগরিকরা।

কোথায় সমস্যা

জল, নিকাশি ব্যবস্থা, পথবাতি, মিউটেশন ইত্যাদি ভাইস চেয়ারম্যান দেখভাল করছেন

তবে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ থমকে গিয়েছে

বোর্ড অফ কাউন্সিলার্স-এর মিটিং ডাকার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিয়েছে

শ্রীরূপাকে বর্ষার ব্যাং বলে কটাক্ষ রহিমের

মালদা, ১ ডিসেম্বর : 'তৃণমূলকে রুখতে কংগ্রেস, সিপিএম ও বিজেপি এরাজ্যে গোপন আঁতাত করে। কিন্তু তাতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে থামাতে পারে না।' রবিবার রাতে মালদা শহরের ফোয়ারা মোড়ে বিরোধী তিন দলকে এইভাবেই আক্রমণ চালালেন জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী। পাশাপাশি ওই সভা থেকে ইংরেজবাজারের বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর বিরুদ্ধেও আক্রমণ শানানো হয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে রহিম আরও বলেন, 'এসআইআর বিজেপির চক্রান্ত। ১ কোটিরও বেশি মানুষের নাম বাদ দেওয়া হবে বলে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছেন বিজেপির নেতারা। তবে শুধু তৃণমূল জেলার প্রতিটি বুথে ক্যাম্প করে মানুষকে সহায়তা করছে।' এছাড়া শ্রীরূপাকে কটাক্ষ করে বলেন, 'শুধুমাত্র বর্ষাকালে ব্যাংয়ের আওয়াজ শোনা যায়। বাকি সময় দেখা মেলে না। ইংরেজবাজারের বিধায়ক অনেকটা ব্যাংয়ের মতো। মানুষ ৫ বছর ধরে তাঁকে খুঁজে পাননি। এখন ভোট আসছে, তাই এলাকায় ঘুরঘুর শুরু করেছেন।'

অন্যদিকে, বিধায়ক শ্রীরূপার পালটা মন্তব্য, 'মানুষ আমাকে ৮৪ হাজার ভোটে জিতিয়েছে। তাই তৃণমূল তো আমাকে আক্রমণ করবেই। তবে লাভ হবে না।'

মায়ের পিঠে নিশ্চিন্তে... পতিরাম-হিলি জাতীয় সড়কে। ছবি : অভিজিৎ সরকার

ডিম নেই, কর্মী সাসপেন্ড

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১ ডিসেম্বর : নিয়মিত ডিম দেওয়া হয় না অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। বেশ কিছুদিন ধরেই এমন অভিযোগ পাচ্ছিল ব্লক প্রশাসন। যার ভিত্তিতে হরিশ্চন্দ্রপুর সদর ব্লক অফিস থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বের একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীকে সাসপেন্ড করলেন হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লক সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক। শুধু ডিম না দেওয়া নয়, একাধিক অনিয়মের অভিযোগ ছিল কেন্দ্রটির বিরুদ্ধে। কিন্তু বর্তমানে ডিমের যা দাম, তাতে নিয়মিত ডিম দেওয়া কি সম্ভব, প্রশ্ন তুলেছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি তুলেছেন তাঁরা। তাঁদের বক্তব্য, বাজারে এখন একটি ডিমের দাম ৮ টাকা। কিন্তু সরকারের বরাদ্দ সাড়ে ৬ টাকা।

শীতের শুরুতেই ডিমের মূল্যবৃদ্ধি। শাকসবজিতে হাত দেওয়াও দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন পরিস্থিতির প্রভাব পড়ছে স্কুলের মিড-ডে মিল থেকে অঙ্গনওয়াড়ির খাদ্যতালিকায়। সরকারি নির্দেশ অনুসারে, সপ্তাহে ছয়দিনের মধ্যে তিনদিন শিশুদের অর্ধেক এবং বাকি দিনগুলিতে গোটা ডিম দেওয়া হয়। প্রসূতি মায়েদের সপ্তাহে ছয়দিনই গোটা ডিম দেওয়ার নিয়ম। পুষ্টিকর ডাল, সবজিও রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সঠিক পরিমাপে কোনওটাই দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে জানাচ্ছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। তাঁদের বক্তব্য, সরকার থেকে যে টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে, তাতে বর্তমান বাজার থেকে ডিম সহ অন্যান্য জিনিস কেনা অসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাজারে যেখানে একটি ডিমের দাম ৮ টাকা, সেখানে সরকারি বরাদ্দ সাড়ে ৬ টাকায় প্রত্যেকটি ডিম কী করে কেনা সম্ভব? যে কেন্দ্রের কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, সেখানকার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে এবং এই সংক্রান্ত অভিযোগ স্থানীয়রা করেছেন বলে প্রশাসনের তরফে দাবি করা হচ্ছে।

যদিও বরাদ্দ বৃদ্ধি না করে সাসপেন্ডের মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় বলে মনে করছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বলেন, 'বরাদ্দ টাকায় ডিম কেনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার উপরে ডাল, সবজির খরচ তো রয়েইছে। কীভাবে প্রতিদিন ডিম দেব, তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছি। এর মধ্যেও চেষ্টা করছি, যাতে মা এবং শিশুরা ডিম এবং ন্যূনতম পুষ্টি থেকে বঞ্চিত না হয়। অবিলম্বে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি করছি সরকারের কাছে।' সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের আধিকারিক আব্দুস সাত্তার বলেন, 'বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে এক কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাছাড়া বরাদ্দ বৃদ্ধি নিয়ে কর্মীদের যে দাবি রয়েছে, তা আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

বরাদ্দ দাবি

পাতে অনিয়মিত ডিম, এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে সাসপেন্ড প্রশাসনের

সরকারি তরফে ডিম প্রতি বরাদ্দ সাড়ে ৬ টাকা, বাজারদর ৮ টাকা

সাসপেন্ডে সমস্যার সমাধান নয়, বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের

তিরধনুক, কুড়ুল হাতে বিক্ষোভ

বালুরঘাট ও গাজোল, ১ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের আগে আদিবাসীদের ক্ষোভ দেখা গেল বালুরঘাটে। সোমবার জেলা শাসকের দপ্তর ঘেরাও করে ভুয়ো তপশিলি উপজাতির শংসাপত্র দেওয়ার অভিযোগ তুলে তিরধনুক, কুড়ুল হাতে বিক্ষোভ দেখালেন শতাধিক আদিবাসী। এদিন ধামসা, মাদল বাজিয়ে জেলা প্রশাসনিক ভবনের মূল গেটের সামনেই পথ অবরোধে নামে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান সংগঠন। বালুরঘাটের অফিসপাড়ায় রাস্তার ওপরেই বসে পড়ায় যাতায়াত স্তব্ধ হয়ে পড়ে। কয়েক ঘণ্টা ধর্না চালান আদিবাসীরা। বিকেল ৪টা নাগাদ তাঁরা জেলা শাসকের দপ্তরে কয়েক দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি জমা করে ধর্না তুলে নেন।

অন্যদিকে, বুধবার গাজোল কলেজ মাঠে জনসভা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। তার আগে এদিন বিডিও'র মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একগুচ্ছ দাবিসনদ পেশ করে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান। সংগঠনের উত্তরবঙ্গ জোনাল প্রেসিডেন্ট মোহন হাঁসদার নেতৃত্বে এদিন বিডিও'র কাছে ওই দাবিপত্র জমা দেওয়া হয়। মোহন জানান, তাঁদের মূল দাবি- শিক্ষাক্ষেত্রে পৃথক সাঁওতালি বোর্ড গঠন, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সাঁওতালিমাধ্যমে শিক্ষার পরিকাঠামো গড়ে তোলা, সাঁওতালি ভাষায় পঠনপাঠনের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, আদিবাসী ছাড়া অন্যদের তপশিলি উপজাতি সার্টিফিকেট দেওয়া বন্ধ করা, আদিবাসীদের জমি হস্তান্তর বন্ধ করা, আদিবাসীদের ধর্মান্তিরণ বন্ধ করা ইত্যাদি। মোহন বলেন, 'আমরা দেখতে চাই মুখ্যমন্ত্রী এই সমস্ত বিষয়ে কী বক্তব্য রাখছেন। তা না হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন আদিবাসীরা।'

অস্ত্র হাতে নিয়ে পথ অবরোধ। সোমবার।

সোমবার কালিয়াগঞ্জ থেকে মালদা যাওয়ার পথে, গাজোলের আহোড়ার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি মালবোঝাই ট্রাক উলটে যায়। চলন্ত অবস্থায় টায়ার ফেটে বিপত্তি ঘটে। ট্রাকটি সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে গাজোল থানার পুলিশ।

জোড়া দুর্ঘটনা, মৃত ১

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১ ডিসেম্বর : রবিবার সকালে ভালুকা-তুলসীহাটা রাজ্য সড়কে মহেন্দ্রপুর ইটভাটার কাছে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান তফিজুল আলি (৫৮) নামে এক ব্যক্তি। মৃত ব্যক্তি মহেন্দ্রপুর এলাকার বাসিন্দা। ওইদিন সকালে ইটভাটার কাছে একটি পিকআপ ভ্যান ওই ব্যক্তিকে পেছন থেকে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে তাঁকে চাঁচল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। এদিকে, গাড়িটিকে পুলিশ আটক করলেও চালক পলাতক। অন্যদিকে, রবিবার রাতে একই এলাকার গোলা মোড় স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা একটি টোটোকে লরি ধাক্কা মারে। টোটোটি সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে যায়। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন চালক।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা হাকিম-কে 31.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 89G 35361 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "বেশ কিছুদিন ধরে আমি আমার এলাকায় ডিয়ার লটারি থেকে অনেক মানুষকে কোটিপতি হতে দেখেছি। আমার সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও আমি অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং একটি টিকিট কিনেছিলাম। আমার অবাক করার বিষয় হল আমি এক কোটি টাকা জিতেছি। আমার পরিবারের জন্য এমন একটি সুন্দর সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সরকারি জমির গাছে কোপ

বুনিয়াদপুর, ১ ডিসেম্বর : সরকারি জায়গা থেকে গাছ কেটে সাফ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বংশীহারী ব্লকের মোদিপুকুর ভূতিহারি মৌজায়। স্থানীয় বাসিন্দারা সোমবার সকালে বিষয়টি দেখে বন দপ্তরে খবর দেন। বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি চালান।

তড়িঘড়ি করে পালানোর সময় দুষ্কৃতীদের কাটা অবস্থায় ফেলে যাওয়া কয়েকটি ইউক্যালিপ্টাস গাছ উদ্ধার করেন বনকর্মীরা।

বন দপ্তরের অনুমান, দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পনা করেই সরকারি জমির গাছ কাটার চেষ্টা করছে দুষ্কৃতীরা। কুশমণ্ডির রেঞ্জ অফিসার জয়প্রকাশ রায় বলেন, ঘটনায় বন দপ্তর তদন্ত শুরু করেছে। জড়িতদের চিহ্নিত করতে এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

সচেতনতা র‍্যালি

বৈষ্ণবনগর, ১ ডিসেম্বর : নানা কর্মসূচির মাধ্যমে সোমবার বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হল মালদার বৈষ্ণবনগরে। এদিন কালিয়াচক ৩ নম্বর ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে বৈষ্ণবনগরে এক সচেতনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

র‍্যালি শুরু হয় বেদারাবাদ গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে। র‍্যালিতে পা মেলান ব্লক মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শেখ আবদুল্লাহ সহ হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

তাঁরা সকলে মিলে এইডস প্রতিরোধে সচেতনতা অবলম্বনের বার্তা তুলে ধরেন। র‍্যালি শেষে হাসপাতালে এক আলোচনা সভাও করা হয়।

সেখানে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা এইডস রোগ কী, কোন ভাইরাসের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়, এই রোগ প্রতিরোধের উপায় কী ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।

আক্রান্ত মহিলা

পতিরাম, ১ ডিসেম্বর : মৃত স্বামীর জমিতে চাষ করতে গিয়ে শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের হাতে আক্রান্ত হলেন মহিলা।

গত রবিবার এই ঘটনার পর পতিরাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন রামপুর-কিসমত এলাকার বাসিন্দা চঞ্চলা হেমব্রম। তিন বছর আগে স্বামীকে হারিয়ে তিন সন্তান নিয়ে সংসার চালাচ্ছেন তিনি।

কৃষি-যান্ত্রিক দপ্তরে তালা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১ ডিসেম্বর : পুজোর আগে কৃষি-যান্ত্রিক দপ্তরের ৩০ জন কর্মী কাজ খুইয়েছিলেন। সেই সময় দপ্তরের তরফে তাঁদের পুনর্বহালের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু তিন মাস পেরিয়ে গেলেও সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। সেজন্য সোমবার কৃষি-যান্ত্রিক দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে থালা হাতে চাকরিহারা কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিক্ষোভের জেরে দপ্তরের ভিতরে কর্মী ও আধিকারিকরা অনেকক্ষণ আটকে ছিলেন। খবর পেয়ে দপ্তরের নিবাহী বাস্তুকার পার্থ দে এসে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনিও প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়েন। শেষপর্যন্ত তাঁর আশ্বাসে আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ তুলে নেন। বালুরঘাট কৃষি-যান্ত্রিক দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পার্থ দে বলেন, 'নিয়োগ, অনুদান সংক্রান্ত কাগজপত্র ও অর্থ ব্যবস্থার বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। একটু দেরি হওয়ায় কর্মীরা ধৈর্য হারাচ্ছেন।'

বালুরঘাট গার্লস কলেজপাড়াস্থিত জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-যান্ত্রিক দপ্তরের অধীনে কর্মরত জেলার প্রায় ৩০ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ খুইয়েছেন। বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর মহকুমা কৃষি-যান্ত্রিক দপ্তরের অধীনেও অনেকে রয়েছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে ওই কর্মীদের ছাঁটাই হওয়ার আগের তিন মাস ধরে তাঁদের বেতন বন্ধ ছিল। আন্দোলনকারী অজয় রায়ের কথায়, 'আমরা সামান্য দিনমজুরির ওপর নির্ভর করে সংসার চালাই। পুজোর ঠিক আগে আমাদের কাজে আসতে বারণ করা হয়। তার আগের তিন মাসের বেতন বাকি। আমাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ কীভাবে চলবে? আমরা এখানে বিগত ৩০-৪০ বছর ধরে কাজ করছি। আমাদের দাবি দ্রুত চাকরি ফিরিয়ে দিয়ে যাবতীয় বকেয়া মিটিয়ে দিতে হবে।' কৃষি-যান্ত্রিক দপ্তর সূত্রে খবর, ১০ জন কর্মীর ৬০ বছর পেরিয়ে যাওয়ায় তাঁদের বাদ দিয়ে বাকি ২০ জনের স্থায়ী চাকরিতে যোগদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

গত অক্টোবর মাসে কৃষি-যান্ত্রিক দপ্তরে ও নভেম্বরে শ্রম দপ্তরে দাবিপত্র দেওয়ার পর এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। আইএনটিটিইউসি নেতা চন্দন সরকারের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, কাউকে পেটে লাথি মেরে ছুড়ে ফেলা যাবে না। অথচ এই অফিসে কর্মী ছাঁটাই হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্রমিকদের পুনর্বহাল ও আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ আন্দোলন চলবে।'

প্রতিবাদ চাকরিহারাদের

মৃত চালক

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : বাইকের সঙ্গে লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। সোমবার বিকেলে ময়নাতদন্তের পর কিশোরের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম মহম্মদ আজিজ (১৭)। সে ইটাহার হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায় ইটাহার চৌরাস্তা মোড় থেকে সবজি কেনাকাটা করে মোটরবাইক নিয়ে সে বাড়ি ফিরছিল। ইটাহারের চাভোট এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে সে গুরুতর জখম হয়।

নিখোঁজ নাবালক

কুমারগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : শনিবার কুমারগঞ্জের ডাঙ্গারহাট এলাকায় জয়দেবপুর মাদ্রাসায় পরীক্ষা দিতে এসে নিখোঁজ হয়ে যায় এগারো বছরের নুর আল আমিন মণ্ডল।

চারদিকে খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাননি পরিবারের সদস্যরা। শেষমেশ সোমবার কুমারগঞ্জ থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন তার মা নুরছানা খাতুন বিবি। পুলিশ অনুসন্ধান শুরু করেছে।

প্রতিবাদে জুটল মার

রতুয়া, ১ ডিসেম্বর : মালদার রতুয়া ২ ব্লকের পরানপুর হাইস্কুলের ভবন নির্মাণকে কেন্দ্র করে রীতিমতো উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নমানের কাজের প্রতিবাদ করায় স্থানীয় এক তরুণকে সোমবার সকালে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাতে নাম জড়িয়েছে স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি সৈয়দ রফিকুল হোসেন, পঞ্চায়েত প্রধান পাপিয়া পালের স্বামী সহ কয়েকজনের। পরে ওই তরুণ পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের কাছে তাঁদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন।

আহত তরুণ সুব্রত দাসের কথায়, 'এলাকার পড়ুয়াদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই প্রতিবাদ করেছিলাম। আর সেই কারণেই আমাকে মারধর করা হয়েছে।'

এ ব্যাপারে রতুয়া ২ নম্বর ব্লকের বিডিও শেখর শেরপা বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। ইঞ্জিনিয়ারকে কাজের মান খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। সেই রিপোর্ট তাঁর কাছে চেয়ে পাঠিয়েছি।'

কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওই স্কুলে একটি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। শুরু থেকেই কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, নিম্নমানের রড ব্যবহার হচ্ছে সেখানে। স্থানীয়দের শিডিউলও দেখানো হয়নি। এনিয়ে গত শুক্রবার সুব্রত এবং স্থানীয় বাসিন্দারা স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বলরাম মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ জানান।

বাসিন্দাদের দাবি, অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও পরিচালন কমিটির সভাপতি কোনও পদক্ষেপ করেননি। বরং নির্মাণ সংক্রান্ত অভিযোগকে উড়িয়ে দেন। এরপরই এদিন সুব্রতকে রাস্তায় একা পেয়ে হামলা চালানো হয়।

এদিকে, সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন সৈয়দ রফিকুল হোসেন। তিনি বলেন, 'তাঁরাই আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছেন। কাজ সরকারি নিয়ম মেনেই চলছে। কিছু লোক ব্যক্তিগত স্বার্থে স্কুলকে বিতর্কে জড়াতে চাইছে।' ঘটনা প্রসঙ্গে বলরাম বলেন, 'নিম্নমানের রড ব্যবহার করা হচ্ছে বলে বাসিন্দারা মৌখিকভাবে জানিয়েছিলেন। কাজের গুণগতমান নিয়ে তো ঠিক ইঞ্জিনিয়ার বলতে পারবেন।'

সভার আগে হেলিকপ্টারের ট্রায়াল

গৌতম দাস

গাজোল, ১ ডিসেম্বর : এসআইআর আবহে '২৬-এর ভোটে নজর। চার জেলায় নজর রেখে বুধবার মালদার গাজোলে রাজনৈতিক সভা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। স্বাভাবিকভাবে এবারও মালদা থেকে উত্তরবঙ্গ সফর শুরু হচ্ছে তৃণমূল নেত্রীর। সভার চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে সোমবার গাজোল কলেজ মাঠে হল হেলিকপ্টারের ট্রায়াল রান।

রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের সফরকে কেন্দ্র করে গোয়েন্দাদের নজরদারির পাশাপাশি আশপাশের এলাকায় শুরু হয়েছে চিরুনি তল্লাশি। মাঠ ভরাতে তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসে।

কোথা থেকে কত লোক আসবেন, তাঁদের আনার ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা রয়েছে বা প্রয়োজন, তা নিয়ে এদিন আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বকে। গাজোল কলেজ মাঠে উপস্থিত তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলছেন, 'এসআইআর-এর মাধ্যমে যেভাবে গ্রামের গরিব মানুষ, পরিযায়ী শ্রমিক সহ সমস্ত বাঙালিকে হেনস্তা করা হচ্ছে, তাতে তাঁরা বিভ্রান্ত।

এমন পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী কী বার্তা দেন, তা জানতে চাইছেন সকলে। সাধারণ মানুষের স্বার্থে বিজেপির বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী কঠোর বার্তা দেবেন বলে আমরা আশাবাদী।'

মুখ্যমন্ত্রীর সভাকে কেন্দ্র করে চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রশাসনিক প্রস্তুতিও। মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল সংলগ্ন রাস্তাগুলি সহ প্রধান রাস্তাগুলিতে যান নিয়ন্ত্রণ, সভাকে কেন্দ্র করে বা সভার আগে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তা নিয়ে এদিনও দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে পুলিশ প্রশাসনে।

গাজোল কলেজ মাঠে পৌঁছে সমস্ত কিছু সরেজমিনে খতিয়ে দেখছেন পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তারা। তাঁদের নজর থেকে বাদ যায়নি তৈরি হওয়া অস্থায়ী হেলিপ্যাড, নির্মীয়মাণ মঞ্চ। মঙ্গলবারের মধ্যে মঞ্চ এবং হ্যাঙ্গার তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর।

এদিন দলীয় ব্লক সভাপতি রাজকুমার সরকার ও দলের শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি সিরাজুল ইসলামদের সঙ্গে সভার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর।

গাজোল কলেজ মাঠে হেলিকপ্টারের ট্রায়াল রান।

মা কোথায়, বাবা ঘুম থেকে উঠছে না কেন...

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ১ ডিসেম্বর : দু'দিন আগেও বাবা-মাকে একসঙ্গে দেখেছিল শিশুটি। সে আজ দুই হাত বাড়িয়ে খুঁজছে পরিচিত মুখগুলোকে। কিন্তু আইনের শৃঙ্খলে বাঁধা মা তার কাছে ইচ্ছে করলেও ফিরতে পারবে না। আর বাবা তো কোনওদিনই ফিরবে না। কিন্তু বছর চারেকের সেই শিশুটিকে এসব কথা বোঝাবে কে? সে শুধু অভ্যাসবশে জিজ্ঞেস করছে, 'মা কোথায়? বাবা কেন ঘুম থেকে উঠছে না?'

বামনগোলা ব্লকের পাকুয়াহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সালালপুরের সেই ছোট্ট বাড়িটি দু'দিন আগে পর্যন্তও তেমন কেউ চিনত না। কিন্তু শনিবার রাতের সেই খুনোখুনির পর আশপাশের লোকজনের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে সেই বাড়ি। বাড়িটা এখন ফাঁকাই। কারণ স্বামী বিশ্বজিৎ সরকারের বুকে ছুরি বসিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে পম্পা রায় সরকারের বিরুদ্ধে। তাঁকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। সেই দুজনকে বাদ দিলে বাড়িতে থাকার মতো লোক বলতে বিশ্বজিতের বয়স্ক মা আর সেই দম্পতির ৪ বছরের সন্তান। ব্যাস।

নাতনির আধো আধো স্বরে করা প্রশ্নগুলোর কোনও উত্তর দিতে পারছেন না তার ঠাকুমা। কাঁপা হাতে নাতনিকে কোলে টেনে নিয়ে শুধু কাঁদছেন। পুত্রশোকে বিলাপ করবেন কী? তাঁর বয়স্ক-অশক্ত কাঁধে এখন তো গুরুদায়িত্ব। শিশুটির মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। বলছেন, 'চুপ কর, আমি আছি।' কিন্তু নিজেই জানেন, তিনি যতদিন আছেন ততদিনই। তারপর কে দেখবে এই শিশুকে? কে মুছবে তার কান্না?

প্রতিবেশী সহ কাছে-দূরের পরিজনেরা বিশ্বজিতের মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কঙ্কা সরকার নামে সেই এলাকারই বাসিন্দা একজন বধূর কণ্ঠে উঠে এল শোকের কথা। বললেন, 'ওই শিশুটির তো কোনও দোষ ছিল না। এক মুহূর্তে হারাল মা-বাবা দুজনকেই। এমন ভাগ্য যেন আর কারও না হয়।' সাগরি মণ্ডল নামে এক বধূ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছিলেন। বললেন, 'সেদিনের দাম্পত্যকলহের পিছনে কারণ কী ছিল জানি না। কিন্তু এক মুহূর্তের ক্রোধে বাচ্চাটার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গেল। চার বছরের শিশুটার দোষ কী ছিল?'

এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, একতলা টিনের চালার বাড়িটা যে খাঁখাঁ করছে। সোমবার দুপুরে নাতনিকে কোলে করে ঘরের সামনেই হাঁটাহাঁটি করছেন ঠাকুমা। যতটুকু ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখা যায় আর কী। জানালেন, শনিবারের সেই ঘটনার পর থেকে নাতনি ঠিকভাবে খাওয়াদাওয়াও করছে না। এভাবে চললে তো অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে সেই একরত্তি। আর বিশ্বজিতের মায়েরও একইরকম অবস্থা। গলা দিয়ে যেন কিছুতেই ভাত নামছে না। বিশ্বজিতের এক ভাই রয়েছেন, প্রসেনজিৎ। কর্মসূত্রে তিনি আলাদা থাকেন। এদিন সালালপুরের বাড়িতে গিয়ে তাঁর দেখা মেলেনি। তাই আপাতত সেই বৃদ্ধাই বিশ্বজিতের মেয়ের কাছে সবটুকু।

শোকার্ত বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সেই পরিবারের এক পরিচিত অনন্ত রায়ের কণ্ঠেও শুধুই হতাশা, 'এখনও কিছুই বোঝে না শিশুটি। ঠাকুমা যতদিন আছেন দেখবেন, কিন্তু তারপর?' প্রশ্ন তো সেটাই।

সালালপুরে একরত্তির অবাক প্রশ্ন

পিতৃ-মাতৃহীন শিশুকে কোলে নিয়ে ঠাকুমা। -সংবাদচিত্র

অসহায়

- শনিবার রাতে দাম্পত্যকলহের জেরে স্বামীকে খুন করার অভিযোগ পম্পার বিরুদ্ধে
- পম্পাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ
- বাড়িতে রয়েছে বিশ্বজিৎ ও পম্পার ৪ বছরের মেয়ে ও বিশ্বজিতের মা
- বাবা-মা কোথায় গেল, বুঝতেই পারছে না সেই খুদে

পুলিশ সুপারের দায়িত্বে অভিজিৎ

মালদা, ১ ডিসেম্বর : আগামী বুধবার মালদায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে সোমবার মালদা জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে নতুন দায়িত্ব নিলেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদায়ি পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বদলি হয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলার (ট্রাফিক) পুলিশ সুপারের দায়িত্ব নিচ্ছেন।

এর আগে মালদা জেলায় ডেপুটি পুলিশ সুপার পদে কর্মরত ছিলেন নতুন পুলিশ সুপার অভিজিৎ। এদিন দুপুরে দপ্তরে নতুন পুলিশ সুপারকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন বিদায়ি পুলিশ সুপার। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ১৭ এপ্রিল মালদার পুলিশ সুপারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন প্রদীপকুমার যাদব। সাড়ে তিন বছরের বেশি সময় ধরে মালদা জেলার আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব সামলেছেন তিনি।

দুর্ঘটনায় মৃত ২, আহত ১

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

১ ডিসেম্বর : রবিবার রাতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পতিরাম চকহায় জাতীয় সড়কের ওপর দুর্ঘটনাটি হয়। মৃতের নাম তরুণ মহন্ত (৩২)। ওইদিন রাত সাড়ে দশটায় রাজমিস্ত্রির কাজ সেরে ভুটভুটি নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন কুমারগঞ্জের ডাঙ্গারহাট আগাছা এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা। ওই সময় উলটো দিক থেকে আসা একটি মোটরবাইক ভুটভুটিতে ধাক্কা মারে। এতে তরুণ মহন্ত রাস্তায় ছিটকে পড়েন। স্থানীয়রা তাঁকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে জানান।

অন্যদিকে, কাজ করে বাড়ি ফেরার পথে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। সোমবার সকালে চিকিৎসারত অবস্থায় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওই শ্রমিকের। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম নারায়ণ রায় (২৬)। বাড়ি কালিয়াগঞ্জ থানার মজলিশপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায় কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় বাড়ির কাছেই রাজ্য সড়কে পিছন থেকে আসা মোটরবাইকচালক তাঁকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় নারায়ণকে উদ্ধার করে প্রথমে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন সকালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এদিকে, মোটরবাইকের ধাক্কায় আহত হলেন এক পথচারী। রবিবার রাতে পাথরঘাটা সুদর্শননগর হাইস্কুলের সামনে ৫১২ জাতীয় সড়কের ওপরে ঘটনাটি হয়। আহত ওই পথচারীর নাম সুরজ মণ্ডল (৩০)। তাঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা এলাকায়। ওইদিন রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ দৌলতপুরের দিক থেকে একটি বাইক এসে তাঁকে পেছন থেকে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা তাঁকে রশিদপুর হাসপাতালে ভর্তি করেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মিলেমিশে।। *দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে ছবিটি তুলেছেন মনিরুল ইসলাম রাজী।*

শিশুর হাতের মাংস খুবলে নেয় শিয়াল

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১ ডিসেম্বর : রবিবার রাত তখন আটটা। দক্ষিণ কনকনিয়া গ্রামে বছর তিনের শিশু বাড়ির উঠোনে একাই খেলা করছিল। হঠাৎ পেছনের জমি থেকে একটি শিয়াল এসে শিশুটির উপর আক্রমণ করে। তানভীর আলমের হাতের মাংস খুবলে নেয়। তার কান্নার আওয়াজ পেয়ে বাড়ির লোকেরা ছুটে আসেন। এরপর দ্রুত তাকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই শিশুটি চিকিৎসাধীন।

শীত পড়তেই হরিশ্চন্দ্রপুরে যেন শিয়ালের আনাগোনা বেড়েছে। কখনও বাড়ির আশপাশে ঘোরাঘুরি করছে আবার কখনও একেবারে হামলা চালাচ্ছে। এই যেমন গত মাসেই হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের বোনাহী গ্রামে শিয়ালের দলের আক্রমণে দুটি শিশু গুরুতর জখম হয়েছিল। সেই ঘটনার এক মাসের মাথায় ফের সাদলিচক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ওই ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয়রা।

তার ওপর হরিশ্চন্দ্রপুর দু'নম্বর ব্লকে আধুনিক কোনও চিকিৎসাকেন্দ্র বা হাসপাতালও নেই বলে অভিযোগ। এলাকার বাসিন্দা শহিদুল ইসলাম বলেন, 'এখন শীতের সময় এলাকায় শিয়ালের আনাগোনা আস্তে আস্তে বাড়বে। এলাকায় উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত কোনও হাসপাতাল না থাকায় শিয়ালের আক্রমণে গুরুতর জখম হলে মালদা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমরা চাই শিয়ালের আক্রমণ ঠেকাতে বন দপ্তর আরেকটু সজাগ হোক।' পাশাপাশি এলাকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এধরনের চিকিৎসার জন্য সুস্থ পরিকাঠামোর দাবি জানিয়েছেন তিনি।

তবে ঠিক কী কারণে লোকালয়ে শিয়ালের আনাগোনা বাড়ছে?

জঙ্গলে খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে। বনাঞ্চলও কমে আসছে। তাই খাদ্য, বাসস্থানের জন্য শিয়ালরা জনবসতির দিকে চলে আসছে বলে জানিয়েছেন করিয়ালি ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার দিলীপ দাস। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন গ্রামের ঝোপঝাড়ে, বাঁশবনে এমনকি গৃহস্থদের বাড়ির উঠোনে যেখানে তাঁরা ধানের কুঠি তৈরি করেন তার নীচেও আমরা শিয়ালের বাসা লক্ষ করেছি। পাশাপাশি গ্রামে-গঞ্জে বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান হলে খাবারের উচ্ছিষ্ট এবং হাটে-বাজারে মাছ, মাংসের দোকানের অবশিষ্ট খোলা জায়গায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে। তার গন্ধেও গ্রামাঞ্চলে শিয়াল আসছে। আমরা এগুলো বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষজনকে সচেতন করছি।'

> গ্রামে-গঞ্জে বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান হলে বিভিন্ন খাবারের উচ্ছিষ্ট এবং হাটে-বাজারে মাছ, মাংসের দোকানের অবশিষ্ট খোলা জায়গায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে। তার গন্ধেও গ্রামাঞ্চলে শিয়াল আসছে। আমরা এগুলো বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষজনকে সচেতন করছি।
>
> **দিলীপ দাস**
> *রেঞ্জ অফিসার, করিয়ালি ফরেস্ট*

চারদিন পর পুকুরে দেহ

হরিরামপুর, ১ ডিসেম্বর : নিখোঁজ হওয়ার চারদিন পর পুকুরে ভেসে উঠল এক অশীতিপরের দেহ। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটে হরিরামপুরে। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম গঙ্গামণি বর্মন (৮০)। তাঁর বাড়ি হরিরামপুর থানার পুণ্ডরি পঞ্চায়েতের বিরাহার গ্রামে।

গ্রামের একটি পুকুরে তাঁর দেহ ভেসে ওঠে। তাঁর ছেলে গণেশ বর্মন মায়ের দেহ শনাক্ত করেন। হরিরামপুর থানার পুলিশ মৃতদেহটি বালুরঘাটে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। আইসি অভিষেক তালুকদার বলেন, ২৮ নভেম্বর থেকে ওই বৃদ্ধা নিখোঁজ ছিলেন। পরিবার নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ জানিয়েছিল। ঘটনার তদন্ত চলছে।

পর্ষদের নির্দেশে পরীক্ষা স্থগিত

পতিরাম, ১ ডিসেম্বর : আগাম বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে শেষে সরে এল পতিরাম বিবেকানন্দ গার্লস হাইস্কুল। ডিসেম্বরের আগে পরীক্ষা না নেওয়ার পর্ষদের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও স্কুল ২৭ নভেম্বর থেকে পরীক্ষার রুটিন প্রকাশ করায় অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ছড়ায়। পরিস্থিতি প্রশাসনের নজরে এলে জেলা শাসক বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। অবশেষে স্কুল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে যে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির পরীক্ষা পর্ষদের নির্ধারিত সময় মেনেই হবে।

নির্মীয়মাণ নর্দমা ভাঙচুর হিলিতে

নির্মীয়মাণ নর্দমা ভাঙা। - সংবাদচিত্র

বিধান ঘোষ

হিলি, ১ ডিসেম্বর : রবিবার রাতে নির্মীয়মাণ নর্দমা ভাঙলেন একদল লোক। হিলি থানার কিসমতদাপট গ্রামের দিঘিপাড়া এলাকার ঘটনা। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে যায় হিলি থানার পুলিশ। সোমবার সকালে এলাকায় যান স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ঝন্টু ঘোষ, পঞ্চায়েত প্রধান বীথিকা ঘোষের স্বামী। এদিকে এভাবে নর্দমা ভাঙচুরে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে দাবি করে কাজ বন্ধ করে দেন ঠিকাদার।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ওইদিন রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ একদল লোক এসে সমস্ত কিছু ভাঙচুর করেন। এলাকার বাসিন্দারা তার প্রতিবাদ করলে তাঁরা বাসিন্দাদের ওপরে চড়াও হন। এবিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সাগর মহন্ত বলেন, 'পঞ্চায়েত থেকে সরকারি জায়গায় নর্দমা নির্মাণ চলছিল। রবিবার রাতে একদল লোক এসে বলেন যে, নর্দমাটি তাঁদের জায়গায় হচ্ছে। এই বলে তাঁরা সেখানে ভাঙচুর চালান। প্রতিবাদ করলে আমাদের উপর চড়াও হন। ওই ঘটনায় প্রশাসনকে আইনত পদক্ষেপ করার আর্জি জানাচ্ছি।'

হিলি থানা এলাকার ধলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে কিসমতদাপট গ্রামের মেটেদিঘি থেকে পূর্ব কিসমতদাপট পর্যন্ত দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নর্দমা সহ একটি কালভার্ট নির্মাণের কাজ চলছিল। সোমবার সেখানে ঢালাই করা হবে বলে সেই পরিকল্পনা মতো সাটারিং-এর কাজ করা হয়েছিল। নর্দমা ভাঙচুরকারী সুব্রত মাহাতোর কথায়, 'আমি একা ভাঙচুর করিনি। আমাদের না জানিয়ে কাজটি করা হচ্ছিল। নর্দমাটির কিছুটা অংশ আমাদের জায়গার মধ্যে রয়েছে। এখন সবাই মিলে যেটা সিদ্ধান্ত নেবে সেটা মেনে নেব।'

ধলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বীথিকা ঘোষ বললেন, 'ভাঙচুরের ঘটনাটি সত্যি খুব খারাপ। ওঁদের কোনও অভিযোগ থাকলে আমাদের জানাতে পারতেন। বুধবার আমিন এসে জায়গাটি মাপজোখ করবেন। তারপর নর্দমা তৈরির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

রায়গঞ্জ ডিপোয় নিগমের এমডি

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : সোমবার এনবিএসটিসি-র রায়গঞ্জ ডিপো পরিদর্শন করলেন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই। ডিপোর পরিকাঠামো এবং বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী বাসের সংখ্যা নিয়েও পর্যালোচনা করেন তিনি। দীপঙ্কর বলেন, 'এটি রুটিন মাফিক পরিদর্শন। কোথাও কোনও সমস্যা রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখে সমাধানের চেষ্টা করা হবে। ১৫ বছরের বেশি সময়ের সরকারি বাস চালানো যায় না। বিগত তিন বছরে ৩২৯টি বাস বাতিল হয়েছে।' চালক এবং কনডাক্টরের সংখ্যাও অনেকটাই কম। স্থায়ী চালক বেশিরভাগই অবসর নিয়েছেন। বাকিদের বয়স হয়ে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে এজেন্সির মাধ্যমে চালক এবং কনডাক্টর নিয়োগের আবেদন জানানো হয়েছে। ৬টি নতুন ভলভো স্লিপার বাসের অনুমোদন মিলেছে। সেগুলি শিলিগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার ডিপো থেকে ছাড়বে বলে জানান দীপঙ্কর।

বিএসএফ দিবস পালন

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : সোমবার মহেশপুরে রায়গঞ্জ সেক্টর হেডকোয়ার্টারের উদ্যোগে বিএসএফ-এর প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ হেডকোয়ার্টারের ডিআইজি দীনেশ কুমার, কমান্ডান্ট রণবীর সিং ডোগরা, ৯১ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট বিপিন কুমার, ৫৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট অজিত মোহন, ডেপুটি কমান্ডান্ট বিষ্ণু ত্রিপাঠী, ইনস্পেকটর রমেশ কুমার প্রমুখ। এদিন শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

বালি বিক্রি একদরে দাবি

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ১ ডিসেম্বর : নদীর বালি চরের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার বেশি টাকা নিচ্ছেন, এমন অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ করল ট্র্যাক্টর মালিক ও চালকদের একাংশ। সোমবার সকালে সুকদেবপুর-ভোরাল রোডে বালি তোলার ট্র্যাক্টর আটকে পথ অবরোধ করা হয়। হঠাৎ অবরোধের জেরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। অবরোধকারীদের অভিযোগ, স্থানীয়দের থেকে যে টাকা নেওয়া হচ্ছে, তার দ্বিগুণ নেওয়া হচ্ছে তাঁদের কাছ থেকে। ফলে ব্যবসায়ীক দিক থেকে তাঁরা ক্ষতির মুখে পড়ছেন।

গঙ্গারামপুর ব্লকের সুকদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁটাতৈড় পাঠানপাড়া এলাকার পুনর্ভবা নদীঘাটের বরাত পেয়েছেন তাপস বিশ্বাস। অভিযোগ, তিনি স্থানীয় ট্র্যাক্টর চালকদের থেকে ৩০০ টাকা নিচ্ছেন এবং বহিরাগতদের কাছে ট্র্যাক্টরপিছু বালি বিক্রি করছেন ৬০০ টাকায়। সমদামে সকলকে বালি বিক্রি করতে হবে, এই দাবিতেই এদিন বহিরাগত ট্র্যাক্টর মালিক ও চালকদের পথ অবরোধ। অবরোধকারী ট্র্যাক্টরচালক হার্নেস্ট হাঁসদা বলছেন, 'একই নদী থেকে বালি তোলা হচ্ছে। কিন্তু ভিন্ন দাম নেওয়া হচ্ছে, এটা ঠিক না। যাঁরা কম দামে বালি কিনছেন, তাঁরা ওই দাম অনুপাতে বালি বিক্রি করছেন। বেশি দাম দিয়ে বালি কিনতে হওয়ায় কম দামে আমরা বিক্রি করতে পারছি না। একই বালি কম দামে মেলায় আমাদের থেকে সিংহভাগ মানুষ বালি কিনছেন না। ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে।'

পথ অবরোধ

বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার তাপসের বক্তব্য, সকলের কাছ থেকেই সমান দান নেওয়া হয়। নির্দিষ্ট জায়গা বা রাস্তা না থাকার ফলে স্থানীয় কিছু মানুষের জায়গার ওপর দিয়ে ট্র্যাক্টর যাতায়াত করে। তাঁদের দুই-একজনকে কম দামে বালি বিক্রি করা হয়। এছাড়া সবার কাছে সমান দরে বালি বিক্রি হয়।'

সাহিত্য মেলার বৈঠক

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ে আগামী ৫-৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা। ৫ ডিসেম্বর উদ্বোধন হবে এই অনুষ্ঠানটির। সোমবার অনুষ্ঠানস্থল পরিদর্শন করেন জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী, মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ চন্দন রায়, রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস সহ অন্যরা। অনুষ্ঠান সফল করতে তাঁরা এদিন বৈঠক করেন।

কলেজ অধ্যক্ষ বলেন, "এই সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলার নাম দেওয়া হয়েছে 'উত্তরের হাওয়া'। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু থেকে শুরু করে সাহিত্য জগতের অনেকে।"

রক্তদান

বুনিয়াদপুর, ১ ডিসেম্বর : বুনিয়াদপুরের নারায়ণপুর হাইস্কুলের মাঠে সোমবার একটি রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। স্থানীয় রাঙ্গাপুকুর ক্রিকেট দলের উদ্যোগে আয়োজিত এদিনের শিবিরে ১৬ জন রক্ত দিয়েছেন।

কৃতীদের বৃত্তি

গাজোল, ১ ডিসেম্বর : গাজোল টোল প্লাজা এলাকায় সোমবার মেধাবী পড়ুয়াদের বৃত্তি দিয়েছে ফরাক্কা রায়গঞ্জ হাইওয়ে লিমিটেড। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করা ৪৪ জন ছাত্রছাত্রীকে ১০ হাজার টাকার ড্রাফট ও শংসাপত্র দেওয়া হয়। ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার প্রোজেক্ট ডিরেক্টর অজয় পি গাডেকর, রিজিওনাল হেড সঞ্জয় রায়, প্রোজেক্ট হেড বিপ্লব রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিপ্লবের কথায়, 'জাতীয় সড়ক লাগোয়া বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের কাছ থেকে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের নামের তালিকা নিয়ে, আমরা তাদের বৃত্তি দিলাম।'

মোবাইল ফেরত

রতুয়া, ১ ডিসেম্বর : হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে সেগুলির প্রকৃত মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিতে 'প্রত্যর্পণ কর্মসূচি' গ্রহণ করেছে মালদা জেলা পুলিশ। সোমবার রতুয়া থানার তরফে বিভিন্ন সময় হারিয়ে যাওয়া ৩০টি মোবাইল প্রকৃত মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হল। উপস্থিত ছিলেন রতুয়া থানার আইসি মানবেন্দ্র সাহা, এসআই শীতলপ্রসাদ ঝাঁ প্রমুখ।

পুকুরে পড়ে শিশুর মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : সোমবার পুকুরে পড়ে গিয়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মায়ের সঙ্গে ডালখোলার বানিয়েডোল গ্রামে মামাবাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিল সে। এদিন তার মা যখন বাড়ির সামনে বসে কাপড় কাচছিলেন, তখন পাশে সে দাঁড়িয়ে খেলছিল। আচমকা পা পিছলে জলে পড়ে যায়, এক বছর নয় মাসের শিশু রাফিয়া খাতুন।

তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে করণদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার চিকিৎসকদের পরামর্শে পরিবারের সদস্যরা তাকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। দীর্ঘক্ষণ পরীক্ষানিরীক্ষার পর চিকিৎসক রাফিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে, ওই হাসপাতালেই তার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। রাফিয়ার দাদু আবদুল কাদির বলেন, 'আমার মেয়ে বাড়ির কাজে ব্যস্ত ছিল। আমি জমিতে কাজ করতে গিয়েছিলাম। ওর মা ওর সামনেই ছিল। হঠাৎ বাড়ি থেকে ফোন পাই, নাতনি পুকুরে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়েছে।'

শিবির

রতুয়া, ১ ডিসেম্বর : মাছ চাষে বিভিন্ন রাসায়নিকের ব্যবহার সম্পর্কে সোমবার মালদা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে একটি সচেতনতা শিবির আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী রাকেশ রায়, মৎস্য আধিকারিক অদ্বৈত মণ্ডল, শস্য বিশেষজ্ঞ ভবানী দাস প্রমুখ। পাশাপাশি উত্তর মালদার বিভিন্ন ব্লকের ২৫ জন মাছচাষি ও বিভিন্ন ফার্মার্স প্রোডিউসার ওই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনে যত বিতর্ক

মালদা, ১ ডিসেম্বর : রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মঙ্গলবার মালদায় পা রাখবেন। তিনি শহরের ফুলবাড়িতে রঘুনাথ জিউ মন্দিরের প্রবেশদ্বারে বসানো বজরঙ্গবলীর মূর্তি উদ্বোধন করবেন। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ইংরেজবাজার পুরসভার বিরোধী দলনেতা অম্লান ভাদুড়ি।

কিন্তু উদ্বোধনের আগেই ওই মন্দির নিয়ে দেখা দিয়েছে বিতর্ক। শুভেন্দুর মূর্তি উন্মোচন নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নালিশ জানিয়েছেন শহরের সুজিত দাস নামের এক তরুণ। তাঁর অভিযোগ, এটি তাঁদের পারিবারিক মন্দির। তাই ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি মিশিয়ে ফেলাকে তিনি কোনওভাবেই বরদাস্ত করবেন না। এ প্রসঙ্গে অম্লান ভাদুড়ির মন্তব্য, 'জানি না কে কী অভিযোগ করেছেন, ১৯৯৫ সালে এই মন্দিরের একটি কমিটি গঠন হয়। তারপর থেকে ওই কমিটি মন্দিরটি দেখভাল করে। কিন্তু এখন শুনতে পাচ্ছি, কেউ একজন ওই মন্দিরটিকে নিজেদের পারিবারিক বলে দাবি করেছেন। আমরা খোঁজ নিয়ে দেখলাম যিনি অভিযোগ করেছেন তাঁরা মন্দিরে সম্পত্তি নিজেদের নামে করে নিয়েছেন আমরা এর তদন্ত দাবি করছি।'

তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর বক্তব্য, 'শুনেছি এক তরুণ ওই মন্দিরটিকে নিজেদের বলে দাবি করেছেন। তবে আমি বলব মন্দির নিয়ে কেউ রাজনীতি করবেন না।'

রেশমগুটির হাটে ভবন নিয়ে আশ্বাস

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১ ডিসেম্বর : সোমবার কালিয়াচকের রেশমগুটি হাট বা কোকুন মার্কেটের হাল ফেরাতে এবং রেশমচাষিদের সমস্যার কথা শুনতে গিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। রাজ্য সরকারের রেশম বিভাগের জেলা আধিকারিক সুরজিৎ চৌধুরী, কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদের বৈজ্ঞানিক সুপর্ণা সাহা ও অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিন হাটে উপস্থিত রেশমচাষি ও ডিলারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন সাবিনা। বিশেষ করে রেশমগুটির ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মুখোমুখি বসিয়ে আলোচনা করেন ও স্বচ্ছ লেনদেনের ওপর জোর দেন। এছাড়া গত কয়েক বছর ধরে ওই বাজারে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ও বস্ত্র দপ্তরের উদ্যোগে এবং জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে একটি ভবন তৈরির কাজ অর্থাভাবে থমকে আছে। সেই ভবনটির বর্তমান পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত কাজ শেষ করার আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী।

অগ্রহায়ণ মাসে গুটি উৎপাদনের সময় শেষ হয়েছে। এখন গুটি বিক্রি করতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রেশমচাষিরা কোকুন নিয়ে মার্কেটে আসছেন। এদিন হাটে প্রায় ২৭ হাজার টাকা প্রতি মন দরে বিক্রি হয়েছে উচ্চমানের রেশমগুটি। এতে স্বাভাবিকভাবেই মুখে হাসি চাষিদের। গুটির আবার আগের মতো ভালো দাম পাওয়ায়, অনেকেই মনে করছেন কালিয়াচকের এই মৃতপ্রায় শিল্পটি আবার নতুন করে জেগে উঠবে।

সাবিনার কথায়, 'রেশমচাষিদের উন্নয়নে রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। মালদার এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে উন্নত ও আধুনিক করতে নতুন করে উদ্যোগ নেওয়া হবে। চাষিদের স্বার্থে আমরা পাশে আছি। রেশমচাষিদের সুবিধার জন্য কোকুন মার্কেটে নতুন ভবনের নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছিল। কাজের দায়িত্বে ছিল রাজ্য ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে ভবনটি নির্মাণের কাজ দ্রুত শেষ করা হবে।'

চাষি ও ডিলারদের সঙ্গে কথা সাবিনার

কোকুন মার্কেট পরিদর্শন। -সংবাদচিত্র

ইডি'র তল্লাশি

বালি পাচার মামলায় কলকাতা, ঝাড়গ্রাম সহ রাজ্যের ৮ জায়গায় তল্লাশি চালাল ইডি। ভুয়ো চালান তৈরি করে বালি পাচার করা হত বলে অভিযোগ। এর আগেও ওই জায়গাগুলিতে তল্লাশি হয়েছিল।

পিঙ্ক বুথ

ইএম বাইপাস কাণ্ডের পর কলকাতায় চালু হতে চলেছে ২০টি 'পিঙ্ক বুথ'। কর্মরত থাকবেন মহিলা পুলিশকর্মীরা। বিপদে পড়লে মহিলারা তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ করতে পারবেন।

বিতর্কে ব্রাত্য

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নিয়োগে স্থগিত। তৃণমূলপন্থী অধ্যাপককে এই পদে বসানোর জন্য শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সুপারিশ করেছেন বলে অভিযোগ। প্রকাশ্যে এসেছে ইমেল ও হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা।

জয়ী বিজেপি

কলকাতা হাইকোর্ট ক্লাবের নির্বাচনে গেরুয়া শিবিরের জয়জয়কার। ১০টি আসনের মধ্যে ৭টি আসনেই জয়ী হয়েছে বিজেপি। তৃণমূলের এই পরাজয়ে উচ্ছ্বাস বিজেপিপন্থী আইনজীবীদের।

অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করুন

গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি মামলায় এসএসসিকে নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

রিমি শীল

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : এসএসসির গ্রুপ সি ও ডি'র 'অযোগ্য'দের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিস্তারিত বিবরণ সহ ৭২৯৩ জন শিক্ষাকর্মীর তালিকা ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে কমিশনকে। ইতিমধ্যেই এসএসসি গ্রুপ সি ও ডি'র শিক্ষাকর্মী ৩৫১২ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে। অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টে কমিশনের পেশ করা তথ্য অনুযায়ী দাগির সংখ্যা ৭২৯৩ জন। অথচ সম্পূর্ণ তালিকা তারা প্রকাশ করেনি। তাই সোমবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছেন, র‍্যাংক জাম্প, ওএমআর গরমিল (মিসম্যাচ), প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগ হওয়া এই তিন অভিযোগে ৭২৯৩ জনের সম্পূর্ণ তালিকা জনসমক্ষে এনে প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে। সেখানে প্রার্থীর নাম, রোল নম্বর, বাবার নাম, নিয়োগের সম্পূর্ণ তথ্য থাকতে হবে। বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তা নিশ্চিত করবে কমিশন। এসএসসি সংক্রান্ত একগুচ্ছ মামলার শুনানিতে এদিন ফের কমিশনের নতুন বিধি আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের অভিযোগ, গ্রুপ সি ও ডি'তে র‍্যাংক জাম্প প্রার্থীর সংখ্যা ১৩২ ও ২৩৭ জন, প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগের সংখ্যা ২৪৯ ও ৩৭১ জন, ওএমআর গরমিলে ৩৪৮১ ও ২৮২৩ জন। সব মিলিয়ে ৭২৯৩ জন হয়। কিন্তু কমিশন সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করেনি। বাকিরা নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কলুষিত করতে অংশ নিয়েছে। কোন ক্যাটাগরিতে এঁরা অযোগ্য সেই তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। আদালতের নির্দেশ মেনে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ওএমআর শিটও প্রকাশ করা হয়নি। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'কেন আপনারা পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করেননি?' তারপরই তিনি জানিয়ে দেন, বুধবার গ্রুপ সি ও ডি'র নিয়োগ প্রক্রিয়ার আবেদন জমা দেওয়ার শেষ দিন। তাই হস্তক্ষেপ করছে না আদালত। কিন্তু ৭২৯৩ জনের তালিকা অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে। প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যাঁদের নিয়োগ হয়েছে তাঁদের তালিকা এজলাসে পেশ করতে হবে।

এদিকে গ্রুপ সি ও ডি'র নিয়োগ প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতে একাংশের অভিযোগ, তাঁদের নাম 'যোগ্য' তালিকা থেকে বাদ দিয়ে 'অযোগ্য'দের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আদালত নির্ধারিত ক্যাটাগরাইজেশন অনুযায়ী তাঁরা দাগি প্রার্থী নন। তাই জরুরি ভিত্তিতে তাঁদের আবেদন শোনা হোক। অন্যদিকে আবেদনকারীদের আরেকাংশের অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, যোগ্য প্রার্থীদের বয়সের ছাড়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা সেই সুযোগ পাননি। দুটি মামলা দায়ের করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্নে কমিশন

- র‍্যাংক জাম্প, ওএমআর গরমিল, প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগ হওয়া অভিযোগে ৭২৯৩ জনের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করতে হবে
- প্রার্থীর নাম, রোল নম্বর, বাবার নাম, নিয়োগের সম্পূর্ণ তথ্য থাকতে হবে
- নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই নির্দেশ
- নতুন বিধি নিয়ে প্রশ্নের মুখে কমিশন
- নবম-দশমের শিক্ষকতার ভিত্তিতে একাদশ-দ্বাদশে কীভাবে নম্বর দেওয়া যায়? প্রশ্ন আদালতের

এদিকে ২০২৫ সালের নতুন বিধি ও শিক্ষকতার পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বরাদ্দ ১০ নম্বর সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, 'নবম-দশমের শিক্ষকতার ভিত্তিতে একাদশ-দ্বাদশে কীভাবে নম্বর দেওয়া যায়? প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষকদের কীভাবে নবম-দশমের নম্বর দেওয়া যায়?' আবেদনকারীদের একাংশের আইনজীবী শামিম আহমেদের অভিযোগ, পূর্বের বিধিতে নতুন নিয়ম নেই। অথচ ২০২৫ সালের নতুন বিধি কেন সংশোধিত করে আনতে হল তার ব্যাখা চাওয়া হোক।

ইন্টারভিউর তালিকার সময় অ্যাকাডেমিক স্কোর যুক্ত করা হলে দুবার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া হবে। যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী ১০ নম্বরের পক্ষে জোর সওয়াল করেন। তাঁর দাবি, ৭ বছর ধরে কর্মরতদের ১৪ কোটি ঘণ্টা ধরে কাজ করানো হয়েছে। তাহলে এই নম্বরের ক্ষেত্রে বাধা কোথায়? ২০২৫ সালে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া বিরল ঘটনা। কারণ, পুরোনোদের সঙ্গে নতুনদেরও অংশ নিতে দেওয়া হয়েছে। বুধবার মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

এইডস মুক্ত বিশ্ব গড়ুন... সচেতনতামূলক বার্তা। কলকাতায়। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

নন্দীগ্রামে লড়ার হুঁশিয়ারি অভিষেকের

কমিশনের বিরুদ্ধে কোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : দল চাইলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম আসন থেকে লড়াই করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে হারানোর চ্যালেঞ্জ জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দু-দিন আগেই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার দাবি করেছিলেন, 'নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার খুব শখ হয়েছে অভিষেকের।'

সোমবার ডায়মন্ড হারবার লোকসভার মহেশতলায় সেবাশ্রয়-২ শিবিরের উদ্বোধনে গিয়ে সুকান্তর বক্তব্য প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, 'উনি অনেক কিছুই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। তবে এটুকু বলতে পারি, দল আমাকে নন্দীগ্রাম বা দার্জিলিং যেখানে দাঁড়াতে বলবে, সেখানেই দাঁড়াব। তবে সুকান্তবাবুকে বলব, তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাবেন না।'

এদিন নির্বাচন কমিশনকেও হুঁশিয়ারি দিতে ছাড়েননি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, 'আমার কাছে অনেক তথ্য আছে। আমি হাওয়ায় কথা বলি না। প্রয়োজনে আদালতে সব প্রমাণ করে দেব।'

এসআইআর আতঙ্কে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন বিএলও সহ সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। গত শুক্রবার তৃণমূলের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখাও করে। সেদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু প্রকাশ্যে আনার জন্য প্রথম দিন থেকেই দাবি করেছিলেন অভিষেক। তাঁর দাবি, 'কমিশনকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। তার সবগুলি ছেড়ে দিন, একটি প্রশ্নেরও সদুত্তর দিতে পেরেছে বলে জানাতে পারে, তাহলে টানতে টানতে কোর্টে নিয়ে যাব। আমাদের হাতে ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ রয়েছে।' তবে কি সেই ডিজিটাল এভিডেন্স, তা অবশ্য এদিন তিনি খোলসা করেননি। বরং বলেন, 'বিএলওদের ১২ হাজার টাকা করে রাজ্য সরকার দিচ্ছে না বলে নির্বাচন কমিশন যে অভিযোগ তুলেছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি কমিশনকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, বাংলার যে ২ লক্ষ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে, তা ছেড়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে কমিশন চিঠি লিখুক। আমি কথা দিচ্ছি, বকেয়া অর্থের ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার দিলে বিএলওদের ১২ হাজার কেন, ৬০ হাজার টাকা করে রাজ্য সরকার দেবে। যেদিন কেন্দ্রীয় সরকার টাকা ছাড়বে, পরের দিন প্রত্যেক বিএলও-র অ্যাকাউন্টে ওই টাকা পৌঁছে যাবে।'

সোমবার থেকেই শুরু হয়েছে লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন। এসআইআর ইস্যুতে বিরোধীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'সংসদ নাটক করার জায়গা নয়।' সোমবার মহেশতলা থেকেই সেই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে অভিষেক বলেন, 'বিএলওরা মারা যাচ্ছেন, সাধারণ মানুষ আত্মঘাতী হচ্ছেন, এত মানুষের মৃত্যুকে প্রধানমন্ত্রী নাটক বলছেন? কে নাটক করছে, গোটা দেশ দেখছে।'

যা যা বললেন

- দল চাইলে নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে হারাব
- আমাদের পাঁচ প্রশ্নের জবাব নির্বাচন কমিশন প্রকাশ্যে আনুক
- রাজ্যের বকেয়া ছাড়ার জন্য কেন্দ্রকে চিঠি দিক কমিশন
- এত মানুষের মৃত্যুকে প্রধানমন্ত্রী নাটক বলছেন?

আইপ্যাক ও বিএলও অধিকার মঞ্চের বিরুদ্ধে সরব বিরোধী দলনেতা

অস্বাভাবিক তথ্যের অভিযোগ ২২০৮ বুথে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : রাজ্যের ২ হাজার ২০৮টি বুথে একজনও মৃত, স্থানান্তরিত বা ডুপ্লিকেট ভোটারের খোঁজ মেলেনি। এসআইআরে উঠে আসা এই তথ্যকে অস্বাভাবিক বলেই মনে করছে কমিশন। শুধু তাই নয়, আরও ৫ থেকে ৬ হাজার বুথে কোথাও একটি, দুটি বা সর্বাধিক ১০ জন ভোটারের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটেছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এই ৭-৮ হাজার বুথের তথ্য ফের যাচাই করে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলেছেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল।

এদিন পর্যন্ত ৭ কোটি ৩৮ লক্ষ ৫৭ হাজারের কিছু বেশি ফর্ম ডিজিটাইজড হয়েছে। এই হিসাব ম্যাপিং হওয়া ফর্মের প্রায় ৯৬ শতাংশ। অর্থাৎ ২০০২-এর সঙ্গে ২০২৫-এর ভোটার তালিকায় মিল খুঁজে পাওয়া গিয়েছে প্রায় ৯৬ শতাংশ। রবিবার পর্যন্ত ম্যাপিংয়ের ভিত্তিতে প্রায় ৩৫ লক্ষ নাম বাদ যেতে পারে বলে জানিয়েছিল কমিশন। গত ২৪ ঘণ্টায় সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩ লক্ষ ৬৪ হাজার। যার মধ্যে ভোটারের সংখ্যা ২১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮১৮। কমিশনের এক আধিকারিকের মতে, এনুমারেশন ফর্মে ভোটারদের যে লিঙ্কেজ দেখানো হচ্ছে তা সঠিক ধরে নিলে মেরেকেটে ৪০ লক্ষের কাছাকাছি নাম শুনানিতে আসতে পারে। এসআইআর শুরুর আগে বিজেপি দাবি করেছিল, শুধু মৃত, ডুপ্লিকেট ও অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিলেই অন্তত ১ কোটির বেশি নাম বাদ পড়বে তালিকা থেকে। কমিশনের আধিকারিকদের মতে, ফি-বছর যে ভোটার তালিকার সংশোধন হয় সেখানেই ৩০ লক্ষের বেশি ভোটারকে শুনানিতে ডাকতে হয়। এবার এসআইআর-এর ফল তাই তাঁদেরও আশ্চর্য করছে। এই অস্বাভাবিক বুথের সংখ্যা সবথেকে বেশি দক্ষিণ ২৪ পরগনায় (৭৬০টি)। পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদায় সংখ্যাটা ২০০-র বেশি। নদিয়া, বাঁকুড়ায় এরকম বুথ রয়েছে শতাধিক। ৯০টি বুথের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরে। বাদ নেই বীরভূম, উত্তর ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, হুগলি, দক্ষিণ দিনাজপুরের মতো জেলাগুলিও।

রাজ্যের এই 'অস্বাভাবিক বুথ'গুলির ব্যাপারে যেদিন সতর্ক করেছে কমিশন সেইদিনই সিইও দপ্তরে গিয়ে এসআইআর তথ্য নিয়ে তৃণমূল, আইপ্যাক এবং প্রশাসনের একাংশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর দাবি, ভোটার তালিকায় বাংলাদেশি মুসলিমদের নাম রেখে দিতে রাতারাতি ১ কোটি ২৫ লক্ষ ফর্ম পূরণ করা হয়েছে। এটা বিরাট দুর্নীতি। এর সঙ্গে ইআরও, এইআরও ও আইপ্যাক জড়িত। সিইওর কাছে এই অভিযোগ জানিয়ে নির্দিষ্টভাবে ২৬ থেকে ২৮ নভেম্বরের মধ্যে যেসব নাম নথিভুক্ত হয়েছে তার তদন্ত দাবি করেছে বিজেপি। ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের ওপর প্রভাব খাটিয়ে আইপ্যাক ভোটার তথ্যে এই গরমিল করেছে বলে দাবি করেন তিনি। দুর্নীতির তদন্তে প্রয়োজনে সিবিআইকে যুক্ত করার দাবিও জানান শুভেন্দু। যদিও ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ও আইপ্যাকের মধ্যে যোগসাজশের অভিযোগ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি সিইও মনোজ আগরওয়াল।

সোমবার বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন শুভেন্দু।

সমানে সমানে... বিএলও অধিকার মঞ্চের বিক্ষোভকারীদের আটকাচ্ছে পুলিশ। -রাজীব মণ্ডল

কমিশনের দপ্তরে ধুন্ধুমার

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : সিইও দপ্তরে অভিযোগ জানাতে গিয়ে বিক্ষোভকারী বিএলও ও পুলিশের বাধার মুখে পড়লেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তার জেরে রীতিমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় সিইও দপ্তরের বাইরে। শুভেন্দুর উদ্দেশে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা। সিইও দপ্তর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে 'চোর, চোর, তৃণমূল চোর' স্লোগান দেন শুভেন্দু নিজেও। শুভেন্দুকে কালো পতাকা দেখান বিক্ষোভকারীরা। সিইও দপ্তরে ঢুকতে গেলে বাধা দেওয়া হয় সাংবাদিকদের। তাঁদের সঙ্গে বচসায় জড়ান পুলিশকর্মীরা। হস্তক্ষেপ করতে হয় সিইওকে। পুলিশের অতিসক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনিও। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল।

সোমবার বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী কলকাতায় সিইও'র সঙ্গে দেখা করার জন্য সাড়ে ১২টা নাগাদ দপ্তরের সামনে পৌঁছোন। এদিকে শুভেন্দুর কনভয় সেখানে পৌঁছোনোর আগেই বিএলও অধিকার রক্ষা মঞ্চ থেকে দল বেঁধে বিক্ষোভকারীরা সেখানে হাজির হন। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও ভিড় ঠেলে কমিশনের দপ্তরে ঢুকতে গেলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বিজেপি বিধায়ক ও পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। এরই মধ্যে শুভেন্দু ও প্রতিনিধি দলের সঙ্গে উপস্থিত সাংবাদিকরাও দপ্তরে ঢুকতে গেলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের বচসা বাধে। খবর পেয়ে নিজের দপ্তর থেকে চলে আসেন সিইও। উপস্থিত ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা নিরাপত্তার বিষয়টি অবশ্য দেখবেন। কিন্তু সাংবাদিকদের ভিতরে ঢুকতে আটকাচ্ছেন কেন? এটা সিইও'র দপ্তর। কমিশনের নির্দেশ মেনেই চলুন।' জবাবে সিইও-র উদ্দেশে ইন্দিরা বলেন, 'সাংবাদিকরা কোথায় যাবে তা নির্দিষ্ট করে আমাদের জানাতে হবে। কমিশনের নিরাপত্তা দেখা আমাদের কাজ।' এদিন মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে সিইও দপ্তরে আসেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। সম্প্রতি বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটির টানা দু'দিন ধর্নার জেরে সিইও দপ্তর ও তাঁর আধিকারিকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তারপরই দিল্লি থেকে জাতীয় নির্বাচন কমিশন সিইও দপ্তরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দেন। তারপরই সেখানে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়।

সবে মহানগরের জনজীবন শুরু। হাওড়া ব্রিজে সোমবার ভোরে। -পিটিআই

ভয় পাবেন না, ডিএম'দের মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : এসআইআরের জন্য জেলাশাসক সহ প্রশাসনের কর্তাদের চাপ থাকলেও উন্নয়নের কাজে কোনও ঘাটতি রাখা যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে কমিশনের হুঁশিয়ারিতে ভয় না পাওয়ার ব্যাপারে তিনি আশ্বস্ত করেছেন। সোমবার জেলাশাসক, মহকুমাশাসক ও বিডিওদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ওই বৈঠকের মাঝে হঠাৎই যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলাশাসক সহ প্রশাসনের কর্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'এসআইআরের

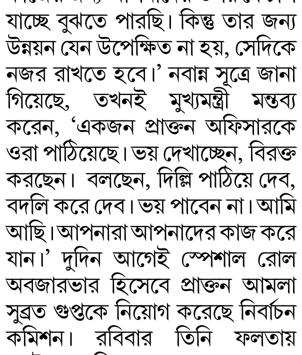

কাজের জন্য আপনাদের ওপর যে চাপ যাচ্ছে বুঝতে পারছি। কিন্তু তার জন্য উন্নয়ন যেন উপেক্ষিত না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে।' নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, তখনই মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন, 'একজন প্রাক্তন অফিসারকে ওরা পাঠিয়েছে। ভয় দেখাচ্ছেন, বিরক্ত করছেন। বলছেন, দিল্লি পাঠিয়ে দেব, বদলি করে দেব। ভয় পাবেন না। আমি আছি। আপনারা আপনাদের কাজ করে যান।' দুদিন আগেই স্পেশাল রোল অবজারভার হিসেবে প্রাক্তন আমলা সুব্রত গুপ্তকে নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। রবিবার তিনি ফলতায় ভোটার তালিকার সংশোধনের কাজ খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উদ্দেশেই এসব বলেছেন বলে অনেকেই মনে করছেন।

নতুন লোকায়ুক্ত নিয়োগ

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : রাজ্যের নতুন লোকায়ুক্ত নিযুক্ত হলেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্ত। সোমবার নবান্নে লোকায়ুক্ত চেয়ারম্যান নিয়োগ নিয়ে বৈঠক ছিল। সেখানেই রবীন্দ্রনাথবাবুকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে আবারও নিযুক্ত হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য পদাধিকার বলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকবেন না বলে আগেই স্বরাষ্ট্রসচিবকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

বিডিওর বিরুদ্ধে নথির ফরেন্সিক পরীক্ষা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : সল্টলেকের দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় তদন্ত অত্যন্ত ধীরগতিতে চালাচ্ছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত বিডিওকে গ্রেপ্তারের কোনও পরিকল্পনা পুলিশের নেই। বিধাননগর গোয়েন্দা বিভাগ সূত্রে খবর, সল্টলেক ও নিউটাউনের ১৪ জায়গা থেকে উদ্ধার হওয়া সিসিটিভি ফুটেজ, ধৃত রাজু ঢালির মোবাইল ফোন থেকে উদ্ধার হওয়া ভিডিও এবং অন্যান্য নথি ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই সেই রিপোর্ট চলে আসার কথা। পুলিশের বক্তব্য, সমস্ত নথির ফরেন্সিক রিপোর্ট না এলে তা আদালতে 'প্রামাণ্য' বলে গ্রহণযোগ্য হবে না। আর সেই কারণেই ওই রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর বারাসত জেলা ও দায়রা আদালতে অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিন খারিজের আবেদন জানানোর পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু অভিযুক্ত যেহেতু একজন পদস্থ সরকারি কর্তা, তাই তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়।

যদিও রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকার জন্যই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ হচ্ছে না বলে মনে করছেন প্রশাসনের একাংশ। তাঁরা বলেছেন, 'অভিযুক্ত একজন রাজবংশী সম্প্রদায়ের ব্যক্তি। তাই বিধানসভা ভোটের আগে বিষয়টি ঘাঁটাতে চাইছে না রাজ্যের শাসকদল। একই কারণে বঙ্গ বিজেপির নেতারা বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেও এক্ষেত্রে মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে যথেষ্ট পরিমাণে প্রামাণ্য নথি হাতে আসার পরেই এই নিয়ে পুলিশ পদক্ষেপ করবে।' বারাসত আদালতের সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আইন আইনের পথে চলবে। বিচারাধীন বিষয় নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেব না। প্রয়োজনমতো সঠিক পদক্ষেপ করা হবে।' অভিযুক্তর আইনজীবী অমিত চক্রবর্তী বলেন, 'বিচারক সবদিক খতিয়ে দেখেই অভিযুক্তের আগাম জামিন মঞ্জুর করেছেন। পুলিশের হাতে কোনও প্রামাণ্য নথি থাকলে তা তারা আগেই আদালতে জমা দিত। কিন্তু তা দেয়নি।'

স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুন

স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় গত বুধবারই বারাসত জেলা ও দায়রা আদালত থেকে আগাম জামিন পেয়েছেন অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মন। আদালতের শর্ত অনুযায়ী গত শনিবার তিনি বিধাননগর আদালতে সশরীরে হাজিরা দিয়ে আত্মসমর্পণ করে জামিন নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে। বিধাননগর দক্ষিণ থানার হাত থেকে তদন্তভার হাতে নিয়েছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ। কিন্তু তাতেও তদন্তে অগ্রগতি হয়নি। তবে প্রামাণ্য নথির অপেক্ষায় বসে থাকা অজুহাত বলে মনে করছে প্রশাসনের একাংশ। কারণ, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রামাণ্য নথির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে তাও করা হয়নি।

বাংলাদেশ আদালতে সোনালির জামিন

আশিস মণ্ডল

রামপুরহাট, ১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশি সন্দেহে 'পুশব্যাক' করার ছয় মাস পর শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন দুই পরিবারের ছয় সদস্য। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবিও। সোমবার বাংলাদেশের আদালত শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেওয়ায় তাঁদের বাড়ির ফেরার অপেক্ষায় দিন গুনছে বীরভূমের পাইকর গ্রাম।

চলতি বছরের ২৬ জুন বাংলাদেশি সন্দেহে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি সহ মোট ছয় জনকে অসম সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে পাঠায় দিল্লি পুলিশ। ছয়জনের মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ছাড়াও ছিলেন তাঁর স্বামী দানেশ শেখ, নাবালক ছেলে সাবির শেখ। তাঁদের ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী 'অবৈধ বাংলাদেশি' সন্দেহে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ঠেলে দেয়। ২০ অগাস্ট বাংলাদেশ পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। সেপ্টেম্বরে সেই মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট এই পুশব্যাককে বেআইনি ঘোষণা করে। বিচারপতিরা এই পরিবারের সব সদস্যকে ভারতে ফেরত আনার জন্য এক মাসের সময়সীমা নির্ধারণ করেন। রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম বলেন, 'তাঁদের বাংলাদেশে পাঠানো ভুল ছিল। আমরা তাঁদের জন্য লড়াই চালিয়ে গিয়েছি।

সোমবার বাংলাদেশের আদালত এই ছয়জনের জামিন মঞ্জুর করেছে। ৩ ডিসেম্বর তাঁদের ফের হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের আদালতও নির্ধারণ করেছে যে তাঁরা বাংলাদেশি নন এবং ভারতকে ফেরত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।'

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৯৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

‘লিংক লাইফ’

সত্য কোথায়? সত্যের অন্বেষণ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে। জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে। নির্দিষ্ট মানুষটি কে? কী তাঁর পরিচয়? মুখে বললে লাভ নেই। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ কীভাবে তাঁকে চেনে, সেটাও গৌণ। সত্য শুধু কার্ড, নথিতে উল্লিখিত তথ্য। বাস্তবের সঙ্গে সেই তথ্যের মিল থাক না থাক, সেটাই বড় সত্য। সেই সত্য যাচাই করবে কে? কোনও মানুষ বা প্রশাসন বা অন্য কোনও কর্তৃপক্ষ নয়।

সত্য যাচাই হবে মানুষ নিজেকে ‘লিংক’-এ বেঁধে ফেলতে পারলে। আধার কার্ডের সঙ্গে মোবাইল নম্বরের লিংক। ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার কার্ডের লিংক। আধার লিংক না থাকলে র‍্যাশন কার্ডের জোগান মিলবে না। রান্নার গ্যাসের কার্ড অচল হয়ে যাবে আধার লিংক না থাকলে। লিংক, লিংক আর লিংক...। সর্বশেষ ২০০২-এর লিংক না থাকলে ভারতে কারও নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাওয়ার সম্ভাবনার শঙ্কা।

২০০২ ও ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকলেই একমাত্র বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে (এসআইআর) ভারতের নাগরিকের ম্যাপিং নিশ্চিত। ২৩ বছরের ব্যবধানে ওই দুই ভোটার তালিকার কোনও একটিতে নাম না থাকা মানে জীবন জেরবার। নথি চাই, নথি। কার্ড চাই, কার্ড। যা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে, ওই দুই সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে সংযোগ আছে।

২০০২-এ যদি জন্ম না হয়ে থাকে? কিংবা ২০০২-এ যদি ভোটার তালিকায় নাম তোলার মতো বয়স না হয়ে থাকে? তবু চলবে। নির্দিষ্ট সেই মানুষটির মা বা বাবা- দুজনের কারও সঙ্গে ২০০২-এর লিংক চাই। এমনকি ঠাকুরদা-ঠাকুমা কিংবা দাদু বা দিদার লিংক থাকলেও চলবে। সেই সুযোগে ভুয়ো পিতৃ বা মাতৃ পরিচয় ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বটে। তাতে কুছ পরোয়া নেই। অ্যাপের সেই ম্যাপিংয়ে সেই অসত্য ঢাকা পড়ে যেতে পারে।

লিংকের দৌলতে প্রকৃত বাস্তবতা হারিয়ে যেতে পারে। নানাবিধ লিংকের জগৎ এখন ভারতবর্ষে ভোটাধিকার থেকে নাগরিকত্ব ইত্যাদি অনেককিছুর নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠছে। সেই জগতের গোলকধাঁধায় কেউ ছিটকে পড়তে পারেন দেশের বৃত্ত থেকে। কাউকে বা সাদরে গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই গোলকধাঁধা এখন কিছু মানুষের আতঙ্ক, অনিশ্চয়তার কারণ হয়ে উঠেছে। এদেশে বসবাসকারী হলেও লিংকের চক্করে কেউ নিজেকে যুক্ত না করে থাকলে শিয়রে হাজার সমস্যা যে।

লিংকের এই আবর্তের বাইরে রয়েছেন অনেকেই। বিশেষ অভিবাসী, উদ্বাস্তু জন। যাঁদের অনেকেই ২০০২-এর পর এদেশে ঠাঁই নিয়েছেন। কিংবা আগে এসে থাকলেও লিংকের বৃত্তে নিজেকে যুক্ত করেননি বা করতে পারেননি। সেক্ষেত্রে শুধু তাঁরা নন, তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মও ঘোর অনিশ্চয়তায়। দেশের নির্বাচন কমিশন এই সমস্যার প্রতিকারে ১১টি নথির দাওয়াই বাতলে দিয়েছে বটে। কিন্তু সকলের কাছে সেই ১১ নথির একটিও সহজলভ্য নয়- এমন বাস্তবতা বিরল নয়।

কাগজ দেখাও আর লিংক করো’র যুগে এরকম মানুষ স্বাভাবিকভাবে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। বাংলায় সমস্যাটি যে আছে, তা মতুয়া ও নমশূদ্র জনগোষ্ঠীর বিক্ষোভ, আন্দোলন, অসন্তোষ দেখে টের পাওয়া যাচ্ছে। লিংকের বৃত্তে ঠাঁই নিতে না পেরে তাদের এখন প্রাণান্তকর অবস্থা। ইসলামধর্মী ছাড়া অন্য কোনও ধর্মাবলম্বীরা অন্য দেশ থেকে ভারতে এসে থাকলে কোনও নথি ছাড়াই নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন বলে কেন্দ্রের ঘোষণা আছে।

তাতে কিন্তু ভোটার তালিকায় নাম তোলার সংস্থান মিলছে না। বরং নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য যে আবেদন করতে হচ্ছে, তাতে নিজেকে ভিনদেশি বলে পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে হচ্ছে। সেই তথ্য শেষপর্যন্ত ভোটাধিকার নিশ্চিত করবে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকে যাচ্ছে। সত্য যাই হোক, জীবন যদি লিংকবিহীন হয়, তাহলে তা দুর্বিষহ এখন।

অমৃতধারা

উপর উপর দেখেই কিছু ছেড়ো না বা কোনও মত প্রকাশ ক’রো না। কোনও কিছুর শেষ না দেখলে তার সম্বন্ধে জ্ঞানই হয় না। সত্য দেখা মানেই তাকে আগাগোড়া জানা, আর, তাই জ্ঞান। যা তুমি জান না, এমন বিষয়ে লোককে উপদেশ দিতে যেও না। নিজের দোষ জেনেও যদি তুমি তা ত্যাগ করতে না পার, তবে কোনও মতেই তার সমর্থন করে অন্যের সর্বনাশ করো না। তুমি যদি সৎ হও, তোমার দেখাদেখি হাজার হাজার লোক সৎ হয়ে পড়বে। আর যদি অসৎ হও, তোমার দুর্দশার জন্য সমবেদনা প্রকাশের কেউই থাকবে না, কারণ তুমি অসৎ হয়ে তোমার চারিদিকই অসৎ করে ফেলেছ।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি

জোহরান মামদানিকে নিয়ে আমরা উচ্ছ্বসিত। অথচ বিদেশের মাটিতে কত মানুষের সংগ্রাম আমাদের অজানাই।

অনমিত্র বিশ্বাস

-এআই

‘দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি-,’ এমনটাই বলে কবি সত্যেন দত্ত ছন্দঝংকারে কীর্তিত করেছিলেন কোন প্রাগিতিহাসের যুগে রামের প্রপিতামহের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে হালে মহাপ্রভু বা বীর সন্ন্যাসী বিবেকের আবিশ্ব খ্যাতি। যে বাঙালি দিগ্বিজয়ী ‘সিংহল’ নামে স্ব-কীর্তির সাক্ষর রেখেছিলেন, যে বাঙালি দীপঙ্কর সুদূর তিব্বতে জ্বেলেছিলেন জ্ঞান ও সদ্ধর্মের দীপ, শ্যাম কাম্বোজে ওঙ্কার-ধামের ভাস্কর্য-নির্মাণ করেছিলেন সেই স্থপতি রূপদক্ষরা- কবি তাঁদের ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত বোধ করেছেন। সফল স্বদেশবাসীর জন্য গর্ব বোধ করা-ই স্বাভাবিক, সহজ।

কুয়ালা লামপুরের সেন্ট্রাল মার্কেটের কাছে একটা ছোট নাসি কন্দর বা ভাতের হোটেলে কাজ করত আজিজ। দেড় দশক আগে। আমরা যে এক মাস ছিলাম, প্রায় রোজই সেখানে খেতে যেতাম। আজিজ আমাদের টেবিলে এসে তার ফাঁকা সময়টুকু কথা বলে যেত। আমাদের কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না বিদেশে, কলকাতার কোথায় আমরা থাকি, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে কতদূরে ইত্যাদি জানতে চাইত। ও ছিল বাংলাদেশের কোনও এক জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে। সে তার বাড়ির কথা বলত, তার ছোট বোনের গল্প করত- প্রবাসে যার কথা তার বারবার মনে পড়ত। উপার্জনের প্রলোভনে সে কোনও এজেন্টের সঙ্গে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল সমস্ত সঞ্চয়টুকু খুইয়ে, সেই স্বপ্ন তার ভেঙে গেছে। তবু এখানকার রিঙ্গিতের প্রাইস ইন্ডেক্স বাংলাদেশের টাকার চেয়ে অনেক বেশি। তবুও স্বপ্ন দেখত, সে যতটা সম্ভব টাকা জমাবে, তারপরে দেশে ফিরে যাবে কোনওদিন। বোনের ধুমধাম করে বিয়ে দেবে ভালো ঘরে, বাবা-মায়ের জন্য সচ্ছলতা ও সেবাযত্নের ব্যবস্থা করবে সে। সঙ্গীহীন নির্বাসনে আজিজের ঘোলাটে চোখে যে স্বপ্নগুলো ছিল, তার সবটা আমরা ঠিকঠাক ধরতে পারিনি।

নাসি কন্দরের পিছনে একটা ঘুপচি ঘরে- তেতলা খাটের বাংকে শুত রাতে কয়েক ঘণ্টা। বাকি সময়টায় তার কাজের থেকে ফুরসত কোথায়? আজিজ ই-মেল পাঠাতে জানত না। আন্তর্জাতিক দূরভাষের খরচ তার জন্য দুঃসাধ্য। বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ ছ’মাসে-ন’মাসে। অথচ সে নিজেকে ক্ষয় করে চলেছিল সামান্য এক চিলতে স্বপ্ন নিয়ে। তার ইমিগ্রেশন সম্পূর্ণ আইনত হয়নি, আর তা নিয়ে তার খুবই দুশ্চিন্তা ছিল।

পিনাঙে এক উত্তর ভারতীয় রেস্তোরাঁয় দেখা হয়েছিল দিল্লির দীনেশের সঙ্গে। ভাঙা হিন্দি সম্বল করে আমরা তার সঙ্গে কথা বলতুম, সে আমাকে আর আমার বোনকে নানারকম হাতসাফাইয়ের খেলা দেখাত। সে-ও আজিজের মতোই নিঃসঙ্গ, প্রবাসী। তবু পিনাঙের ওদিকটায় বেশ কিছু ভারতীয় আছেন। তাঁরা বহু প্রজন্ম ধরে মালয়বাসী তামিল হিন্দু। কৃষ্ণ-মন্দিরে সে প্রায়ই সন্ধ্যা আরতির সময়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যেত। কিন্তু বাড়ির কথা তার মনে পড়ত সব সময়। সে এই নির্বাসন শেষে বাড়ি ফেরার পরে দিল্লিতে তার বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন করে রেখেছিল।

শরদিন্দু বলেছিলেন, ‘মাতৃভূমি বলিয়া কোনো বিশেষ ভূখণ্ড নাই। মানুষের সহজাত সংস্কৃতির কেন্দ্র যেখানে, মাতৃভূমিও সেইখানে।’ নিশ্চয়ই সেই সংস্কৃতি ধর্ম-সর্বস্ব নয়। ফিরে আসবার আগের দিন আমাদের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছিল, আমরা কেবল এয়ারপোর্টে যাবার পথে আজিজের সঙ্গে দেখা করতেই সেন্ট্রাল মার্কেটে নেমেছিলাম মেট্রো থেকে। আজিজ অবাক হয়ে বলেছিল, ‘তোমরা শুধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এতদূর এসেছ?’ সে জোর করে আমাদের হাতে কয়েকটা গার্লিক নান ধরিয়ে দেয় পথে খেতে খেতে যাবার জন্য, তার নিজের খরচে। আজিজের কাছে ওই-ক’টা টাকারও কত গুরুত্ব তা আমরা জানতাম।

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নোবেল পুরস্কার নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাতামাতি করেছে, যেন কৃতিত্ব তাদেরই। টালিগঞ্জের কনিষ্ঠতম টেকনিসিয়ান যখন সাবলীল কণ্ঠে সত্যজিৎ রায়কে ‘মানিকদা’ বলে উল্লেখ করে, তখন সেটা হাস্যকর লাগলেও বুঝি যে গর্ব করবার মতো এই এক-দুজন মানুষকে যতটা সম্ভব আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় গরিব দেশের বাকিরা। আজ জোহরান মামদানি নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচিত হবার পর ভারতবর্ষের নাগরিকদের একাংশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, বিশেষত যাদের সঙ্গে মামদানির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মেলে। কেউ কেউ আবার সেই আত্মীয়তার জেরে মামদানিকে ‘গুজরাটি’ বলে উল্লেখ করছেন। মামদানি নিজে আমি যতদূর শুনেছি ভারতীয় বলে আত্মপরিচয় দেন না। তাঁর মা ভারতীয় হলেও বাবা গুজরাটের খোজা মুসলিম বংশোদ্ভূত উগান্ডান। মামদানি উগান্ডা ও আমেরিকার দ্বৈত নাগরিক, এমনকি তাঁর নামের মুসলিম অংশটুকু বাদে একটা উগান্ডান মিডল নেমও আছে।

জনসাধারণের আবেগ এই চুলচেরা বিচারের ধার ধারে না। যুক্তরাজ্যে ঋষি সুনক নির্বাচিত হবার পরে বহু ভারতীয় উল্লসিত হয়েছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বেশ প্রত্যুত্তর হয়েছে বলে ধরে নিয়েছিলেন। যে বিষয়ে আমি গবেষণা করি, তাতে বহু ভারতীয় নাম দেখি বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে। অন্যদিকে, গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে পরিচয়হীন এমন কত ভারতীয় শ্রমিক- যারা কোনওদিন অস্কার পাবে না, অ্যাবেল প্রাইজ পাবে না। তারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখে ছাই দিয়ে প্রথম বিশ্বের রাজনৈতিক কুর্সিতে বসবে না। সুকান্তর ‘রানার’-এর মতো তারা স্বীকৃতিহীন, জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে ঘাম-রক্ত ঝরিয়ে স্বপ্ন দেখছে মিলনান্তিক ভবিষ্যতের- যে ভবিষ্যৎটা ইতিহাস বা অর্থনীতির দিক থেকে অকিঞ্চিৎকর হলেও তার জন্য মরণপণ সাধনা।

নিউ ইয়র্কের মেয়র হবার উচ্চাভিলাষের জন্য যে অধিগম্যতার ডাইভিং বোর্ড থেকে ঝাঁপ দিতে হয়, তা এই অধিকাংশ ভারত-উদ্ভূত ছেলেমেয়ের পক্ষে কল্পনার অতীত। জীবনযুদ্ধের প্রতিপক্ষ হয়ে যে অদৃশ্য ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি তাদের প্রত্যেকটা উপার্জনের মূল্য বুঝে নেন জীবনীশক্তির সঙ্গে দাঁড়িপাল্লায় বসিয়ে। ‘মামদানি বিরল সৌভাগ্যবানও বটে। তাঁর বাবা অধ্যাপক ও রাজনীতি-বিশেষজ্ঞ, মা চিত্র পরিচালিকা। মোটের ওপর, তৃতীয় বিশ্বের ঐতিহ্যের ময়ূরপুচ্ছটি মামদানি পেয়েছেন, তাঁর রিক্তহস্ত সংঘর্ষের উত্তরাধিকার নয়। মামদানি নিজগুণে অর্জন করেছেন যে সাফল্য, তাকে এতটুকু অস্বীকার না করেই বলছি, মার্কিন মুল্লুকের মাপদণ্ডেও সচ্ছলতম পারিবারিক পরিকাঠামো তিনি পেয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের প্রবাসী যেসব ছেলেমেয়ে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মায়নি, উন্নাসিক অভিভাবকের সাহচর্যে বড় হয়নি, তাদের পক্ষে এই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর স্বপ্ন দুঃসাধ্য। কিন্তু যে নিঃসম্বল ছেলেটা যথেষ্ট টাকা জমিয়ে দেশে ফিরে পরিবারের হাল ধরার মতো অগৌরবের ‘নন-ইন্টেলেকচুয়াল’ উদ্দেশ্যে বিদেশের মাটিতে সূর্যোদয় থেকে মাঝরাত পর্যন্ত পরিশ্রম করে, সাধ্যের মাত্রার কানায় কানায়- তাকেও আমি শ্রদ্ধা করি। ভারতীয় হিসাবে, জোহরান মামদানির চেয়ে দিল্লির সেই দীনেশ- আর তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক হিসাবে বাংলাদেশের আজিজ নামক ছেলেটার জন্য আমি অনেক বেশি গর্ব অনুভব করি।

(লেখক আইআইটি ভিলাইতে অঙ্কের গবেষক)

আজ

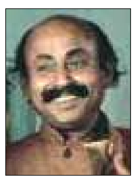

১৯২৫
অভিনেতা সন্তোষ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

১৯৫৯
আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা বোমান ইরানি।

আলোচিত

মতুয়াদের সমস্যা মেটাতে পারেন ডিএম, এসপি-রাই। কিন্তু ভোটের কথা মাথায় রেখে মোদি, দিদি এসআইআর জুজুকে সামনে রেখে ভয়, অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করে নির্বাচনি রুটি সেঁকছেন। ভোট মিটে গেলে দেখবেন মোদি, দিদি- কেউ আর এসআইআর-এর কথা বলছেন না।

-অধীর চৌধুরী

ভাইরাল/১

মুখে আস্ত না পুরলে ফুচকা খাওয়াই বৃথা। সেই তৃপ্তি পেতে গিয়ে বিপত্তি ঘটল উত্তরপ্রদেশের এক মহিলার। বড় সাইজের ফুচকা মুখে ঢোকাতে গিয়ে চোয়াল সরে যাওয়ায় মুখ আর বন্ধই হচ্ছিল না। হতভম্ব নেটদুনিয়া।

ভাইরাল/২

তামিলনাড়ুর এক বাসিন্দা মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন কাজে। মাইনে না পাওয়ায় কাজ ছেড়ে দেন। কিন্তু মালিক পাসপোর্ট নিয়ে নেওয়ায় ফিরতে পারেননি। এক ব্যাংকের সামনে শুয়ে ছিলেন। ব্যাংককর্মীরা তাঁকে গালিগালাজ করে, লাথি মেরে তুলে দেন।

জনমন
জনমত

অব্যাহত জল-যন্ত্রণা

মানবজীবন নদীর স্রোতের মতো বয়ে চলে। কিন্তু এ বয়ে যাওয়া জীবনে আমাদের প্রাণশক্তি জল। বর্তমান প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটে আমরা সবাই জানি যে, ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ কমে আসছে। এমতাবস্থায় রাস্তার ধার বা পাড়ার কলগুলোর মুখ যদি খোলা থাকে বা পাইপ ফুটো থাকে তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু এই দৃশ্য অনবরত চলেই যাচ্ছে। যত্রতত্র রাস্তার কলগুলো মুখ খোলা অবস্থায় থাকছে। যখনই জল পড়ছে ভেসে যাচ্ছে আশপাশ। কোনওসময় সহৃদয় ব্যক্তি লাগিয়ে দিলেও আবার তা ভেঙে যাচ্ছে বা কেউ ভেঙে দিচ্ছে। এভাবে যদি জল নামক জীবন অনবরত বয়ে যায় তাহলে অদূরভবিষ্যতে আমাদের উত্তরসূরিরা জল-যন্ত্রণায় অতিকষ্টে দিনযাপন করতে বাধ্য হবে।

এই সমস্যা কোনও এক জায়গার নয়, প্রতিটা শহর-গ্রাম-নগরের রোজকার দৃশ্য। তাই শুধু গয়েরকাটাবাসী হিসেবে নয়, একজন নাগরিক হিসেবে এই জলযন্ত্রণার স্থায়ী সমাধান চাইছি। এ ব্যাপারে পিএইচই, পঞ্চায়েত দপ্তর এবং শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে পুরসভাকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সর্বোপরি এ বিষয়ে জনসাধারণকেও বিশেষ নজরদারি বহাল রাখার আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যদি এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে চাই তাহলে জল-যন্ত্রণার অবসান করতেই হবে। এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করার অঙ্গীকার আমাদের সবার।

সুনীতা দত্ত
গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি।

অসতর্কতার বলি

ধূপগুড়িতে ভোরবেলায় ট্রেনের ধাক্কায় একটি হাতির মৃত্যু এবং আরেকটি হাতির গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনায় শুধু দুঃখ প্রকাশ করাই কি যথেষ্ট? এটা একটা রোগে পরিণত হয়েছে। কুয়াশাহীন ফাঁকা জায়গা যেখানে দূর থেকে পরিষ্কার দেখা যায় সেখানে কীভাবে এইরকম ঘটনা ঘটতে পারে? রেলচালক কি ঘুমে ঢুলছিলেন? সংরক্ষিত হাতির হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ ট্রেনে কাটা পড়া। জানি না রেল দপ্তর কতটা দায়িত্বশীল। তবে চালকদেরও সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন।

মনোজকুমার রায়, ডাউকিমারি, ধূপগুড়ি।

শালীনতার বেড়াজাল ভেঙে চলছে ‘সৃজন’

গঠনমূলক রিলস, ভিডিওতে সেভাবে লাইক পড়ে না অথচ অশালীনতায় ভরা কনটেন্ট ভিউ টানে।

ভূপেশ রায়

-এআই

ঘটনা ১ : এক ভদ্রমহিলা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখি অদ্ভুত অশ্লীল সাজের একটি ছেলে মেয়ের সাজে ভদ্রমহিলার সামনে কিম্ভূত আচরণ করতে শুরু করল। আর তার পিছনে একজন ক্যামেরা নিয়ে ওই ঘটনার ভিডিও করে চলল। ভদ্রমহিলা বিরক্ত হয়ে রেগে গেলে অদ্ভুত সাজের সেই ছেলেটি বলল, ‘প্র্যাংক কাকিমা প্র্যাংক, ক্যামেরা চলছে ক্যামেরা!’

ঘটনা ২ : ব্যস্ত বাজারের ভরা রাস্তায় হঠাৎ দুই মহিলা কোমর দুলিয়ে নাচতে শুরু করলেন। আশপাশের সবাই হতবাক। যাঁরা নাচছিলেন, তাঁদের কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

এটাই যেন হালের ট্রেন্ড। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউবে এসবই পোস্ট করে আজকাল সবাই নিজেকে কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে দাবি করে। এই ঘটনা দুটো সাধারণ নমুনামাত্র। কনটেন্ট ক্রিয়েশনের নামে এখন এসবই চলছে। কিছুদিন আগে দেখলাম এরকম একজন তথাকথিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর বিমানের মধ্যে ভিডিও করতে করতে সাজগোজ করছেন, বিমানের মেঝেতে বসে পান্তা ভাত খাচ্ছেন! সহযাত্রীদের সমস্যা হলেও সেই বিষয়টিকে তাঁদের থোড়াই কেয়ার! সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার নেশায় নিজেকে বিমানের মেঝেতে বসে পান্তা ভাত খাওয়া পৃথিবীর প্রথম মহিলা বলে দাবি জানাতে ওই কনটেন্ট ক্রিয়েটর তখন প্রচণ্ড ব্যস্ত। আজকাল এই ধরনের পোস্টেই হাজার হাজার মানুষের লাইক-কমেন্টের ছড়াছড়ি! অথচ যাঁরা নাচ-গান, ছবি আঁকা বা ভালো মানের ইতিবাচক কনটেন্ট তৈরির মাধ্যমে সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন তাঁদের পোস্টে সাধারণ মানুষের কোনও আগ্রহ নেই!! এ যেন এক আজব দুনিয়া।

গ্লোবাল ডিজিটাল রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৫-এর শুরুতে ভারতের মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৫৫.৩ শতাংশ। এর একটি বড় অংশই সোশ্যাল মিডিয়ায় অভ্যস্ত। ২০২৪ সালের শুরু থেকে ২০২৫ সালের শুরুর মধ্যে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২৯ মিলিয়ন বেড়েছে। ভারতীয়রা প্রতিদিন গড়ে প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় সামাজিক মাধ্যমে ব্যয় করেন। তাই সামগ্রিকভাবে দেখলে সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আজ ভীষণই দৃঢ়। আট থেকে আশি সকল বয়সের মানুষ এই সামাজিক মাধ্যমের প্ল্যাটফর্মগুলিতে আজ সময় কাটান, তাঁদের মতামত, কার্যকলাপ তুলে ধরেন। সাম্প্রতিক কনটেন্ট তৈরির প্রবণতায় ছোট ভিডিও, রিলস ও লাইভ স্ট্রিমিং সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মানুষ এখন দ্রুত, সহজে গ্রহণযোগ্য তথ্য ও বিনোদন চায়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) টুল ব্যবহারে নির্মাতারা আরও সৃজনশীল কনটেন্ট তৈরি করছেন। ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং ও ট্রেন্ড-ভিত্তিক চ্যালেঞ্জও ব্যাপকভাবে বেড়েছে। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে কনটেন্ট ক্রিয়েটরের নাম করে অশ্লীলতা ও দৃশ্য দূষণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে অনেকেই ভীষণ উদ্বিগ্ন। তাই এক্ষেত্রে সরকারিভাবে লাগাম অবশ্যই প্রয়োজন। আমাদের চারপাশের সুস্থ সামাজিক পরিবেশ রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্বেরই মধ্যে পড়ে। কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের আরও বেশি সচেতন থাকা উচিত। নইলে আমরা এমনই এক দুনিয়ায় পৌঁছে যাব যেখান থেকে বর্তমান পৃথিবীতে ফেরা আমাদের পক্ষে কোনওদিনই সম্ভব হবে না।

(লেখক ছাত্র। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩০৭

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। কোমল ও মসৃণ ৩। কিছু দেওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ ৫। যেখানে আশার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ৬। যে জুলুম বা অন্যায় আচরণ করে ৭। হিংস্র বণ্যপ্রাণী ৯। বাধা-বিপত্তি বা আঘাত এবং প্রত্যাঘাত ১২। সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য সম্ভার ১৩। যে কল টিপলে জল পড়ে।

উপর-নীচ : ১। বিশেষভাবে বিচার বা পরীক্ষা করে দেখা ২। যারা মিষ্টির কারবার করে ৩। যে সব বর্ণ তালুকে ছুঁয়ে উচ্চারিত হয় ৪। পুত্র সন্তান বা বালক ৫। এই ফল খেতে খুব তেতো ৭। যেখানে কড়া পরলেই গ্রেপ্তার ৮। নাকানি চোবানি অবস্থা ৯। ঘুঙুর বা নূপুর ১০। কোনও বিষয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুল ১১। সুযোগের অপেক্ষায় ওঁত পেতে থাকা।

সমাধান ■ ৪৩০৬

পাশাপাশি : ১। অচেনা ৪। ইমাম ৫। মিগ ৭। হালুয়া ৮। মাস্টারদা ৯। সরঞ্জাম ১১। পালুই ১৩। কদু ১৪। নহর ১৫। দশন।

উপর-নীচ : ১। অনীহা ২। নাইয়া ৩। দমদমা ৬। গলদা ৯। সস্ত্রীক ১০। মসনদ ১১। পারদ ১২। ইন্ধন।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

জগদীপ ধনকরের সংবর্ধনার কী হল

খাড়গের প্রশ্নে অস্বস্তি

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই রাজ্যসভা-কক্ষে নতুন চেয়ারম্যান উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণানকে স্বাগত জানাতে গিয়ে প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকরের আকস্মিক ইস্তফা প্রসঙ্গ টেনে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করলেন কংগ্রেস সভাপতি ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। খাড়গের মন্তব্যের পরেই পালটা আক্রমণে সরব হলেন শাসকদলের সাংসদরা।

নয়া চেয়ারম্যানকে স্বাগত জানানোর সময় বিরোধী দলনেতা খাড়গে বলেন, 'আপনার পূর্বসূরির অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক প্রস্থান সংসদীয় ইতিহাসে নজিরবিহীন।' তিনি আরও বলেন, 'আমি ব্যথিত যে, কক্ষ তাঁকে বিদায় জানানোর সুযোগ পেল না।' খাড়গের এই মন্তব্যের পরই তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয় বিজেপি শিবির থেকে।

কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু খাড়গের মন্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, এটি একটি 'খুবই পবিত্র অনুষ্ঠান', এই মুহূর্তে অপ্রয়োজনীয় বিষয় উত্থাপন করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তিনি বলেন, প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বিরোধীরা দু'বার অনাস্থা এনে তাঁকে অপমান করেছিলেন।

অন্যদিকে, রাজ্যসভার দলনেতা জেপি নাড্ডা পরিস্থিতি সামাল দিতে হস্তক্ষেপ করেন এবং খাড়গেকে কটাক্ষ করে বলেন, 'বিহার নির্বাচনে হারের যন্ত্রণা তিনি যেন 'ডাক্তারকে' জানান। নাড্ডা বলেন, 'এই অনুষ্ঠানটি পবিত্র... বিরোধী দলনেতা যে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন, তা এখানে আলোচনার জন্য অপ্রাসঙ্গিক।'

"আপনার পূর্বসূরির অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক প্রস্থান সংসদীয় ইতিহাসে নজিরবিহীন। আমি ব্যথিত যে, কক্ষ তাঁকে বিদায় জানানোর সুযোগ পেল না।

মল্লিকার্জুন খাড়গে

"এই অনুষ্ঠানটি পবিত্র... বিরোধী দলনেতা যে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন, তা এখানে আলোচনার জন্য অপ্রাসঙ্গিক।

জেপি নাড্ডা

রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসাবে 'নিরপেক্ষভাবে দায়িত্বপালনের বার্তা' দিয়ে খাড়গে রাধাকৃষ্ণানের উদ্দেশ আরও বলেন, 'আপনার কংগ্রেস পরিবার ও সাংবিধানিক ঐতিহ্যের পটভূমি ভোলা উচিত নয়।' এর জবাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে নাড্ডা বলেন, নির্বাচনে হারের হতাশা প্রকাশ করার জায়গা সংসদ নয়। প্রধানমন্ত্রী অধিবেশনের আগে বলেছিলেন, নির্বাচনে হারের হতাশা যেন বিরোধীরা সংসদে না দেখান।

শুরু শীতকালীন অধিবেশন

বিরোধীদের কৌশল বদলের বার্তা মোদির

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। ১৯ দিনের অধিবেশনে মোট ১৫ দিনের কর্ম দিবস। অধিবেশনের আগে নিজস্ব শৈলীতে বিরোধীদের 'পরামর্শ' দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, 'সংসদে আলোচনার পরিবেশ বজায় রাখুন। নাটক করার জন্য প্রচুর জায়গা আছে। এখানে স্লোগান নয়, নীতির ওপর জোর দেওয়া উচিত।' বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-র বিপুল জয়ের প্রসঙ্গ টেনে মোদি বলেন, 'কয়েকটি দল এখনও ভোটে হারের ধাক্কা সামলাতে পারেনি। তাদের পরাজয় সংসদে আলোচনার বিষয় হতে পারে না। ওদের এবার কৌশল বদল করা উচিত। আমি এ ব্যাপারে পরামর্শ দিতে রাজি আছি।' বিরোধীদের তরফে জবাব দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি। তিনি বলেন, 'দিল্লির বায়ুদূষণ, এসআইআর-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে সংসদে আলোচনা হওয়া উচিত। এগুলি নাটক নয়। জনপ্রতিনিধিদের জনস্বার্থে কথা বলতে না দেওয়াই আসলে নাটক।'

এদিন সকাল ১১টায় লোকসভার অধিবেশন শুরু হলে অভিনেতা ধর্মেন্দ্র, কর্নেল সোনারাম চৌধুরী, অধ্যাপক বিজয়কুমার মালহোত্রা এবং রবি নায়েকের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হলে এসআইআর সহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধী সদস্যরা স্লোগান দিতে শুরু করেন। লোকসভায় বিরোধীদের এককাট্টা দেখালেও অধিবেশন শুরুর আগে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গের ডাকা বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন তৃণমূল এবং আপ সাংসদরা। বিরোধীদের বারবার হট্টগোলে

"সংসদে আলোচনার পরিবেশ বজায় রাখুন। নাটক করার জন্য প্রচুর জায়গা আছে।

নরেন্দ্র মোদি

....

জনপ্রতিনিধিদের জনস্বার্থে কথা বলতে না দেওয়াই আসলে নাটক।

প্রিয়াংকা গান্ধি

লোকসভার কাজ প্রথমে বেলা ১২টা এবং পরে দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায়।

দ্বিতীয়বার মুলতুবির পর লোকসভার কার্যক্রম শুরু হলে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মণিপুর পণ্য ও পরিষেবা কর (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল, ২০২৫ আলোচনা ও পাশের জন্য পেশ করেন। মণিপুর জিএসটি আইন, ২০১৭-কে সংশোধন করাই এই বিলের লক্ষ্য। বিরোধীদের হট্টগোলের মধ্যেই ভোটের মাধ্যমে বিলটি পাশ হয়।

অর্থমন্ত্রী সীতারামন তামাক ও তামাকজাত পণ্যে আবগারি শুল্ক আরোপের জন্য সেন্ট্রাল এক্সাইজ (সংশোধনী) বিল পেশ করেন। তিনি পানমশলার উৎপাদনে সেস আরোপের জন্যও একটি বিল উপস্থাপন করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও' ব্রায়েন চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করেন এসআইআর নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে। তিনি বলেন, 'চেয়ারম্যান 'কাউন্সিল অব স্টেটস'-এর অভিভাবক, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো রক্ষার দায়িত্ব তাঁর।'

ডেরেক এদিন উপরাষ্ট্রপতির অভিবাদন ভাষণে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'প্রতি অধিবেশনের গড় বসার দিন কুড়ির নীচে নেমে এসেছে। এই অধিবেশনের দিন সংখ্যা মাত্র ১৫।' বিরোধীদের বারবার এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবির পর সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 'আমরা বিষয়টা দেখছি।' জবাবে ডেরেক বলেন, 'আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি না।'

এই সপ্তাহেই সংসদে 'বন্দে মাতরম' গানটির ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। বৃহস্পতিবার অথবা শুক্রবার যে কোনও একদিন এই আলোচনা হতে পারে। জাতীয় সংগীতের পাশাপাশি দেশের জাতীয় গান হিসেবে স্বীকৃত 'বন্দে মাতরম'-এর ওপর আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বক্তব্য রাখতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্য মেজাজে ওঁরা... সোমবার সংসদের প্রথম দিনে মহুয়া মৈত্র ও কঙ্গনা রানাওয়াত। নয়াদিল্লি।

বিডিআর হত্যাকাণ্ডে হাসিনা-ভারতের 'চক্রান্ত'!

বাংলাদেশের তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে বিতর্ক

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : ষোলো বছর আগের পিলখানা বিদ্রোহ (যা বিডিআর বিদ্রোহ নামেও পরিচিত) নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তৈরি করা তদন্ত কমিশন। কমিশনের প্রধান অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল এএলএম ফজলুর রহমান দাবি করেছেন, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন তৎকালীন আওয়ামী লিগ সরকারই এই বিদ্রোহ এবং হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। এই কাজে নাকি হাসিনা সরকারকে মদত জুগিয়েছিল ভারত।

যদিও এহেন দাবির সপক্ষে কোনও প্রমাণ পেশ করতে পারেননি রহমান। গত বছর ৫ অগাস্টের পর থেকে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে স্থায়ী ফাটল ধরানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের মৌলবাদী ও হাসিনা বিরোধী ছাত্র নেতাদের একাংশ। তাদের পুরোদস্তুর মদত দিচ্ছে ইউনূস সরকার। পিলখানা কাণ্ডে ভারতকে যুক্ত করা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ফাটলকে গভীর করার চেষ্টার অংশ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। সাউথ ব্লক সূত্রে খবর, পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে কেন্দ্র। খুব দ্রুত এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে বিদেশমন্ত্রক।

কমিশনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, শেখ হাসিনা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সবুজ সংকেত দিয়েছিলেন এবং আওয়ামী লিগের প্রাক্তন সাংসদ শেখ ফজলে নূর তাপস পিলখানা কাণ্ডে প্রধান সমন্বায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন। কমিশন জানিয়েছে, ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে হাসিনা সরকারের ক্ষমতাকে দীর্ঘমেয়াদি করা। ২০০৯ সালে বিডিআর-এর তৎকালীন মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ ও ৫৬ জন সেনাকর্তা সহ মোট ৭৪ জন নিহত হন।

তদন্ত রিপোর্টে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, একটি বিদেশি শক্তি এই ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল। কমিশন প্রধান পরে এই বিদেশি শক্তিকে ভারত বলে চিহ্নিত করেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, ভারত বিদ্রোহের পর বাংলাদেশে অস্থিরতা তৈরি এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছিল। এই অভিযোগের সপক্ষে ফজলুর রহমান ওই সময় (ফেব্রুয়ারি, ২০০৯) বাংলাদেশে ৯২১ জন ভারতীয় নাগরিকের প্রবেশের কথা উল্লেখ করেন, যাঁদের মধ্যে ৬৭ জনের অবস্থান আজও অজানা।

কমিশন প্রধানের কথায়, 'ওই ঘটনার সময় ৯২১ জন ভারতীয় বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৬৭ জনের হিসাব নেই। তাঁরা কোন দিক দিয়ে এসেছিলেন, কোথা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন, কিছু জানা যাচ্ছে না। আমরা জানতে পেরেছি, বাংলাদেশকে অস্থির করতে চেয়েছিল ভারত। সেনাবাহিনী ও বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি)-কে দুর্বল করতে চেয়েছিল।'

কমিশন তাদের প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। পিলখানা হত্যাকাণ্ডের সময় বাংলাদেশে ৬৭ জন ভারতীয়ের অবস্থান খতিয়ে দেখতে ইউনূস সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে রিপোর্টে। এ ব্যাপারে ঢাকা যাতে দিল্লির কাছে ব্যাখ্যা চায় সেই কথাও বলা হয়েছে কমিশনের তরফে। অবস্থান স্পষ্ট করেনি ঢাকা।

কমিশনের দাবি

- শেখ হাসিনার আওয়ামী লিগ সরকার পিলখানা হত্যাকাণ্ডে যুক্ত
- আওয়ামী লিগের প্রাক্তন সাংসদ তাপস ষড়যন্ত্রের সমন্বায়ক
- ফেব্রুয়ারি, ২০০৯-এ বাংলাদেশে ৯২১ জন ভারতীয় নাগরিকের প্রবেশ। যাঁদের মধ্যে ৬৭ জনের অবস্থান অজানা
- বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও বিডিআরকে দুর্বল করতে চেয়েছিল ভারত

'যারা কামড়ায়, তারা ভিতরেই'

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট পথ কুকুরদের নিয়ে কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে। নির্দেশিকা জারির মূল উদ্দেশ্য মানুষকে যাতে কুকুরের কামড় খেতে না হয়। এই আবহে সোমবার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই কুকুর নিয়ে সংসদে প্রবেশ করে বিতর্ক তৈরি করলেন কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা চৌধুরী। তিনি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে হইচই পড়ে যায়। চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সাংসদ ও নিরাপত্তাকর্মীদের মধ্যে। অনেকে

সংসদে কুকুর, বিতর্কে রেণুকা

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কুকুরটিকে নিয়ে মন্ত্রী, সাংসদ, নিরাপত্তাকর্মীদের উদ্বেগ দেখে রাজ্যসভা সাংসদ রেণুকা চৌধুরী বলেন, 'এ তো খুব ছোট, শান্ত প্রাণী। কাউকে কামড়াবে না। যারা কামড়ায় তারা সংসদের ভিতরেই আছে।'

সংসদে আসার পথে রেণুকা কুকুরছানাটিকে রাস্তা থেকে তুলেছিলেন। রেণুকা বলেছেন, 'রাস্তায় এমন জায়গায় কুকুরছানাটি ছিল যে, যে কোনও সময় গাড়িচাপা পড়ত। তাই সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এখানে কুকুর নিয়ে আসায় কি কোনও বাধা আছে? কোনও প্রোটোকল আছে কি?' বিজেপি এই ঘটনার সমালোচনা করেছে।

খারিজ সুপ্রিম-রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, আগের রায়ই বহাল থাকবে এবং নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আদালত কোনও হস্তক্ষেপ করবে না।

এর ফলে ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের রায় কার্যকর থাকবে। দুর্নীতির অভিযোগে সম্পূর্ণ প্যানেল 'টেন্টেড' বা 'দাগি' বলে চিহ্নিত করে সুপ্রিম কোর্ট আগেই জানিয়েছিল—পুনর্বহাল নয়, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াতেই সুযোগ পাওয়া যাবে। তবে যাঁরা সরাসরি দুর্নীতিতে যুক্ত বা 'দাগি', তাঁরা নতুন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না এবং তাঁদের বেতনও ফেরত দিতে হবে। বাকি প্রার্থীরা নতুন পরীক্ষা ও নথিপত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে ফের সুযোগ পাবেন।

চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ অভিযোগ করেছিলেন, নতুন প্রক্রিয়ায় বহু যোগ্য প্রার্থী বঞ্চিত হয়েছেন এবং অনেকেই স্বচ্ছভাবে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ পাননি। তাঁরা পুনর্বিবেচনার আর্জি ও নতুন নিয়োগ স্থগিতের আবেদন জানান। কিন্তু আদালত আবেদন গ্রহণ করেনি। প্রধান বিচারপতির মন্তব্য—'গোটা প্রক্রিয়া বাতিল হলে ভালো পড়ুয়ারাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। কিন্তু যাঁরা সত্যিই যোগ্য, তাঁরা আবার চাকরি পেয়ে যাবেন।'

এর আগে ২৬ নভেম্বর নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত মামলা কলকাতা হাইকোর্টে পাঠিয়ে দেয় সুপ্রিম কোর্ট এবং স্পষ্ট জানায়—একজন 'দাগি' প্রার্থীও চাকরি পেতে পারেন না। অভিযোগ ছিল, এসএসসি নতুন তালিকায় 'দাগি' প্রতিবন্ধী প্রার্থীদেরও সুযোগ দিয়েছে। হাইকোর্ট সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে। পরবর্তী পর্যায়ে সুপ্রিম কোর্টও একই মত জানায়।

সোমবারের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, আপাতত আর কোনও নতুন আবেদন বিবেচনা করা হবে না। তবে হাইকোর্টের রায়ে আপত্তি থাকলে পুনরায় শীর্ষ আদালতে আবেদন করা যাবে।

এসএসসি প্যানেল বাতিল মামলা

আদালতের নির্দেশ

- আগের রায় বহাল থাকবে এবং নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আদালত কোনও হস্তক্ষেপ করবে না
- গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল হলে ভালো পড়ুয়ারাও ক্ষতিগ্রস্ত হন কিন্তু প্রকৃত যোগ্যরা ফের চাকরি পেয়ে যাবেন
- আপাতত আর কোনও নতুন আবেদন করা যাবে না। তবে হাইকোর্টের রায়ে আপত্তি থাকলে তখন ফের শীর্ষ আদালতে আবেদন করা যাবে

খালেদা সংকটেই

ঢাকা, ১ ডিসেম্বর : বিএনপি চেয়ারপার্সন তথা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত সংকটজনক। রবিবার রাতে অবস্থার মারাত্মক অবনতি হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে বলে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আহমদ আজম খান জানিয়েছেন। এদিন খালেদা জিয়ার চিকিৎসার সাহায্যে পাঁচ চিনা চিকিৎসকের বিশেষজ্ঞ টিম ঢাকায় এসে পৌঁচেছে।

এবার টিউলিপ

ঢাকা, ১ ডিসেম্বর : মানবতাবিরোধী অপরাধের পর এবার দুর্নীতি মামলাতেও দোষী সাব্যস্ত হলেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ঢাকার পূর্বাচলে ১০ কাঠা প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে হাসিনাকে ৫ বছর জেলের নির্দেশ দিয়েছে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত। শুধু হাসিনা নন, এই মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তাঁর বোন শেখ রেহানা, রেহানার মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক সহ মোট ১৭ জন। শেখ রেহানার ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী টিউলিপের দু-বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

মামলায় বাকি দোষী সাব্যস্তরা হলেন প্রাক্তন গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরিফ আহমেদ ও ১৪ জন আধিকারিক। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ১০ কাঠা করে ছয়টি প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে নেমে হাসিনা, রেহানা, টিউলিপ সহ মুজিব পরিবারের বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত তদন্তকারী সংস্থা দুদক।

আত্মঘাতী আরও এক বিএলও

লখনউ, ১ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর কাজ শুরু হওয়ার পরই ঘুম উড়েছিল উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের বুথ স্তরের আধিকারিক (বিএলও) সর্বেশ সিংয়ের। তিনি চোখের পাতা এক করতে পারেননি টানা ২০ দিন ধরে। বিপুল কাজের চাপ আর সহ্য করতে না পেরে শেষমেশ তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ।

আত্মহত্যার আগে এক ভিডিওতে কাঁদতে কাঁদতে নিজের অবস্থার কথা বলেছিলেন সর্বেশ।

মোরাদাবাদ

সোমবার সেই ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসে। আত্মহত্যার ঠিক আগে ওই ভিডিওটি তিনি রেকর্ড করেছিলেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

স্থানীয় একটি প্রাথমিক স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন সর্বেশ। গত ৭ অক্টোবর প্রথমবারের জন্য তাঁকে বিএলও-র দায়িত্ব দেওয়া হয়।

রবিবার সকালে বাড়ির স্টোররুমে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার করে পরিবার। স্ত্রী বাবলি দেবী পুলিশকে খবর দেন। ঘটনাস্থল থেকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিকর্তার উদ্দেশে লেখা দু'পাতার সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। তাতে সর্বেশ জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসআইআর-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে না পেরে তিনি প্রচণ্ড মানসিক চাপে ছিলেন। রাত জেগে কাজ করা সত্ত্বেও নানা কারণে কাজ এগোচ্ছিল না।

আত্মহত্যার ঠিক আগে রেকর্ড হওয়া ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে সর্বেশ সিং কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, 'কাজ শেষ করতে পারিনি। মা, আমার মেয়েদের দেখো। আমাকে ক্ষমা করে দিও।' তিনি কারও বিরুদ্ধে দায় না চাপানোরও অনুরোধ জানান।

জেলা শাসক অনুজ কুমার সিং বলেন, 'প্রাথমিক তদন্তে আত্মহত্যা বলেই মনে হচ্ছে। সর্বেশ সিংয়ের কাজ অত্যন্ত ভালো ছিল। তদন্ত চলছে।' আত্মঘাতী বিএলও-র পরিবারকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন জেলাশাসক।

সর্বেশ সিং। আত্মঘাতী বিএলও।

এলন মাস্কের সন্তানের নাম 'শেখর'

টেক্সাস, ১ ডিসেম্বর : ভারতের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগের কথা কবুল করলেন টেসলা এবং স্পেসএক্স-এর কর্ণধার এলন মাস্ক। সম্প্রতি তিনি জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গী তথা নিউরালিঙ্ক-এর নির্বাহী শিভন জিলিস ভারতীয় বংশোদ্ভূত। সেইসঙ্গে তিনি জানান, তাঁদের এক ছেলের মাঝের নামটি রাখা হয়েছে নোবেলজয়ী ভারতীয়-আমেরিকান জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখরের সম্মানে।

জিরোধা-র সহ প্রতিষ্ঠাতা নিখিল কামাথের পডকাস্ট 'পিপল

বাই ডব্লিউটিএফ'-এ কথা বলার সময় মাস্ক এই তথ্যগুলো জানান। তাঁর কথায়, 'আমি নিশ্চিত নই আপনি জানেন কি না, কিন্তু আমার সঙ্গী শিভন অর্ধেক ভারতীয়। তাছাড়া আমার এক ছেলের মাঝের নাম 'শেখর' রাখা হয়েছে বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরকে শ্রদ্ধা জানাতে।'

মাস্ক জানান, শিভনকে ছোটবেলায় দত্তক দেওয়া হয়েছিল। তিনি কানাডায় বড় হয়েছেন। তাঁর ভারতীয় যোগ মূলত পূর্বপুরুষের সূত্রে। তবে ঠিক পারিবারিক ইতিহাস সম্পর্কে তিনি বিশদে অবগত নন।

জোড়া ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে এশিয়াজুড়ে বিপর্যয়

কলম্বো ও নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : হাজারের বেশি মৃত্যু। গৃহহীন লক্ষাধিক মানুষ। সেনিয়ার ও দিতওয়া, জোড়া ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে এশিয়া জুড়ে বিপর্যয়। বিরল ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ার এবং দিতওয়ার মিলিত তাণ্ডবে শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড এবং ভারতের মতো দেশগুলিতে সহস্রাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং এই অঞ্চলে এক চরম মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। নভেম্বরের শেষ দিকে আঘাত হানা এই দ্বৈত ঘূর্ণিঝড় ভারত মহাসাগরের আশপাশের দেশগুলির পরিকাঠামো ও জনজীবনে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত রেখে গিয়েছে।

প্রথমে ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ারকে আবহাওয়াবিদরা তার উৎপত্তিস্থলের কারণে 'বিরলতম' বলে চিহ্নিত করেছেন। এটি ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরকে সংযোগকারী মালাক্কা প্রণালীর কাছে সৃষ্টি হয়েছিল, যেখানে নিরক্ষরেখার কাছাকাছি ঘূর্ণিঝড় তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ঘূর্ণন শক্তি (কোরিওলিস প্রভাব) দুর্বল হয়। সাগরের অস্বাভাবিক উষ্ণ তাপমাত্রা সেনিয়ারের জন্ম দেয়। সেনিয়ারের আঘাতে থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক বন্যা দেখা দিয়েছে। সেখানে অন্তত ১৭৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। থাইল্যান্ড সরকার জানিয়েছে, এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ৭৩৪ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। সেনিয়ারের তাণ্ডবে ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ার বহু গ্রামও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। দু-দেশের বাসিন্দারা এবারের বিপর্যয়কে তাঁদের দেখা 'সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা' বলে বর্ণনা করেছেন।

মৃত হাজারের বেশি

সেনিয়ার দুর্বল হওয়ার পর বঙ্গোপসাগরে জন্ম নেয় শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া, যা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে শ্রীলঙ্কায়। ভূমিধস ও বন্যায় দ্বীপদেশে অন্তত ৩৭০ জন নিহত এবং ৪০০-র বেশি নিখোঁজ রয়েছেন। বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে যাওয়ায় এবং পানীয় জলের সংকট তৈরি হওয়ায় শ্রীলঙ্কায় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। ১ লক্ষ ২২ হাজার মানুষ ত্রাণশিবিরগুলিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

যদিও ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া সরাসরি ভারতে প্রবেশ করেনি, তবে এর প্রভাবে দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়টি শ্রীলঙ্কা থেকে বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে উত্তর দিকে সরে যাওয়ার সময়, এর প্রভাবে ভারতের তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি হয়। এই অতিবৃষ্টির ফলে তামিলনাড়ুর কাবেরী ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রায় ৯০ হাজার হেক্টর চাষের জমি জলের নীচে চলে গিয়েছে। দেওয়াল ধসে ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ভারতে অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

শ্রীলঙ্কায় বন্যাকবলিত এলাকা থেকে গ্রামবাসীকে উদ্ধার ভারতীয় সেনার।

কেন তিনি অনুপস্থিত, বললেন হেমা

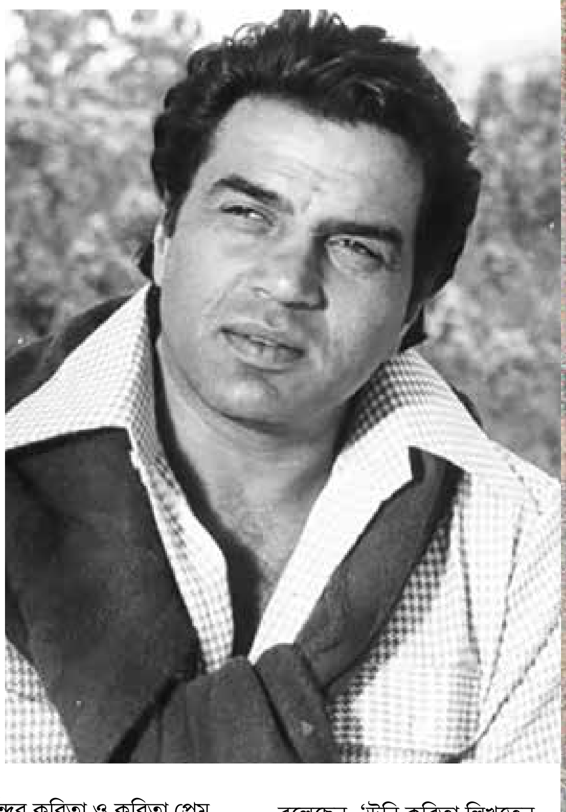

গত ২৪ নভেম্বর চলে গিয়েছেন কিংবদন্তী অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। ধর্মেন্দ্রর অন্ত্যেষ্টিতে, দেওল পরিবারের আয়োজিত প্রার্থনা সভায় হেমা মালিনি অনুপস্থিত ছিলেন, মিডিয়া যারপরনাই ব্যস্ত ছিল এই নিয়ে জল ঘোলা করতে। তারই উত্তর দিয়েছেন তিনি অভিনেতার মৃত্যুর সাত দিন পর। চিত্র পরিচালক হামাদ আল রেয়ামি দেখা করেছিলেন অভিনেত্রীর সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে কথোপকথনেই উঠে এসেছে তাঁর এই বিশেষ দিনে অনুপস্থিত থাকার কারণ। হামাদকে হেমা বলেছেন, 'আমি পরিবারের ভিতরের অশান্তি এড়াতে চেয়েছিলাম।' তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি ওখানে থাকলে বিতর্ক হতে পারে। হামাদকে হেমা বলেছেন, 'আমার খুব আক্ষেপ হয়, কেন আমি ওঁর সঙ্গে ওঁর ফার্মে শেষদিনে থাকতে পারলাম না, ওখানে ওঁর মৃত্যুর দু মাস আগেও ছিলাম। আমি যদি ওখানে ওঁকে শেষবার দেখতে পেতাম।' হামাদের কথায়, হেমার গলা কাঁপছিল, চোখে জল!

ধর্মেন্দ্রর কবিতা ও কবিতা প্রেম নিয়েও তিনি কথা বলেছেন। হেমা বলেছেন, 'উনি কবিতা লিখতেন, আমি বলতাম, কেন ছাপাচ্ছ না? উনি হেসে বলতেন, আগে একটা কবিতা শেষ করি। কিন্তু জীবন তাঁকে সেই সময় দিল না।'

কেন তাঁর অন্ত্যেষ্টি এত গোপনে শেষ হল? উত্তরে হেমা বলেছেন, 'ধরমজি আত্মমর্যাদাকে খুব গুরুত্ব দিতেন। সারা জীবন তিনি কখনও চাননি দুর্বল বা অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে কেউ দেখুক। কাছের আত্মীয়দের কাছ থেকেও তিনি তাঁর যন্ত্রণা লুকিয়েছেন। যখন এরকম কোনও মানুষের মৃত্যু হয়, তাঁর সিদ্ধান্তগুলো কিন্তু পরিবারে থেকেই যায়।' হামাদ বলছেন, 'শেষে হেমাজি চোখের জল মুছে বলেছেন, 'কিন্তু হামাদ, যা হয়েছে তা ঈশ্বরের দয়া। শেষে ওঁর অবস্থা খুবই যন্ত্রণাদায়ক ছিল, ওঁকে ওই অবস্থাতে তুমি দেখতে পারতে না। আমরাও দেখতে পারতাম কিনা, সন্দেহ।'

সামান্থা, রাজের লুকিয়ে বিয়ে

অত্যন্ত গোপনে বিয়ে করলেন সামান্থা রুথ প্রভু এবং পরিচালক রাজ নিদিমরু। 'সিটাডেল' ছবি তৈরির সময় থেকেই জল্পনা ছিল, দুজনে হয়তো প্রেম করছেন। কিন্তু কাকপক্ষীকে কিছু জানতে দেননি সামান্থা। কোথাও কোনও স্ট্যাটাস দেননি। সবটাই অত্যন্ত লুকিয়ে রেখেছিলেন। অনুষ্ঠানে একসঙ্গে যেতেন ঠিকই, তবে মিডিয়াকে কোনও খবর দেননি কখনও।

১ ডিসেম্বর একেবারে সাতসকালে যোগা সেন্টারের ভিতরে লিংভৈরবী মন্দিরে গাঁটছড়া বাঁধলেন তাঁরা। একজনও কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, যিনি বাইরের। একেবারে ঘনিষ্ঠ মাত্র তিরিশজন অতিথির সামনে বিয়ে সারেন সামান্থা, রাজ।

উল্লেখ্য, রবিবার রাতে রাজের প্রাক্তন স্ত্রী শ্যামলী দে তাঁর সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা লাইন লিখেছিলেন। 'ডেসপারেট পিপল ডু ডেসপারেট থিংস'। এটা অনশ্য একটা কোটেশন। কিন্তু এই লাইনটা দেখেই অনেকেরই ধারণা হয়েছিল, তবে কি সোমবারই সেই দিন? তারকা নাগা চৈতন্যের প্রাক্তন স্ত্রী অভিনেত্রী সামান্থা কি তাঁর পেশাদারি সম্পর্কটা এবার ব্যক্তিগত স্তরে বদলে দিতে চলেছেন?

রাজের পরিচালনায় সামান্থা একের পর এক সিরিজ আর ছবি করেছেন। সিটাডেল হানিবানি, ফ্যামিলি ম্যান ২, রক্ত ব্রহ্মাণ্ড, ব্লাডি কিংডম। কাজ নেহাত কম নয়। তবে কাজের বাইরে মন দেওয়া-নেওয়ার যে পালা চলেছে, তার কথা অবশ্য সোচ্চারে বলেননি কেউ। নেহাত শ্যামলী দে বিষয়টার আঁচ আগে দিয়েছিলেন বলে জল্পনাটা অন্তত আগেই করা গিয়েছিল।

ধর্মেন্দ্র স্মরণে আবেগতাড়িত সলমন

বিগ বস ১৯-এর সঞ্চালনার সময়ে ধর্মেন্দ্রকে স্মরণ করে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন সলমন খান। পারিবারিক কারণে এবং কাজের সূত্রে সলমনের সঙ্গে প্রয়াত অভিনেতার সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। দুজন একসঙ্গে পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া ছবিটি করেছেন, সঙ্গে কাজল। তার ওপর একাধিকবার দুই স্টারের দেখা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ইভেন্টে। শুধু তাই নয়, ধর্মেন্দ্রকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, পর্দায় হি-ম্যান অর্থাৎ ধর্মেন্দ্র কে হতে পারে বলে তিনি মনে করেন? উত্তরে ধরম পাজি একবারও না ভেবে বলেছিলেন সলমন খান। শরীরচর্চা, বডি বিল্ডিং সবেতে তিনি সলমনের মধ্যে নিজেকে দেখেন। বোঝা যায়, সলমনের কতটা কাছের মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে সলমন আবেগতাড়িত হবেন, জানা কথা। বিগ বস-এর কাজে মন দিয়েও ধর্মেন্দ্রকে নিয়ে তিনি বলেন, 'চলতি সপ্তাহে ইন্ডাস্ট্রি খুব বড় ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে। আমি যদি বিগ বস-এর সঞ্চলনা না করতাম, ভালো হত কিন্তু দিনের শেষে, জীবন তো এগোতেই থাকবে।' একই সঙ্গে সলমন জানিয়েছেন, ধর্মেন্দ্র তাঁর সহকর্মীদের যেমন কাছের মানুষ ছিলেন, তেমনই তাঁর পরের প্রজন্মের কছে ফাদার ফিগার ছিলেন। তাঁর চলে যাওয়া মানে একটা যুগের অবসান।

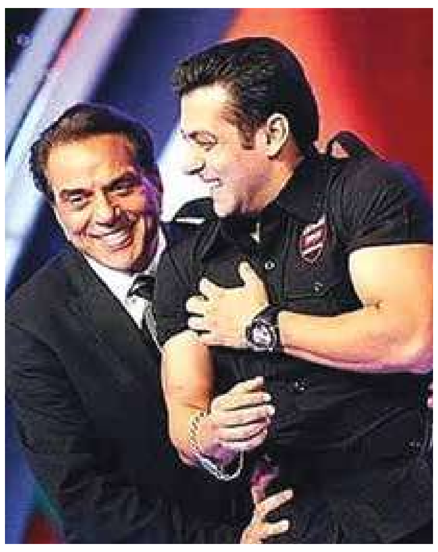

ইমরানের সঙ্গিনী শাবানা

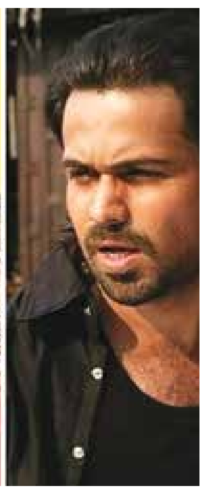

আওয়ারাপন ২ ছবির নায়ক ইমরান হাশমির সঙ্গে দেখা যাবে শাবানা আজমিকে। বিশেষ ফিল্মসের ব্যানারে নির্মীয়মাণ এই ছবিতে শাবানার চরিত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রযোজক বিশেষ ভাট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গল্পের আবেগ এবং দ্বন্দ্বের মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যই। এই সংস্থার সঙ্গে এবং ইমরান হাশমির সঙ্গেও তাঁর এটাই প্রথম কাজ। এমন তারকা সম্মিলন এই প্রথম দেখা যাবে হিন্দি ছবিতে, ফলে নাটক আর টেনশন সবই দর্শকদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে। এর সঙ্গে আছে শক্তিশালী অভিনয়, জটিল চরিত্র এবং চমকপ্রদ নাটক। শাবানা ছাড়া ছবিতে আছেন দিশা পাটানি। এও এক চমকপ্রদ কম্বিনেশন। গল্প বা ছবি নিয়ে কেউ কোনও কথা বলেননি। শুটিং হবে থাইল্যান্ডে। নির্মাতা শুটিং শেষ করতে চাইছেন আগামী বছরের জানুয়ারিতে। ৩ এপ্রিল মুক্তি পেতে পারে ছবি। আওয়ারাপন ছবির এই সিক্যুয়েলে শাবানার যোগদান চেনা থ্রিলারকে অচেনা করে দিতে পারে।

ভি শান্তারামের লুকে অচেনা সিদ্ধান্ত

প্রবাদপ্রতিম চিত্র পরিচালক ভি শান্তারাম। তাঁর বায়োপিক 'ভি শান্তারাম, দ্য রেবেল অফ ইন্ডিয়ান সিনেমার ফার্স্ট লুক পোস্টার এল প্রকাশ্যে। পোস্টারে দৃশ্যমান শান্তারাম রূপী সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী। তরুণ শান্তারামের লুক হুবহু উঠে এসেছে সিদ্ধান্তের চেহারায়, সেভাবে কোনও পার্থক্যই দেখা যাচ্ছে না। শান্তারাম ভারতীয় সিনেমার কাঠামো এবং ভাষাই বদলে দিয়েছিলেন। সেই চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্তের কেরিয়ারের মাইলফলক। সিদ্ধান্ত বলেছেন, 'ভারতীয় সিনেমার বিপ্লবী বলা হয় ভি শান্তারামকে। তাঁর চরিত্রে অভিনয় শুধু সম্মানের নয়, বড় দায়িত্বেরও।' ছবিতে শান্তারামের জীবনের দীর্ঘ সফর, যার শুরু সেই নির্বাক যুগ থেকে, এরপর তাঁর গল্প বলার অসাধারণ এবং নতুন স্টাইল, সিনেমার রঙিন যুগে পা রাখা এবং নানা উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে সিনেমাকে আরও নিখুঁত করে তোলা--শান্তারামের সব পদক্ষেপই উঠে আসছে ছবিতে। ছবির পরিচালক অভিজিৎ শিরিষ দেশপাণ্ডে।

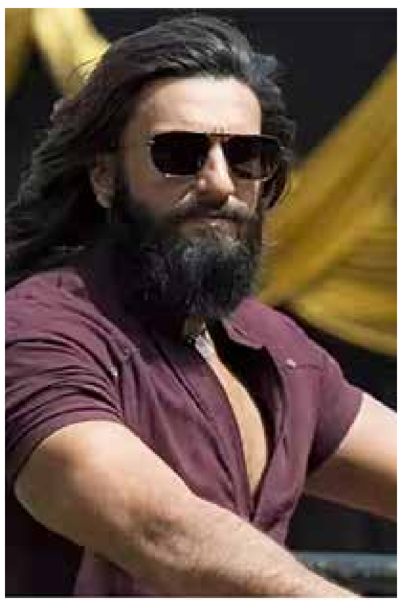

ধুরন্ধর নিয়ে দিল্লি কোর্টের নির্দেশ

আন্ডারকভার মোহিত শর্মার জীবন নিয়েই তৈরি 'ধুরন্ধর'। এই অভিযোগে মোহিতের পরিবার দিল্লি হাইকোর্টে ছবিমুক্তি রদ করার আবেদন জানিয়েছে। মেজর মোহিত শর্মা ১ প্যারা (এসএফ) ২০০৯-এ নিহত হন এবং পরের বছর তাঁকে অশোক চক্র সম্মানে ভূষিত করা হয়। তার পরিবারের অভিযোগ, ছবির জন্য পরিবারের বা সেনাবাহিনীর কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। তাঁদের সন্তানকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর সঙ্গে তাঁরা রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার প্রশ্নও তুলেছেন এবং আর্টিকল ২১-এর অধীনে তাঁরা তাঁদের পরিবারের গোপনীয়তা নষ্ট হওয়ার কথাও বলেছেন।

উল্লেখ্য, ছবিটি এখনও সেন্সর সার্টিফিকেট পায়নি। মামলার শুনানিতে দিল্লি হাইকোর্ট ছবির মুক্তিতে কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি। আদালত সেন্সর বোর্ডকে বলেছে, মোহিতের পরিবার যেসব অভিযোগ এনেছে, তা খতিয়ে দেখে যেন মুক্তির ছাড়পত্র দেওয়া হয়। কিছুদিন আগে ছবির পরিচালক আদিত্য ধর জানিয়েছেন, এই ছবি মোহিতের বায়োপিক নয়। মোহিতের ভাই মধুর শর্মা বিদেশ থেকে জানিয়েছেন, 'যখন থেকে ছবির কথা প্রকাশিত হয়েছে, তখন থেকে মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বলছে এ ছবি মোহিত শর্মার জীবন থেকে নেওয়া।

একনজরে সেরা ৫

বোম্মানের দ্বিতীয়

২ ডিসেম্বর তাঁর ৬৬তম জন্মদিন। তার একদিন আগে জানিয়েছেন, তিনি তাঁর দু-নম্বর ছবি পরিচালনার জন্য তৈরি। তাঁর প্রথম ছবি 'দ্য মেহেতা বয়েজ' বাবা ও ছেলের জটিল সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। তাঁর আগামী ছবির বিষয় আলাদা। বোম্মান বলেছেন, তিনি অমিতাভ বচ্চনকে নিয়ে ছবি করতে চান।

তামান্না থাকবেন

ভি শান্তারামের বায়োপিকে তামান্না ভাটিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকবেন। নামভূমিকায় সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী। সূত্রের খবর, তামান্না নিজে ভীষণ আগ্রহী এই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। তিনি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন চরিত্রে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। তার মধ্যে রিয়েল লাইফ ক্যারেক্টারও আছে। তামান্নাকে ভি শান্তারামের এই বায়োপিকে সম্পূর্ণ নতুন চেহারায় দেখা যাবে।

ধুরন্ধরের টিকিট

ধুরন্ধর ছবির টিকিটের অগ্রিম বুকিং চলছে। মুম্বাইয়ের মাল্টিপ্লেক্সে টিকিট বিকোচ্ছে ২০০০ টাকায়। কলকতায় কিছু জায়গায় টিকিটের দাম ৫৭৫ টাকা। দিল্লিতে ১১ লক্ষ টিকিট বিক্রি হয়েছে, মুম্বাইয়ে সাড়ে চার লক্ষের মতো। এখনই ছবির ব্যবসা কোটি টাকার ওপর। শাহরুখ খানের পাঠান ও জওয়ান-এর সময়েও ১৭০০ থেকে ২১০০ হয়েছিল টিকিটের দাম।

চিরদিনই, নায়িকা বদল

নতুন নায়িকা শিরিন পাল হলেন চিরদিনই তুমি যে আমার-এর অপর্ণা। তাঁর ও আর্য মানে জিতু কমলকে নিয়ে মন্দিরে শুটিং হল। নায়িকা দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে জিতুর মনোমালিন্য হওয়ায় তাঁর জায়গায় আসেন শিরিন। অনেকে তাঁকে ট্রোল করছেন। জিতু দর্শকদের বলেছেন, নীচে টেনে নামানোর চেষ্টায় ওর মন ভেঙে দেবেন না।

ম্রুণাল কার?

অভিনেত্রী ম্রুণাল ঠাকুর ক্রিকেটার শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গে প্রেম করছেন? জল্পনা তেমন। কিছুদিন আগে সন অফ সর্দার ২-এর সময় রটেছিল তিনি ধনুষের সঙ্গে ডেটিং করছেন। অবশেষে একটি ভিডিও শেয়ার করে গুঞ্জন প্রসঙ্গে লিখেছেন, ওরা বলে আমি হাসি। সম্পর্ক নিয়ে অবশ্য সরাসরি কোনও কথা তিনি বলেননি।

দিলজিতের নতুন লুক

দিলজিত দোসাঞ্জকে দেখেছেন? না দেখেননি। বাজি ফেলে বলতে পারি, দেখেননি। কারণ এই যে রূপে সামনে আসছেন দিলজিত, সে রূপ কোথাওই কেউ দেখেননি, জানেন না। এয়ারফোর্সের পাইলট রূপে এই যে লুকে আসছেন দিলজিত, এ চেহারা দেখে যে কেউ চমকে উঠবেন। বর্ডার ২-র জন্যে এই লুকেই দেখা যাবে দিলজিত দোসাঞ্জকে। জানুয়ারি মাসের ২৩ তারিখে আসছে বর্ডার ২। সানি দেওল অভিনীত বর্ডার ছবির এই সিক্যুয়েলে সানি তো থাকছেনই। সঙ্গে থাকছেন বরুণ ধাওয়ান, দিলজিত দোসাঞ্জ আর অহন শেট্টি।

২৩-২৬ জানুয়ারির যে দেশভক্তি সপ্তাহ, সেই সপ্তাহেই এসে পড়ছে বর্ডার ২। এই ছবি ঘিরে অবশ্য ভক্তদের উন্মাদনাও তুঙ্গে।

পরিদর্শন

গঙ্গারামপুর, ১ ডিসেম্বর : ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ধলদিঘি এলাকায় পুরসভার উদ্যোগে স্যানিটারি বিভাগের নির্মীয়মাণ ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করলেন চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র। প্রশান্ত জানালেন, প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই ওয়ার্কশপ থেকে আগামীদিনে পানীয় জল সরবরাহের কাজ করা হবে। জলের ট্যাংকগুলিকেও এখানে রাখা হবে। চলতি মাসেই ওই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। পাশাপাশি নতুন ও পুরোনো ওয়ার্কশপ এলাকাও সৌন্দর্যায়ন করা হবে। আগামীতে জল বুকিংয়ের প্রক্রিয়াটিও অনলাইনে করা হবে।

এতদিন পুরসভা অফিস চত্বরেই জলের ট্যাংকগুলিতে জল ভরা হত। এতে গোটা জায়গাটা কাদায় ভরে যেত। ফলে পুরসভা অফিসে বিভিন্ন কাজে আসা লোকজন সহ কর্মচারীদেরও বেশ অসুবিধা হত। এজন্য ধলদিঘি এলাকায় জল সাপ্লাইয়ের ওয়ার্কশপ তৈরির কাজ শুরু করেছে পুরসভা।

জেল হেপাজত

কালিয়াগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : পণের দাবিতে কাশ্মীরা খাতুন নামে এক গৃহবধূকে খুনের অভিযোগে ধৃত দুজনকে আদালতে পেশ করল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। মৃতার বাপের বাড়ির তরফে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার কাশ্মীরার শ্বশুর খুরমান আলি ও দেওর রাজু মহম্মদকে আটক করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের পর রাতেই তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ধৃতদের আদালতে পেশ করা হলে বিচারক দুজনকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। মূল অভিযুক্ত তথা কাশ্মীরার স্বামী নাসির আলি সহ অন্য অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।' কালিয়াগঞ্জের বাঘনের গৃহবধূ কাশ্মীরার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় মৃতার বাবা কাশিম আলি শ্বশুরবাড়ির ৬ জনের বিরুদ্ধে খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

জন্মদিবস

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : সোমবার রায়গঞ্জ গার্লস প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর ১৬৮তম জন্মদিবস পালন করা হয়। এদিন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সামনে জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ গৌরাঙ্গ চৌহানের কথায়, 'এদিন ছাত্রছাত্রীদের সামনে জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেছিলেন যে গাছেরও প্রাণ রয়েছে। মাইক্রোওয়েভের ওপর কাজ করার জন্য তাঁকে 'ফাদার অফ রেডিও সায়েন্স' বলা হয়।'

মশার উপদ্রব

পুরাতন মালদা, ১ ডিসেম্বর : সম্প্রতি পুরাতন মালদা শহরে বিভিন্ন ওয়ার্ডে মশার উপদ্রব বেড়েছে। এবিষয়ে সোমবার পুরসভার কনফারেন্স হলে একটি মিটিং হল। উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম, সমস্ত কাউন্সিলার, স্বাস্থ্যকর্মী ও কনজারভেন্সি টিমের সুপারভাইজাররা।

শফিকুল বলেন, 'মশার উপদ্রব কমাতে আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি। যে সমস্ত এলাকায় মশার লার্ভা জমার সম্ভাবনা রয়েছে, সেইসব এলাকার নিকাশিনালাগুলি সাফাই করা হবে। এছাড়াও মশানাশক স্প্রে করা হবে।'

স্মারকলিপি

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : সোমবার ৯ দফা দাবিতে রায়গঞ্জের উদয়পুরে কিষানমান্ডিতে কৃষি আধিকারিক তুষারকান্তি চৌধুরীকে স্মারকলিপি জমা দিল অল ইন্ডিয়া কিষান খেতমজদুর সংগঠনের রায়গঞ্জ লোকাল কমিটি। সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য তপনকুমার দাস জানিয়েছেন, রাসায়নিক সারের কালোবাজারি বন্ধ, কৃষকদের জন্য সুলভ মূল্যের সার সরবরাহ, ইত্যাদি দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

দুধ বাজারে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযান। সোমবার বালুরঘাটে।

জলে দুধ মিশছে বালুরঘাটে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১ ডিসেম্বর : 'দুধে জল' কথাটা নতুন নয়। কিন্তু বালুরঘাটে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে জলের মধ্যে কষ্ট করে দুধ খুঁজতে হচ্ছে। অভিযান চালিয়ে তো প্রশাসনের চোখ কপালে উঠেছে। সোমবার বালুরঘাটের দুধ বাজারে আচমকা হানা দেয় খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। আধিকারিকদের হাতে ল্যাক্টোমিটার, সঙ্গে কর্মী। তাঁদের উপস্থিতি টের পেতেই দুধের বালতি ফেলে চম্পট দেন দুই দুধ ব্যবসায়ী। পরে সেই পরিত্যক্ত দুধ বাজেয়াপ্ত করে গাড়িতে তুলে নেন দপ্তরের কর্মীরা। কেবল দুধ নয়, ভেজালের হদিস মিলেছে মিষ্টিতেও। এদিন মিষ্টির দোকানেও হানা দেন আধিকারিকরা। ছানা বা ক্ষীরের মিষ্টিতে ছানা কম, ময়দার উপস্থিতিই বেশি ধরা পড়েছে তাঁদের পরীক্ষায়।

কী খাচ্ছেন

- দুধ বাজার ও বিভিন্ন মিষ্টির দোকান ঘুরে পরীক্ষা করেন খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক সহ দপ্তরের একাধিক কর্মী
- এদিন তাঁদের পরীক্ষায় দেখা গেল, বহু ব্যবসায়ীর আনা দুধের ঘনত্ব নেমে এসেছে ২০-২৫ মার্কে
- যেখানে স্বাভাবিক মান হওয়া উচিত ৩০
- অর্থাৎ অতিরিক্ত জল মেশানোর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে

খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের কেউ অভিযান নিয়ে মন্তব্য করেননি। তবে দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ দাস জানিয়েছেন, 'অভিযানের কথা আমাকে জানানো হয়েছে। আধিকারিকরা বিভিন্ন পরীক্ষা করে রিপোর্ট তুলে এনেছেন। রিপোর্টের ভিত্তিতে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দুধ বাজার ও বিভিন্ন মিষ্টির দোকান ঘুরে পরীক্ষা করেন খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক নবনীতা মজুমদার সহ দপ্তরের একাধিক কর্মী। এদিন তাঁদের পরীক্ষায় উঠে এসেছে নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য। বহু ব্যবসায়ীর আনা দুধের ঘনত্ব নেমে এসেছে ২০-২৫ মার্কে। যেখানে স্বাভাবিক মান হওয়া উচিত ৩০। অর্থাৎ অতিরিক্ত জল মেশানোর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এদিন পরিদর্শনে গিয়ে আধিকারিকরা দেখতে পান, রসগোল্লা থেকে সন্দেশ- অধিকাংশ মিষ্টিতেই ময়দার পরিমাণ এতটাই বেশি যে নির্দিষ্ট রাসায়নিক দেওয়ার পর রং হয়ে যাচ্ছে কালচে। আধিকারিকরা বুঝিয়ে বলেন যে, মিষ্টিতে সেই রাসায়নিক মেলানোর পর যদি রং কমলা হয় তাহলে বুঝতে হবে তাতে ময়দা নেই। কিন্তু কালো হয়ে যাওয়া মানেই যেন 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়'। এদিন পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ করে ব্যবসায়ীদের নাম লিখে দপ্তর পরে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

দুধ বাজারে প্রতিদিন সকাল থেকে ভিড় জমান শহর ও আশপাশের গ্রামের দুধ ব্যবসায়ীরা। সাধনা মোড় সংলগ্ন রাস্তার ধারে চলে খোলা দুধ বিক্রি। সেই দুধই চোখ বন্ধ করে বিশ্বাসে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন ক্রেতারা। কিন্তু পরীক্ষায় উঠে আসা তথ্য দেখে আতঙ্ক ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। দুধ মূলত শিশু, বয়স্ক ও অসুস্থদের পথ্য। কিন্তু এমন ভেজাল দুধ পান করলে শরীরের ক্ষতি হবে না তো? আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শহরবাসী। বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের পুষ্টিবিদ গুঞ্জা রায় বলেন, 'বাজারের খোলা দুধে ভেজালের প্রবণতা বেশি। এতে শিশু ও বয়স্কদের পুষ্টিহানি হচ্ছে। প্যাকেটজাত দুধ তুলনামূলক ঘন। আর দোকানের মিষ্টি বিশেষত যেগুলোয় ময়দা বেশি সেগুলোতে ফাইবার নেই, ট্রান্স ফ্যাট প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। তা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।'

এদিকে, অভিযুক্ত দুধ ব্যবসায়ী নারায়ণ মণ্ডলের দাবি, 'ক্রেতারা কখনও অভিযোগ করেননি। দুধ দুইয়ে সরাসরি বাজারে নিয়ে আসি। পরীক্ষায় ফেল হওয়ায় আমিও হতবাক।'

যদিও ভেজাল মিষ্টি ও দুধ বিক্রির ক্ষেত্রে কোনওরকম আপস করতে রাজি নয় বালুরঘাট ব্যবসায়িক সমিতি। ব্যবসায়িক সমিতির সম্পাদক হরেরাম সাহা বলেন, 'দুধে জল মেশানোর অভিযোগ বহুদিন ধরেই আসছিল। ব্যবসায়ীদের এর আগেও আমরা বিষয়টি নিয়ে সতর্ক করেছি। আমরা প্রশাসনকে পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। সাধারণ মানুষের স্বার্থে ভেজালের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার ক্ষেত্রে আমাদের কঠোর অবস্থান রয়েছে।'

ব-এ বিয়ে, ব-এ ব্যবসা

সাজোসাজো রব

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১ ডিসেম্বর : বিয়ের মরশুমে আয়ের দিশা সাজগোজে। পার্লার থেকে শুরু করে এখন মেকআপ স্টুডিওর পথে হাঁটছে বালুরঘাট। চাহিদার চাপ এত বেশি যে বছরখানেক আগে থেকে বুক করে রাখতে হচ্ছে মেকআপ আর্টিস্টদের। নাহলে তাঁরা কাজের চাপে পরের দিকে আর নতুন বুকিং নিতে পারছেন না। সাজের জন্য স্টুডিওতে ডাকা হচ্ছে কনেকে। কারও কারও মতে, বাড়িতে গিয়ে মেকআপ করতে সময় অপচয় হয়, তাই স্টুডিওতে এসে সাজানোই ভালো। আর সঠিক আলো, সহকারী ও সরঞ্জামের সুবিধা তো আছেই। আর শুধু বিয়ের দিন, বাসি বিয়ে বা বৌভাতের অনুষ্ঠান নয়, তার আগে হলদি, মেহেন্দি বা সংগীতানুষ্ঠানেও ডাক পড়ছে সেই মেকআপ আর্টিস্টদের, নেটিজেনদের কাছে যাঁদের সংক্ষিপ্ত চালু নাম হল মুয়া।

শখের বিষয় আর নেই, মেকআপ আজ যেন বিয়েবাড়ির অবিচ্ছেদ্য অংশ। নববধূদের সাজের খরচ ১০ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। গেস্ট মেকআপ, পার্টি লুকের চাহিদাও কম নয়। এইচডি, আল্ট্রা এইচডি, এয়ার ব্রাশ- নানা প্রযুক্তির মেকআপের দিকে ঝুঁকছে কনে ও তাঁর বান্ধবী, আত্মীয়পরিজনরা। ভারী মেকআপের চেয়ে এখন চাহিদা বেশি স্কিন টোন অনুযায়ী স্বাভাবিক, স্নিগ্ধ লুকের। শ্যামলা রঙিন মেয়েরাও আর ফর্সা হওয়ার দৌড়ে নেই। তবে প্রসাধনীর স্থায়িত্বের জন্য ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট মেকআপের চাহিদা তুঙ্গে।

মেকআপ আর্টিস্ট দেবারতি চৌধুরীর কথায়, 'স্টুডিওতেই কাজের মান ঠিক থাকে। আলো, টিম, সরঞ্জাম সব পাওয়া যায়। বাইরে গেলে সময় যেমন বেশি লাগে, তেমন চাপেও পড়তে হয়।' ফেব্রুয়ারিতে যেমন একটা বিয়ের দিনে ১৬ জায়গায় বুকিং রয়েছে তাঁর। এই অবস্থায় বাইরে মেকআপ করা অসম্ভব। সাফ কথা দেবারতির।

এই চাহিদার জোয়ারে ভর দিয়ে বালুরঘাটের শিল্পীদের কর্মক্ষেত্র শুধু জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই আর। গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর, রায়গঞ্জ পেরিয়ে মালদা, শিলিগুড়ি এমনকি কলকাতাতেও ডাক পড়ছে তাঁদের। তারপরেও অনেক ক্লায়েন্টকেই জানিয়ে দিতে হচ্ছে 'তারিখ নেই'।

মেকআপ আর্টিস্ট পায়েল দে'র কথায়, 'আগে শুধু কনে সাজত। এখন তার সঙ্গে মা, বোন, অন্যান্য আত্মীয়, সবাই মেকআপ করান। তিন-চার ধরনের লুক বুক করেন অনেকে। সেমি ব্রাইডাল, ওয়েডিং ড্রেস লুক খুব জনপ্রিয়।' পায়েলের মতো শিল্পীরা জানালেন, কেবল বিয়ে নয়, আইবুড়োভাত থেকে অন্নপ্রাশন সব অনুষ্ঠানেই এখন মেকআপ দরকার।

আরেক মেকআপ আর্টিস্ট রূপার্জিতা চক্রবর্তী তাঁর কাজের হিসেব দিচ্ছিলেন। বললেন, 'নভেম্বরে ১৬ জনকে সাজিয়েছি। ডিসেম্বরে বর্ধমান আর কলকাতায় যেতে হবে। এক বছর আগেই সবাই বুকিং করেন।' তবে স্টুডিওয় সাজানো প্রসঙ্গে তাঁর আবার ভিন্ন মত। বললেন, 'অনেক বাড়িতে গায়ে হলুদের পর কনেকে বাইরে বেরোতে দেয় না। তাই বাড়িতে গিয়েই সাজাতে হয়। এখন স্নিগ্ধ, হালকা লুকই সব থেকে জনপ্রিয়। কল্কার ভারী ঘনঘটা আর চলে না।'

বালুরঘাটে মেকআপ এখন যেন ইন্ডাস্ট্রি। তা এখন শুধু সৌন্দর্যচর্চা নয়, এক বিশাল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রও বটে। চাহিদা যেমন বাড়ছে, তেমনই আয়ের নতুন দিগন্ত খুলে যাচ্ছে।

বিয়ের মরশুম মানে শুধুই কি বর আর বৌ? অথবা সুন্দর জামাকাপড় পরে বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রণ খেতে যাওয়া? উঁহু, বিয়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেক টাকার লেনদেনও। ঠিক যেমন দুর্গাপুজো থেকে কালীপুজো অবধি সময়টাতে কেন্দ্র করে এরাজ্যে ব্যবসা চাঙ্গা হয়, ঠিক তেমনই বিয়ের মরশুমের অপেক্ষাতে থাকেন বহু ছোট-বড় ব্যবসায়ী। বিয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা তিন ধরনের ব্যবসার তত্ত্বতালাশ করল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ফুলের দামে মূর্ছা যাই

বিবেকানন্দ সরকার

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : ফুল তো নয়, যেন আগুনের গোলা! উষ্ণতা নয়, দামের আঁচে হাত পুড়ে যাচ্ছে ফুলের দোকানে গেলেই। সৌজন্যে বিয়ের মরশুম।

গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, জুঁই, রজনীগন্ধার অগ্নিমূল্যে মাথায় হাত বরপক্ষ, কনেপক্ষ উভয় পক্ষেরই। শেক্সপিয়র বলেছিলেন, নামে কি আসে যায়। গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তা সুন্দর। তবে তিনি তো আর রায়গঞ্জের ফুলের দোকানে আসেননি। এখানে এলে বুঝতে পারতেন গোলাপ কত প্রকার এবং কোন প্রকারের দাম কত। কলকাতা গোলাপের ৩ ফুট লম্বা মালার দাম ৩০০০ টাকা। রংবেরংয়ের ব্যাঙ্গালোর গোলাপের মালার দাম ছুঁয়েছে ৬০০০ টাকা। আর বাঙালির সব সময়ের ফেভারিট রজনীগন্ধার মালা তো রয়েছেই। তা এখন বিকোচ্ছে ১২০০-১৫০০ টাকা জোড়ায়।

ফুল ব্যবসায়ী অনিকেত রায়ের সঙ্গে কথা বলেই দামের চড়াইটা বোঝা গেল। বললেন,

অগ্নিমূল্য

- কলকাতা গোলাপের ৩ ফুট লম্বা মালার দাম ৩০০০ টাকা
- রংবেরংয়ের ব্যাঙ্গালোর গোলাপের মালার দাম ছুঁয়েছে ৬০০০ টাকা
- রজনীগন্ধার মালা এখন বিকোচ্ছে ১২০০-১৫০০ টাকা জোড়ায়

'যে রজনীগন্ধার মালা ৬০০ টাকায় বিক্রি করা হত, সেগুলোর দাম এখন ১০০০ টাকা ছাড়িয়েছে। ব্যাঙ্গালোর গোলাপ প্রতি পিস বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা থেকে ৬০ টাকায়। চন্দ্রমল্লিকা ফুলের দাম দ্বিগুণ। জুঁই ফুলের গজরার দাম ৬০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১৪০-১৫০ টাকা। রজনীগন্ধার স্টিক ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা প্রতি ডজন।'

আসলে বিয়ের মরশুম শুরু হতেই দাম বাড়তে শুরু করেছে ফুলের। এমন চড়া বাজার চলবে সেই ডিসেম্বরের শেষদিক পর্যন্ত। ফুল ব্যবসায়ীরা বলছেন, এবছর বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রচুর ফুল গাছের ক্ষতি হয়েছে। ফলে চাহিদার তুলনায় জোগান কম। আর বাজারের নিয়ম মেনেই দাম ঊর্ধ্বমুখী। সেইসঙ্গে আবার শীত প্রায় পড়েই গিয়েছে। শিশির পড়া শুরু। সেই শিশির জমেও ক্ষতি হচ্ছে ফুল গাছের। আপাতত এই চড়া দামের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার তেমন কোনও আশা নেই বলেই জানাচ্ছেন ফুল ব্যবসায়ীরা।

তবে চড়া দামে যে ব্যবসায়ীদের মুখে চওড়া হাসি, তা কিন্তু নয়। রায়গঞ্জের মোহনবাটী বাজারের ফুল ব্যবসায়ী তপন সাহা বললেন, 'অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির জন্য শুধু সাধারণ মানুষ নয়, সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে আমাদেরও।' কেন তাঁর ব্যাখ্যা, 'মাসছয়েক আগে যাঁরা কাজের বরাত দিয়েছিলেন, সেই সময়কার বাজারদর আর আজকের বাজারদরে বিপুল পার্থক্য। ফলে ক্ষতি স্বীকার করেই আমাদের ব্যবসা করতে হচ্ছে।'

ব্যবসায়ীরাই বলছেন, গত বছরের তুলনায় এবার বিয়ের মরশুমে ফুলের দাম প্রায় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। থাইল্যান্ড অর্কিডের মালা বিক্রি হচ্ছে তিন থেকে চার হাজার টাকায়। বিয়ের মালা শুরু হচ্ছে ১০০০-১২০০ টাকা থেকে। গোলাপের পাপড়ির মালার দাম শুরুই হচ্ছে ১০ হাজার টাকা থেকে।

ভাইয়ের বিয়ের বাজার করতে চূড়ামন থেকে রায়গঞ্জে এসেছিলেন সত্যব্রত দাস। তিনি আবার বলেন, 'ইটাহারে বিয়ের ফুলের দাম আরও বেশি। তার তুলনায় বরং রায়গঞ্জ বাজারে দাম কিছুটা কম। তবে সেটাও মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস ওঠার জন্য যথেষ্ট।'

ঘনিষ্ঠ অবস্থায় গ্রেপ্তার

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : এক প্রেমিক যুগলকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে সোমবার তাদের রায়গঞ্জ আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাদের শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার রাতে রায়গঞ্জ শহরের দেবীনগর এলাকার একটি চায়ের দোকানের পাশে ওই দুজনকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা। তাঁরা রায়গঞ্জ থানায় খবরটি দিলে পুলিশ এসে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়।

গম্ভীরার বোলে এইডস-এর কথা

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

১ ডিসেম্বর : এইডস নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে লোকশিল্পকে হাতিয়ার করে প্রচার চালাচ্ছে মালদা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। সোমবার মালদা মেডিকেলের ট্রমা কেয়ার ভবনে বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন করল মালদা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ও মালদা মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি, সহকারী মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অমিতাভ মণ্ডল সহ অন্য আধিকারিক ও নার্সিং পড়ুয়ারা।

এই অনুষ্ঠানের পর ট্যাবলো সহকারে একটি সচেতনতামূলক মিছিল মেডিকেল চত্বর পরিক্রমা করে। আরও পরে মেডিকেল চত্বরে শিল্পীরা গম্ভীরা গানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতন করেন। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র এইডস নিয়ন্ত্রণ করা নয়, এইডস-মুক্ত ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে যাওয়া।' বর্তমানে মালদা জেলায় প্রায় তিন হাজার একশো এইচআইভি পজিটিভ রোগী রয়েছেন। তার মধ্যে প্রায় ৩০০ জন রোগীর বয়স ১৫ বছরের নীচে। মালদা মেডিকেলের এআরটি সেন্টারে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে এইচআইভি পজিটিভ হওয়ার গতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে তিনি দাবি করেছেন। মেডিকেলে চিকিৎসাধীন এক রোগীর আত্মীয় সঞ্জয় রায় বলেন, 'এদিন মেডিকেল চত্বরে যে সচেতনতামূলক প্রচার হল, তা থেকে এইডস নিয়ে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কী কী করণীয় তা আমরা জানতে পারলাম।'

এইডস সম্পর্কে জেলাবাসীকে সচেতন করতে প্রচারমূলক ট্যাবলোর উদ্বোধন করলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি। সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনিক ভবনে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ দাস। এইডসের ভয়াবহতা, প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে বার্তা দিতে এই ট্যাবলোটি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরবে। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষ্যে জেলাবাসীকে মারণরোগ এইডস সম্পর্কে সজাগ করতেই এই প্রচার অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন অধিকারিকরা।

বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হয়েছে রায়গঞ্জেও। সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স কমিটির উদ্যোগে এদিন বিন্দোলে দিনটি পালন করা হয়। সেখানে একটি সচেতনতামূলক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলার প্রোগ্রাম আধিকারিক নার্গিস পারভিন, রথীন্দ্রকুমার দেব সহ অন্যরা। বিন্দোলের স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে গ্রন্থাগার পর্যন্ত এদিনের র‍্যালি করা হয়।

দোকানে ঢুকে বিস্কুট, চকোলেট খেল চোর

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১ ডিসেম্বর : চুরি করতে এসে খিদে পেয়েছিল চোরের। তাই কাচের বয়েম খুলে বিস্কুট, চকোলেট টপাটপ খেয়ে নেয়। শুকনো খাবার হয়তো গলায় আটকাতেই দোকানে থাকা জলও পান করে। তবে খেয়ে ক্ষান্ত হয় চোর! টাকার সঙ্গে কিছু সামগ্রী বোঁচকা বন্দি করে নিয়েও গিয়েছে। রবিবার রাতে এমনই ঘটনা ঘটেছে বালুরঘাট শহরের নারায়ণপুর বঙ্গবাসী ক্লাব সংলগ্ন এলাকার এক স্টেশনারি দোকানে।

ওই দোকান থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে নামাবঙ্গীর লোকনাথ মন্দিরের দান বাক্স থেকে টাকাও চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রোজকার মতো ওইদিন রাতে রাজু সাহা দোকান বন্ধ করে বাড়ি যান। সোমবার সকালে দোকান খুলতে গিয়ে তিনি দেখেন তালা ভাঙা। একটু এগোতেই দেখেন দোকানের নানা সামগ্রী নেই। তাঁর স্পষ্ট ধারণা হয়, তাঁর দোকানে চুরি হয়েছে। দোকানে থাকা ব্যাগের মধ্যেই চুরির সামগ্রী ভরে নিয়ে গিয়েছে। চকোলেট, দুধের প্যাকেট, তেল, সাবান সহ নানা সামগ্রী নিয়েছে। রাজুর কথায়, 'এক লক্ষ নগদ টাকা সহ দোকানের জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোর। চকোলেট, বিস্কুট খেয়ে সেগুলির প্যাকেট দোকানে ছড়িয়ে গিয়েছে। আমি পুলিশে জানিয়েছি। এই ঘটনায় যে বা যারা জড়িত তাদের কঠোর শাস্তির দাবি করছি।'

কথায় বলে, 'চোরা না শুনে ধর্মের কথা' এই কথাটি আরও একবার প্রমাণিত হল নামাবঙ্গীর লোকনাথ মন্দিরের দান বাক্স চুরির ঘটনায়। সকালে স্থানীয়রা দেখেন মন্দিরের গেট খোলা। দান বাক্সের তালা ভাঙা। ভেতরের প্রণামির বেশিরভাগ টাকা উধাও। দান বাক্সে কেবল কয়েকটি কয়েন পড়ে রয়েছে। এবিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'দুটি চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

ঘটনার পর সেই দোকানে ভিড়। সোমবার বালুরঘাটে।

> এক লক্ষ নগদ টাকা সহ দোকানের জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোর। চকোলেট, বিস্কুট খেয়ে সেগুলির প্যাকেট দোকানে ছড়িয়ে গিয়েছে। আমি পুলিশে জানিয়েছি। এই ঘটনায় যে বা যারা জড়িত তাদের কঠোর শাস্তির দাবি করছি।
>
> **রাজু সাহা**
> *দোকান মালিক*

আমাদের পরিবারে স্বাগত!

মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ

তিন শর্ত
- সহজে সবার সঙ্গে মিশতে পারা
- যা বলতে চাই, গুছিয়ে বলতে পারা
- হার না মানা মানসিকতা

কাজটা কী
- প্রায় সবাই নিজ নিজ পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের প্রচার চান
- তাছাড়া থাকে নানারকম ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি, অফার
- তাদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা, ফেসবুক ও ওয়েবসাইটের সেতু তৈরি

কর্মক্ষেত্র : মালদা

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক

আবেদনপত্র পাঠান jobs.uttarbanga@gmail.com-এই ঠিকানায়, ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

uttarbangasambadofficial

www.uttarbangasambad.com

পৃথিবীর পাঠশালা

লাইব্রেরি? ওটা এখন সেলাই ঘর

আমরা ভাবি লাইব্রেরি মানে শুধু বই আর পিনপতন নীরবতা, তাই না? ফিনল্যান্ড কিন্তু সেই ধারণাটাই বদলে দিয়েছে! তাদের লাইব্রেরি এখন হয়ে উঠেছে 'মাল্টিমিডিয়া-সজ্জিত পাবলিক লিভিং রুম'। হেলসিঙ্কির সেন্ট্রাল লাইব্রেরি 'ওওদি'-তে আপনি শুধু লক্ষাধিক বই-ই পাবেন না, সেখানে দিব্যি সেলাই মেশিন চলছে, থ্রি-ডি প্রিন্টার কাজ করছে, আর কেউ কেউ হয়তো নিজের গান রেকর্ড করছে! সরকারি খরচে, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই পরিষেবা। এর আসল মজাটা হল স্থায়িত্বে : সেলাই মেশিন ধার নিয়ে নতুন জামা না কিনে পুরোনোটা সেলাই করুন, আর বর্জ্য কমান। জ্ঞানের ঘরের এমন ব্যবহারিক দিক দেখে কে বলবে ফিনল্যান্ড পিছিয়ে আছে? এককথায়, 'বই পড়ার সাথে, জীবনটাও গোছাও'!

ডিভোর্স হলেও পোষ্য এখন 'ছেলের মতো'

স্পেনে এখন পোষ্যদের দিন এসেছে! ডিভোর্স বা সম্পত্তি ভাগাভাগির সময় কুকুর-বিড়ালকে আর পুরোনো আসবাবপত্রের মতো গণ্য করা যাবে না। আইন বদলে তাদের 'সংবেদনশীল প্রাণী' এবং পারিবারিক সদস্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হলে বিচারপতিদের এখন ভাবতে হবে : পোষ্যটি কার সঙ্গে সুখে থাকবে, আর তার মানসিক বন্ধন কার সঙ্গে বেশি? এখন চাইলে কেউ তার পোষ্যকে সহজে বিক্রি করতে বা ফেলে দিতে পারবে না। প্রয়োজনে তারা সন্তানের মতো যৌথ হেপাজতেও থাকতে পারবে! স্পেনের এই আইন পোষ্যপ্রেমীদের জন্য সত্যিই এক বিরাট স্বস্তির খবর।

বস, রাতের ঘুম কেড়ো না

পর্তুগালে এখন কর্মীদের মুখে হাসি। কারণ সরকার একটা দারুণ আইন এনেছে— অফিস আওয়ারের পরে বস আর কল-মেসেজ করে জ্বালাতে পারবে না! আইনটা একদম জলের মতো সোজা : জরুরি অবস্থা না হলে, কাজ শেষে কর্মীদের ব্যক্তিগত সময়ে ডিস্টার্ব করা বেআইনি। নভেম্বরে ২০২১-এ পাশ হওয়া এই আইন মানা না হলে কোম্পানিকে মোটা অঙ্কের জরিমানা দিতে হবে। এই আইন আসলে কর্মীদের 'রাইট টু ডিসকানেক্ট' নিশ্চিত করে। ভাবুন তো, রাতবিরেতে বসের ফোন বা ছুটির দিনে ইমেলের টেনশন থেকে মুক্তি! ফ্রান্স, স্পেনের মতো দেশগুলোও একই পথে হাঁটছে। পর্তুগাল দেখাল, আধুনিক যুগে কর্মীদের মানসিক শান্তি বজায় রাখাটা কতটা জরুরি। এবার সত্যি সত্যিই কাজের পরে 'নিজের জীবন' উপভোগ করা যাবে!

মায়ের বেশে পেনশন চোর

ইতালিতে এক লোকের কাণ্ড শুনে হাসি থামাতে পারবেন না! ৫৬ বছরের এক ব্যক্তি তার মৃত মায়ের পেনশনের টাকা তোলার জন্য যা করেছে, তা শুনলে অবাক হতে হয়। ২০২২ সালে মা মারা গেলেও তিনি কাউকে জানাননি। উলটে, মায়ের দেহ ঘরে লুকিয়ে রেখে, নিজে পরচুলা পরে, স্কার্ট পরে, আর মেকআপ সেজে মায়ের বেশে নিয়মিত পেনশন তুলতে যেতেন! এভাবে তিনি প্রায় তিন বছরে লক্ষ লক্ষ ইউরো হাতিয়েছেন। ধরা পড়লেন যখন মায়ের পরিচয়পত্র রিনিউ করতে গেলেন। কর্মকর্তারা দেখেন, এত বয়স্ক মহিলার হাতে আর থুতনিতে কেমন যেন কালো কালো চুল! শেষমেশ সিসিটিভি ফুটেজে বোঝা গেল, ইনি পেনশনভোগী নন, বরং তার ছদ্মবেশী ছেলে। এই 'পেনশন পাওয়ার জন্য মায়ের বেশ' সাজার গল্পটা এখন ইতালির সবচেয়ে মজাদার অপরাধ কাহিনী।

ভরতপুরে গ্রেপ্তার 'মানসিক ভারসাম্যহীন'

মাকে মেরে নির্লিপ্ত ছেলে

পরাগ মজুমদার

কান্দি, ১ ডিসেম্বর : ঘুমন্ত অবস্থায় মাকে খুন করে সটান হাজির দূরসম্পর্কের এক কাকার বাড়িতে। সেখানে গিয়ে সটান স্বীকারোক্তি, 'মাকে মেরে ফেলেছি।' রবিবার রাতে এই ঘটনা ঘটেছে মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার অন্তর্গত ভরতপুর এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম মিনতি গোস্বামী (৫৯)। আর মাকে খুনের অভিযোগে ছেলে রঘুনাথ গোস্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। স্থানীয়রা বলছেন, রঘুনাথ মানসিক ভারসাম্যহীন।

প্রতিদিনের মতো রবিবার রঘুনাথ খাওয়াদাওয়া শেষ করার পর মধ্যরাতে নিজের ঘরে ঘুমোতে চলে যান। আচমকা রঘুনাথ ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর মা মিনতিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করেন। তারপর খুব স্বাভাবিকভাবে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন। একটু দূরেই দূরসম্পর্কের আত্মীয় নয়ন গোস্বামীর বাড়ি। হাঁটতে হাঁটতে সেখানে যান। পাঁচিল টপকে ভিতরে প্রবেশ করেন। রঘুনাথ তাঁর কাকা নয়নকে ডাকাডাকি শুরু করেন। নয়ন ঘুম ভেঙে উঠে দেখেন, রঘুনাথের শরীরে চাপ চাপ রক্ত। এরপর তাঁর কথা শুনে হাড়হিম হয়ে যায় বাড়ির সকলের। রঘুনাথ বলে ওঠেন, 'মাকে মেরে ফেলেছি।' নয়নরা কারণ জানতে চান। প্রশ্নের উত্তরে রঘুনাথ নির্লিপ্তভাবে বলে ওঠেন, 'মন হল, তাই মেরে দিলাম।' এমন স্বীকারোক্তি শুনে রঘুনাথের কাকা নয়ন চিৎকার শুরু করেন। বেগতিক বুঝে সেই সময় দরজা খুলে পালিয়ে যান রঘুনাথ। এরপরই খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। এরপরই ওই তরুণের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে খুনের কারণ জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

এমন ঘটনায় রঘুনাথের প্রতিবেশীরাও হতবাক। স্থানীয়রা বলছেন, 'রঘুনাথ ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ায় খানিকটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। রঘুনাথের মাও অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন।' স্থানীয় বাসিন্দা মাধব ঘোষ বলেন, 'মৃতার ছেলে নানা সময়ে নানা ধরনের ব্যবসা করতেন। সম্প্রতি মদ বিক্রি করতেন। পাড়ায় কারও সঙ্গে সেইভাবে মেলামেশা করতেন না। মা ও ছেলে বাড়ির মধ্যেই বেশি সময় কাটাতেন। ঠিক কী কারণে তিনি মাকে এইভাবে খুন করলেন তা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না।'

অপরাধ কবুল

- রঘুনাথ ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর মা মিনতিকে কুপিয়ে খুন করেন
- তারপর স্বাভাবিকভাবে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন
- একটু দূরেই দূরসম্পর্কের আত্মীয় নয়ন গোস্বামীর বাড়ি
- হাঁটতে হাঁটতে সেখানে যান, পাঁচিল টপকে ভিতরে প্রবেশ করেন
- নয়নের কাছেই খুনের স্বীকারোক্তি করেন

সভায় বক্তব্য রাখছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। সোমবার হেমতাবাদে।

মীনাক্ষীর নিশানায় দুই ফুল

নিউজ ব্যুরো

১ ডিসেম্বর : শূন্যের গেরো কাটাতে তৃণমূল-বিজেপি আঁতাত অস্ত্রে নতুন করে শান দেওয়া শুরু করল সিপিএম। দুর্নীতির অভিযোগ তো রয়েইছে, পরিযায়ী ও বিড়ি শ্রমিকদের দুর্দশাকেও হাতিয়ার করছে ৩৪ বছর রাজ্যের ক্ষমতায় থাকা দল। যা সোমবার নতুন করে স্পষ্ট হয়েছে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যে।

'২৬-এর ভোটে নজর রেখে নতুন লড়াইয়ে নেমেছে সিপিএম। তৃণমূল ও বিজেপির ধাঁচে শুরু করেছে 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা'। যার লক্ষ্য প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রকে স্পর্শ করা। রবিবার ইসলামপুরে ছিল সভা। সোমবার দুপুরে করণদিঘি ব্লকের রসাখোয়ায় পৌঁছায় সিপিএমের এই যাত্রা। ১৮টি দাবিকে সামনে রেখে যাত্রা হলেও, নিশানায় যে তৃণমূল ও বিজেপি, তা স্পষ্ট হয়ে যায় মীনাক্ষীর বক্তব্যে। রসাখোয়ায় যেমন তিনি বামেদের পুনরুদ্ধারের কথা বলেছেন, তেমনই করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পালের স্ত্রীর জাল কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে সরব হয়েছেন। বিধায়কের নাম উল্লেখ না করে তাঁর মদের দোকান খোলা নিয়েও কটাক্ষ করেন সিপিএম নেত্রী। এখানে বিড়ি শ্রমিকদের দুরবস্থার কথা যেমন তুলে ধরেন, তেমনই পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিস্থিতির কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর ভাষণে উঠে আসে বিজেপি-তৃণমূলের আঁতাতের অভিযোগ। এখানে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম জেলা সম্পাদক আনওয়ারুল হক, রাজ্য নেতা পলাশ দাস, এসএফআইয়ের রাজ্য সভাপতি প্রণয় কার্জি।

হেমতাবাদের সভাতেও তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান মীনাক্ষী। তিনি বলেন, 'যুব সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে এই সরকার।' ১০০ দিনের কাজ, পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা, ধানের ধলতা কাটা বন্ধ, নানা দাবিও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর কথায়, 'দুর্নীতিতে বাংলা ভরে গিয়েছে। শিক্ষিত যুব সমাজ ধ্বংস হচ্ছে। অন্যদিকে, বিজেপি বিভেদের রাজনীতি শুরু করেছে ভোট আদায়ের জন্য। তৃণমূল ও বিজেপি একসঙ্গে চলছে। তাই বাংলা বাঁচাতে আমাদের এই যাত্রা।' এদিনই কালিয়াগঞ্জের বাঘন এলাকা থেকে শুরু হওয়া মিছিল শহরের সুকান্ত মোড়ে শেষ হওয়ার পর এখানে ছোট পথসভা করেন মীনাক্ষী। এরপর মিছিল রওনা হয় দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের উদ্দেশে।

> দুর্নীতিতে বাংলা ভরে গিয়েছে। শিক্ষিত যুব সমাজ ধ্বংস হচ্ছে। অন্যদিকে, বিজেপি বিভেদের রাজনীতি শুরু করেছে ভোট আদায়ের জন্য। তৃণমূল ও বিজেপি একসঙ্গে চলছে। তাই বাংলা বাঁচাতে আমাদের এই যাত্রা।
>
> **মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়**
> সিপিএম নেত্রী

বিষপানে মৃত্যু

মালদা, ১ ডিসেম্বর : রবিবার ভোররাতে বিষপানের জেরে অসুস্থ এক ব্যক্তির মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম বুধনি কোরামুদি (৬২)। বাড়ি তোলাভাঙ্গি এলাকায়। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃদ্ধ বেশকিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত শারীরিক অসুস্থতায় মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। সকলের অজান্তেই তিনি বিষপান করেন।

অন্যদিকে, ইংরেজবাজারের আটগামা এলাকায় রবিবার বাড়ি থেকে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম সামিম মোমিন (২৫)। তিনি আবর্জনা কুড়োনোর কাজ করতেন। দুটি দেহই ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মেশিন চুরি

গঙ্গারামপুর, ১ ডিসেম্বর : গঙ্গারামপুর ব্লকের দুর্গাপুর শ্মশানঘাট সংলগ্ন পুনর্ভবা নদীর ঘাট থেকে আরএলআই সেন্টারের ব্যবহৃত একটি জলের মেশিন চুরি যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। কৃষকদের জন্য জল পরিষেবা চালাতে ব্যবহৃত এই মেশিনটি রবিবার রাতে উধাও হয়ে যায় বলে অভিযোগ। আরএলআই সেন্টারের কমিটির সেক্রেটারি বাদলচন্দ্র ঘোষ বলেন, 'সোমবার সকালে নিয়মমতো জল সরবরাহের কাজ শুরু করতে গিয়ে দেখি মেশিনটি নেই। এরপর সেন্টারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর করলেও মেশিনটির কোনও হদিস মেলেনি।' গঙ্গারামপুর থানায় এনিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

আন্দোলন

বৈষ্ণবনগর, ১ ডিসেম্বর : এসটি সার্টিফিকেটের দাবিতে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে চলেছে কিষান জাতি সেবা সমিতি। সেই আন্দোলনের রূপরেখা ঠিক করতে সংগঠনের মালদা জেলা কমিটির উদ্যোগে সোমবার কালিয়াচক-৩ ব্লকের বৈষ্ণবনগর প্রমোদ ভবনে একটি সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন কিষান জাতি সেবা সমিতির মালদা জেলা সম্পাদক আশিস মণ্ডল, জেলা কমিটির চেয়ারম্যান সহদেব মণ্ডল, কালিয়াচক-৩ ব্লক সভাপতি গোপীনাথ মণ্ডল প্রমুখ।

টাকা চুরি

রায়গঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : টাকা চুরির অভিযোগে রায়গঞ্জের সোহারই মোড়ের একটি গাড়ির শোরুমের ম্যানেজারকে সোমবার গ্রেপ্তার করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃত সুমিত চক্রবর্তী কুশমণ্ডি থানার উত্তরপাড়া সংলগ্ন মঙ্গলপুরের বাসিন্দা। এদিন তাঁকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক তাঁর ২ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। দু'দিন আগে সুমিত শোরুম থেকে নগদ ৪০ হাজার টাকা চুরি করে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ। সিসিটিভি ফুটেজ সহ রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ করেছিলেন ওই শোরুমের মালিক।

হাসিখুশি।। সাতসকালে মায়ের সঙ্গে স্কুলের পথে। সোমবার বালুরঘাটে।

মান্দারিনকে জিআই তকমা

প্রথম পাতার পর

জিটিএ'র পর্যটন এবং উদ্যানপালন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর সোনম ভুটিয়ার কথায়, 'মান্দারিনের উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে। সিঙ্কোনা প্রকল্পের অধিকর্তা এ বিষয়ে ভালো বলতে পারবেন।' অথচ সেই সিঙ্কোনা প্রকল্পের ডিরেক্টর স্যামুয়েল রাইয়ের গলায় শঙ্কার সুর, 'পাহাড়ে কমলা চাষের জায়গা ক্রমশ কমছে। যদি এর পরেও রাজ্য এবং জিটিএ যৌথভাবে উৎপাদন ও চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগ না নেয়, তবে পাহাড়ের কমলার ভবিষ্যৎ পুরোপুরি অন্ধকারে।'

সিঙ্কোনা প্রকল্পের একটি সূত্র বলছে, দার্জিলিং পাহাড়ে ২০০৭-'০৮ অর্থবর্ষে মান্দারিন কমলা চাষের এলাকা ছিল ১৯৭২ হেক্টর। ২০১৬ সালে সেই পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ১১০০ হেক্টর। এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে। ২০২৩ সালে ৮০০ হেক্টরের পর ২০২৪-'২৫ সালে এসে খাতায়-কলমে কিছুটা বেশি দেখানো হলেও পাহাড়ে এখন আনুমানিক ৭৬০ হেক্টরের মতো জমিতে কমলার গাছ রয়েছে। আবহাওয়ায় ব্যাপক পরিবর্তনের জেরে পাহাড়ের নীচু এলাকায় উৎপাদন কমছে। বৃদ্ধি পেয়েছে রোগপোকার আক্রমণ।

বেশিরভাগ গাছই ২০ থেকে ২২ বছরের পুরোনো। সাইট্রাস ট্রিস্টেজা ভাইরাস (এসটিভি) সহ বিভিন্ন রোগপোকার আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গাছ ও ফল, দুই-ই। মোকাবিলার পথ খুঁজতে কৃষকদের অসহায় অবস্থা। একাংশ ইতিমধ্যে রণে ভঙ্গ দিয়ে অন্য চাষে মন দিয়েছেন। অনেকে ঝক্কি না পোহাতে পেরে লেবুর গাছই উপড়ে ফেলেছেন।

রংলি রংলিয়ট ব্লকের মংপুদাড়ার কমলাচাষি চমনসিং প্রধান। একসময় তিন-চার বিঘা জমিতে তাঁর কমলার বাগান ছিল। এখন সাকুল্যে ৮০-৯০টি গাছ রয়েছে। প্রতিবছর রোগপোকার আক্রমণে ফল নষ্ট হয়। সিঙ্কোনা প্রকল্পের ডিরেক্টর একটি ওষুধ দিয়েছিলেন, সেটা স্প্রে করে কিছু ফল বাঁচিয়েছেন। সিটং-১ ব্লকের চাষি প্রভাত রাই বলছিলেন, 'সরকারি সহযোগিতা আর পরামর্শ পেলে আমাদের ঐতিহ্য এভাবে বিপদের মুখে পড়ত না।'

অভিযোগ, জিটিএ ও রাজ্য-উভয়েই চরম উদাসীন। সরকারি কোনও দপ্তর থেকে কৃষকদের কমলা চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয়নি কিংবা ভালো উৎপাদন ও রোগ মোকাবিলায় জরুরি পরামর্শ দেয়নি। এছাড়া, 'দার্জিলিংয়ের কমলালেবু' নামে ভিনরাজ্যের লেবু যেভাবে পথেঘাটে বিকোচ্ছে, তা পর্যটকদের মনে পাহাড়ি সম্পদটি সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব তৈরি করছে।

মান্দারিনের স্বত্বাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে দার্জিলিং অর্গানিক ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন (ডিওএফপিও)। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জিআই ট্যাগের জন্য আবেদন জানিয়েছিল। এই প্রচেষ্টার মূলে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) ডঃ তুলসী শরণ ঘিমিরে। ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রচুর তথ্য আদানপ্রদান, ফলের নমুনা জমা দেওয়া এবং শুনানিতে অংশগ্রহণ সহ একাধিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর জিআই তকমা এসেছে ঝুলিতে।

প্রশ্ন উঠছে, জিআই ট্যাগ তো এল, কিন্তু পাহাড়ে কার্যত অবলুপ্তির পথে হাঁটা মান্দারিনকে কীভাবে পুনরুজ্জীবিত করা হবে? সিঙ্কোনা প্রকল্পের অধিকর্তার দাবি, 'পরীক্ষামূলকভাবে আমাদের প্রকল্প এলাকায় লেবুর নতুন প্রজাতির সামান্য পরিমাণে চাষ করা হয়েছে। সেখানকার ফলনে ঢের দেরি।' তাঁর ব্যাখ্যায়, 'দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ে কমলা চাষের এলাকা কমছে। এর মূল কারণ, বহু বছরের পুরোনো গাছ ও তাতে রোগপোকা, ভাইরাসের আক্রমণ। মান্দারিনের গৌরব ফেরাতে রাজ্য ও জিটিএ-কে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মেনে কাজ করতে হবে। অন্যথায় চার-পাঁচ বছর পর এর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না হয়তো।'

এই অবহেলাই দার্জিলিংয়ের অপর হেরিটেজ টয়ট্রেনকে তিলে তিলে শেষ করছে। সবুজ বাগিচার আকাশও দখল নিচ্ছে কালো মেঘ। কবে ঘুম ভাঙবে প্রশাসনের? উত্তর খোঁজে পাহাড়।

ঠেকের প্রতিবাদ

প্রথম পাতার পর

মদ ব্যবসায়ীরা প্রতিবাদীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। ফের নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছে।'

গত নভেম্বরে তুড়িপাড়ার বাসিন্দা ২২ বছরের তরুণ রাহুল সিংয়ের মৃত্যুর পর অবৈধ চোলাইয়ের কারবারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠেন এলাকাবাসী। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকায় একাধিক চোলাইয়ের ঠেক চলছে। চোলাই সহজলভ্য হওয়ায় পাড়ার পুরুষেরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। বাদ যাচ্ছে না নাবালকরাও। স্থানীয়রা বলছেন, গরিব পরিবারগুলির উপার্জনক্ষম পুরুষেরা নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ায় চূড়ান্ত অর্থকষ্ট শুরু হয়েছে পরিবারগুলিতে। শুধু তাই নয়, নিয়মিত মদ্যপান করে অসুখ বাধিয়ে এক বছরে ৮ থেকে ১০ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তাই রাহুলের মৃত্যুর পর বাসিন্দারা সরব হতেই পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের উদ্যোগে ভেঙে ফেলা হয় চোলাই ঠেকগুলি। ইদানীং ফের চোলাইয়ের ঠেক চালানো চক্রটি সক্রিয় হয়েছিল। ফের ঠেক বসছিল। রবিবার এলাকার কয়েকশো মহিলা ওই মদ বিক্রেতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মদ বিক্রি বন্ধের আবেদন জানাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু মদ বিক্রেতাদের পালটা বচসায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। দিনভর নানা উত্তেজনা থাকলেও রাতে প্রতিবাদী মহিলাদের পেয়ে মদ ব্যবসায়ীরা তাদের পেটায় বলে অভিযোগ। রাতেই খবর পেয়ে এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে বালুরঘাট থানার পুলিশ। কিন্তু এদিন সকালে পুলিশ ওই এলাকা ঘুরে চলে যেতেই ফের এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। মদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী চাঁদনী সিং বলেন, 'পুলিশ ও আবগারি দপ্তর অভিযান চালিয়ে মদের ঠেকগুলি বন্ধ করেছিল। কিন্তু প্রশাসন চলে যেতেই, ফের মদ বিক্রি শুরু হয়েছে পাড়ায়। এলাকার সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য আমরা পাড়ার মহিলারা মদ বিক্রি বন্ধ করার আবেদন করি। কিন্তু রাতে ওরা আমাদের উপর হামলা চালায়।'

স্কুলে উত্তেজনা

পতিরাম, ১ ডিসেম্বর : সোমবার পাগলিগঞ্জের আটইর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংঘের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সরকারি জামা বিতরণকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। স্কুল কর্তৃপক্ষ জামার মান ও নকশা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করায় সংঘের সদস্যদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা হয়। পরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এসে দুই পক্ষকে আলোচনায় বসায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

অল্প বয়সে মারণ

প্রথম পাতার পর

অল্পবয়সিদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ বাড়ছে কেন? গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালের কাউন্সেলার রাজীবকুমার দাস মন্তব্য করেন, 'এইডস আক্রান্ত গর্ভবতী মায়েদের থেকে শিশুদের মধ্যে সেই মারণ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। তবে সরকারি প্রচারের জন্য মানুষ আজকাল অনেক সচেতন হয়েছেন। কন্ডোম ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে।'

এদিকে সরকারি দপ্তরের একটি সূত্র জানাচ্ছে, মূলত চারভাবে এইডস ছড়িয়ে পড়ছে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে নিষিদ্ধপল্লিতে যাতায়াত, তেমনই রয়েছে ট্রাকচালক, পরিযায়ী শ্রমিক এবং ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা করার অভ্যাস। সোমবার মালদা শহরের রেডলাইট এরিয়া হংসগিরি লেনেও সচেতনতা দিবস পালন করা হয় দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি মালদা শাখার তরফে। সংগঠনের কাউন্সেলার আম্বারি খাতুনের দাবি, 'মালদার যৌনকর্মীদের পল্লিতে এখন আর কোনও এইডস আক্রান্ত যৌনকর্মী নেই। নতুন কর্মী কেউ এলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা এইচআইভি পরীক্ষা করে নিচ্ছি।'

কৃষ্ণর সাফাই

প্রথম পাতার পর

গেলে আবর্জনা জমে থাকার দৃশ্য চোখে পড়ে এবং সাধারণ মানুষ সাফাই নিয়ে অভিযোগ জানায়। তাই রাতেই সাফাইকর্মীদের কাজে নামানো হয়।' তিনি আরও বলেন, 'ওয়ার্ডে ৮ জন সাফাইকর্মী ও ৫ জন সুপারভাইজার রয়েছেন। সেখানে ১২ জন সাফাইকর্মী ও ১ জন সুপারভাইজার রাখার জন্য পুরসভার প্রশাসককে জানাব।' বিধায়কের অভিযোগ, টাকার অপচয় হচ্ছে, কিন্তু কাজ হচ্ছে না।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, রবিবার সাফাইকর্মীদের ছুটি থাকায় শহরে সেভাবে সাফাইয়ের কাজ হয়নি। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় শুধুমাত্র সাফাই হয়েছে ওইদিন। ফলে শহরের অধিকাংশ জায়গায় আবর্জনা জমে ছিল। আর সেই সুযোগে বিধায়ক এভাবে রাতেরবেলায় সাফাইকর্মীদের নিয়ে ৪ নম্বর ওয়ার্ডে সাফাইয়ের কাজে নামায় খুব একটা খুশি নন সন্দীপ। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'তাঁর ওই কাজে আমার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হল কি হল না সেটা বিষয় না। একটিমাত্র ওয়ার্ডের আবর্জনা দেখলে আমার হয় না। ২৭টি ওয়ার্ডের যাবতীয় পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা আমার দায়িত্ব। অন্ধকার দূর করে আলোয় ঝলমলে করা হয়েছে শহর। সেজন্য রাতেরবেলায় সাফাই করতে পারলেন।' পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, সেদিন বিধায়ক ওয়ার্ডের এক জায়গার আবর্জনা তুলে নিয়ে ওয়ার্ডের আরেক জায়গায় ফেলেছেন। ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হয়নি। যাঁর জায়গায় ফেলা হয়েছে তিনি নাকি সোমবার অভিযোগও জানিয়েছেন।

পুর প্রশাসক বলছেন, শহর পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ একদিন করলে হয় না। সারাবছর সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে হয়। এদিকে, পুরসভার কাজ বিধায়ক কেন করবেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে বিধায়ক বলেন, 'একটা সমাজে আমাদের সকলের কিছু না কিছু দায়িত্ব আছে। কোন ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে না, সেটা না দেখে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেই পারি।'

এই সাফাই নিয়ে প্রশাসক তো আবার অন্যরকম কটাক্ষ করেছেন বিধায়ককে। সন্দীপের কথায়, 'রায়গঞ্জের নবনির্মিত বাসস্ট্যান্ডে জলাভূমি ছাই দিয়ে ভরাটের অভিযোগ উঠতেই দৃষ্টি ঘোরাতে বিধায়ক সাফাইয়ে নেমেছেন বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন।' আর এইসব ডামাডোলের মাঝে সোমবার রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনার স্তূপ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে।

এসআইআর কি

প্রথম পাতার পর

এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাঁরা এসআইআর-এর তদারকি করবেন।

কিন্তু তাঁদের সেসব প্ল্যান ভেস্তে দিতে যেন হইহই করে আসরে নেমে পড়েছে শাসকদল তৃণমূল। এসআইআর-এর বিরোধিতা আর এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু-আত্মহত্যার অভিযোগকে সামনে রেখে এক ঢিলে বেশ কয়েকটা পাখি মেরেছেন তৃণমূল নেত্রী। প্রথমত এসআইআর-এর বিরোধিতাকে হাতিয়ার করে গোটা দলকে ভোটের আগে পথে নামানো গিয়েছে। শুধু এখানে নয়, লড়াই দিল্লিতেও নিয়ে গিয়েছে তৃণমূল।

এমন এক ইস্যু, যাতে বাকি বিরোধী দলগুলি মমতার সুরে সুর মেলাতে বাধ্য হয়েছে। দ্বিতীয়ত, হাতের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া মতুয়া, রাজবংশী ভোট ফেরানোর একটা সুযোগ এসেছে। সেজন্য চেষ্টায় ফাঁকফোকর রাখছে না তৃণমূল। তৃতীয়ত এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, এসআইআর নিয়ে এই তুমুল হট্টগোলে বেমালুম চাপা পড়ে গিয়েছে এই আমলে যাবতীয় দুর্নীতির অভিযোগ।

এই আমলের ছোট-বড় নানা মাপের কেলেঙ্কারি নিয়ে কেউ আর কিছু বলছেন না। সাধারণ মানুষ ভোটার লিস্টে তাঁদের নাম আছে না কাটা পড়েছে, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বাপবাপান্ত করতে করতে হন্যে হয়ে এখানে ওখানে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। পনেরো বছরের স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা কোথাও তেমন একটা কলকে পাচ্ছে না।

বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বাংলা বলার 'অপরাধে' এরাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর বিজেপি শাসিত রাজ্যে মারধরের ঘটনা। বাঙালি মনীষীদের ধারাবাহিক অপমান পদ্ম শিবিরকে দূরে ঠেলেছে আরও। তাই প্রশ্ন উঠছে, এসআইআর বিজেপির বুমেরাং হল না তো? তাছাড়া এরাজ্যে বিজেপির ছন্নছাড়া চেহারাটা এখনও মেরামত করা যায়নি।

দলে যে অন্য দলের দলছুটরা ছড়ি ঘোরাচ্ছেন, সেকথা আরএসএসের বাংলা, ইংরেজি মুখপত্রে ফলাও করে লেখা হচ্ছে। দলের নতুন রাজ্য সভাপতি এতদিনেও রাজ্য কমিটি পুরো তৈরি করতে পারলেন না। সবমিলিয়ে ভোটের মাস তিনেক আগে তাদের খুব একটা গোছানো বলে মনে হচ্ছে না। তার উপর দিল্লি থেকে দলে দলে অবাঙালি নেতাদের এখানে পাঠানো নিয়ে বঙ্গীয় পদ্ম শিবিরে অসন্তোষ চাপা থাকছে না। মুখ খুলতে শুরু করেছেন কেউ কেউ।

যদিও তাতে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে দিল্লির পাঠানো রথী-মহারথীরা প্লেন বোঝাই করে এখানে এসে রুদ্ধদ্বার মিটিংয়ের পর মিটিং শুরু করে দিয়েছেন। তাতে নানা উপদলে ঘেঁটে যাওয়া বঙ্গ বিজেপির চেহারা কতটা ঝকঝকে হল, বোঝা মুশকিল। এখন দলের লোকজনকে চাঙ্গা করতে দিল্লি থেকে মোটিভেশন বক্তা আমদানি করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। তাঁরা ভোকাল টনিক দিয়ে কর্মীদের গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠার পথ বাতলে দেবেন। বঙ্গবিজয় করতে কোনও পথ বাকি রাখছে না পদ্ম শিবির।

বরমালার স্টেজে উঠেছে ছাঁদনাতলার

প্রথম পাতার পর

তারপর মালাবদল। সেই পর্ব দম্পতিকে জীবনভর একসঙ্গে চলার স্বপ্ন দেখায়। আর চোখে চোখ রেখে দুজনে দুজনার হয়ে যাওয়ার এই পর্ব 'বরমালা সেরিমনি'র অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। স্টেজে দাঁড়িয়ে বর-বৌ একে অন্যের গলায় মালা দেয়, আশপাশে ফোয়ারার মতো তুবড়ি ফোটে, ড্রাই আইস দিয়ে 'মোমেন্টস' তৈরি করা হয়। গানের তালে ফোটোগ্রাফাররা পোজ ঠিক করে দেন।

নতুন প্রজন্ম এসবে বুঁদ। মাসকয়েক আগে বিয়ের পিঁড়িতে বসা প্রিয়স্মিতা সরস্বতী খোলাখুলি বললেন, 'ছাঁদনাতলা তো সুন্দর, কিন্তু ফোটোতে তেমন জাঁকজমক আসে না। স্টেজে মালাবাদল করলে গোটা ব্যাপারটায় সিনেমার মতো একটা ফিলিংস আসে।' ঘুরেফিরে তাঁরও দাবি, 'সবাই করছে। আমি না করলে পিছিয়ে পড়ব যে।' রিজু সাহার বক্তব্য, 'বিয়েটা জীবনের অন্যতম বড় পর্ব। এটি তো একটু অন্যভাবে করার ইচ্ছে হবেই।' সায় দিয়ে ইভেন্ট অর্গানাইজার মায়াঙ্ক সরকার বললেন, 'উঠোন থেকে গায়ে হলুদ পর্ব এখন আউটডোরে চলে গিয়েছে। হলুদ রঙের ব্যাকড্রপ, ক্যানোপি, ফ্লোরাল শাওয়ার, ড্রাম ট্রুপ, এসবই সবাই চাইছেন। তাঁদের সেই চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিতে আমরাও সেভাবেই জোগান দিচ্ছি।'

অর্থনীতির জোগান পর্বের অঙ্গ হিসেবে বাঙালি বিয়েতে আজকাল লাইন দিয়ে বড় ব্যাংকোয়েট, লন, থিম ডেকোরেটেড সেট, ইনট্রো মিউজিক, কোল্ড ফায়ারওয়ার্কস, স্টেজ ক্রাফট, ড্রোন শটের মতো অনেককিছুই হাজির। যাতে শিলিগুড়ির দক্ষিণ ভারতনগরের বাসিন্দা পেশায় ব্যাংক অফিসার দেবস্মিতা দে-ও মজেছেন। ইভেন্ট ম্যানেজার অরিজিৎ রায় বললেন, 'বিয়েতে বাঙালিয়ানা পিছিয়ে পড়ছে বলে অনেকে দাবি করলেও তা হয়তো সমস্ত ক্ষেত্রে ঠিক নয়। বাঙালিয়ানাকেই থিম রেখে আমরা বিয়ের অনুষ্ঠান করতে চাই। কিন্তু অনেকে নতুন নতুন কিছু দাবি করায়, গোটা বিষয়টা শেষপর্যন্ত হয়তো বৃহত্তর কিছুতে গিয়ে ঠেকে।'

তবে উলটোপথে কি কেউ নেই? আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা দীপক ভৌমিকের ছেলের বিয়ে সামনেই। হালের বিয়ে দেখেছেন, কিন্তু তাতে সেভাবে মজেননি, 'বিয়েতে বাঙালিয়ানা আমাদের গর্বের বিষয়। সেটা যাতে না হারিয়ে যায় তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।' মধ্যবয়সি প্রজন্মের প্রতিনিধি রিতা দাসের মতো অনেকেরই একই দাবি। উত্তরের বিশিষ্ট সাহিত্যিক সেবন্তী ঘোষ বললেন, 'আমরা অবাঙালিদের বিয়ের রীতিকে আপন করে নিচ্ছি। ওরা কিন্তু করছে না। সহজসরল এই বিষয়টি আমাদের মাথায় রাখা উচিত।'

বুধবার রায়পুরে হতে পারে বিশেষ বৈঠক

রোকো বনাম গুরু গম্ভীর ‘যুদ্ধ’ নিয়ে বাড়ছে উত্তাপ

রায়পুর, ১ ডিসেম্বর : লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। গোলাগুলিও চলছে। সঙ্গে বাড়ছে উত্তাপ!

আপাতত স্কোরলাইন বিবেচনা করলে বলা যেতেই পারে, ‘রোকো’-১। গুরু গম্ভীর-০।

আরও স্পষ্ট করে বললে, ‘রোকো’ জুটিই এখন গুরু গম্ভীরের ত্রাতা, ভরসা, বিপত্তারিণীও। ২০২৪ সালে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়া। দিন কয়েক আগে ঘরের মাঠে ফের টেস্ট সিরিজে চুনকাম হওয়ার লজ্জা। এবার প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। লাল বলের ক্রিকেটে ঘরের মাঠে ধারাবাহিকভাবে মুখ পোড়ার পর কোচ গৌতম গম্ভীর প্রবল চাপে। যদিও তাঁর চাকরি হারানোর সম্ভাবনা আপাতত নেই। কারণ, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষকর্তাদের ‘আশীর্বাদ’ রয়েছে গম্ভীরের মাথায়।

সেই আশীর্বাদ থাকলেও গুরু গম্ভীরের ‘ডানা ছাঁটা’ ভারতীয় ক্রিকেটে শুরু হয়ে গিয়েছে। আর এই ডানা ছাঁটার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হতে চলেছে বুধবার রায়পুরে। সেদিন ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচের আগে কোচ গম্ভীর ও জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের সঙ্গে বিসিসিআইয়ের শীর্ষকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে চলেছে বলে খবর। বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে আসন্ন এই বৈঠক নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের খবর, ‘রোকো’ জুটির সঙ্গে গুরু গম্ভীরের তৈরি হওয়া দূরত্ব মেটানোর পাশে কোচ হিসেবে তাঁর অতি আগ্রাসী মনোভাব বদলের বিষয় নিয়েই রায়পুরে হতে চলেছে সাম্প্রতিককালের ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। বোর্ডের এক শীর্ষকর্তার কথায়, ‘রোকোর সঙ্গে গম্ভীরের সম্পর্কের রসায়ন থেকে শুরু করে ভারতীয় কোচের অতি আগ্রাসী মনোভাব ও মন্তব্যে রাশ টানার সময় এসেছে।’

দ্বিতীয় ওডিআইয়ের জন্য রায়পুর রওনা হওয়ার আগে গৌতম গম্ভীর।

আড়াই মাস পরে টি২০ বিশ্বকাপ। ২০২৭ সালের নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে রয়েছে একদিনের বিশ্বকাপের আসর। এমন অবস্থায় বিসিসিআই মনে করছে, গম্ভীরকে দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। সঙ্গে ‘রোকো’ জুটিকেও তাঁদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া প্রয়োজন।

রাঁচিতে গতকালের একদিনের ম্যাচে রোহিত শর্মা শতরান না পেলেও দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন। বিরাট কোহলি শতরান করেছেন। তাঁর শতরানের উচ্ছ্বাসের মধ্যে লুকিয়ে ছিল নীরব বার্তাও। সেই বার্তা যে কোচ গম্ভীরের উদ্দেশ্যে, বোঝার জন্য ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন হয় না। পরে ভারতীয় দলের সাজঘরের নানান ছবিতে দেখা গিয়েছে, কোচ গম্ভীরের দিকে ঘুরেও তাকাননি কিং কোহলি। সাজঘরে দলের সাফল্যের উৎসবের সময় ‘রোকো’-রা ছিলেন না। বিরাটের শতরানের পর সাজঘরের বারান্দায় হিটম্যানের আবেগ

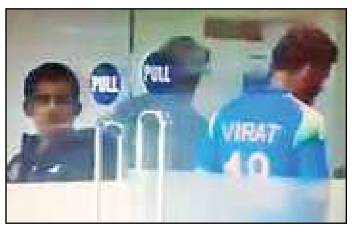

রাঁচিতে ম্যাচ শেষে গৌতম গম্ভীরকে এড়িয়ে সাজঘরে ঢুকে যান বিরাট কোহলি। এই ছবি জল্পনা বাড়িয়েছে।

দেখলে একটাই কথা মনে হবে, ইয়ে দোস্তি হাম নেহি তোড়েঙ্গে। তাহলে কি ‘রোকো’ বনাম গম্ভীর, টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে এমন মেরুকরণ হয়ে গিয়েছে?

স্পর্শকাতর এমন প্রশ্নের জবাব জানে না দুনিয়া। গম্ভীরকে শেষ পর্যন্ত থামানো যাবে কিনা, তাও স্পষ্ট নয়। কিন্তু তার আগে ‘রোকো’ বনাম গুরু গম্ভীরের অদৃশ্য যুদ্ধ কোন পথে যায়, সেটাই এখন দেখার। লড়াইটা কিন্তু চলবে বলেই মনে করছে দুনিয়া।

এদিকে, সোমবার বিকালের দিকে একই বিমানে রাঁচি থেকে রায়পুর পৌঁছে গিয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআইয়ে চেনা ছন্দে পাওয়া গেল বিরাট কোহলিকে।

সেরা ওডিআই ব্যাটার, বিরাট-বন্দনায় সানি

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : টি২০-র জমানা।

ক্রিজে নামো আর চালাও। গত টেস্ট সিরিজে যে স্ট্র্যাটেজিতে ডুবেছে ভারতীয় ব্যাটিং। নতুন প্রজন্মের সঙ্গে ঠিক এখানেই ব্যবধান বিরাট কোহলির। ক্রিজে নেমেই ঝুঁকির শট, বিগহিটের রাস্তায় হাঁটার বদলে ধীরেসুস্থে ইনিংস গড়া। সোজা ব্যাটে যথাসম্ভব ‘ভি’-এর শট খেলার মানসিকতা বাকিদের থেকে আলাদা করেছে বিরাটকে। বক্তা সুনীল গাভাসকার।

উত্তেজক ম্যাচ। রুদ্ধশ্বাস পরিণতি। সবকিছু ছাপিয়ে বিরাট ক্লাসিক। গাভাসকারের মতে, ‘ক্রিজে নেমেই চালানোর পথে হাঁটে না ও। বিরাট জানে, এটা ওর শক্তি নয়। ওর শক্তি কভারের মধ্যে দিয়ে শট খেলা, স্ট্রেট ড্রাইভ কিংবা ফ্লিক। মাঝেমধ্যে বটম হ্যান্ড ফ্লিকে মিড উইকেটের ওপর দিয়ে ছক্কা। বেশিরভাগ শটই ‘ভি’-এর মধ্যে। ব্যাটিংয়ের সবচেয়ে নিরাপদ স্ট্র্যাটেজি। বিশেষত যে পিচে বল নীচু হয়, মুভ করে। সবমিলিয়ে আমার দেখা ওডিআই ক্রিকেটের সেরা ব্যাটার।’

বিরাটের লম্বা ইনিংস মানে ‘রানিং বিটুইন দ্য উইকেট’-এর দুরন্ত প্রদর্শনী। সাঁইত্রিশে পা রেখেও যে দৌড়ের গতি এতটুকু কমেনি। গাভাসকারের কথায় যে কোনও ফরম্যাটে ‘সিঙ্গলস’ ইনিংস তৈরির অন্যতম শর্ত। বিরাটের ব্যাটিংয়ে যা ভীষণভাবে রয়েছে। গাভাসকার আরও বলেছেন, ‘দর্শকরা চায় দ্রুতগতিতে রান উঠুক। বিগহিটের ফুলঝুরি। কিন্তু বিরাটের নিজস্ব একটা গতি রয়েছে। দলের স্বার্থে কোনটা সঠিক জানে। তারই প্রতিফলন ঘটে ওর ইনিংসে।’

বিরাট-দাপট ব্যবধান গড়ে দিলেও দক্ষিণ আফ্রিকা শেষপর্যন্ত যেভাবে লড়াই করেছে, তা নিয়ে

> ৩৭-৩৮ বছর বয়সিদের সঙ্গে কথা বলবেন, ওরা বলবে বাড়ি, তাদের পোষ্য, বাচ্চাদের ছেড়ে থাকতে ভালোবাসে না। বিরাট সেখানে দেশের হয়ে খেলার জন্য সব সময় মুখিয়ে। ওর উইকেটের মাঝে দৌড়, ফিল্ডিং, ডাইভ দেওয়া-প্রতি পদে সেই খিদেটা দেখা যায়।
>
> **ডেল স্টেইন**

গৌতম গম্ভীরদের সতর্ক করছেন সানি। তাঁর মতে, ৩৫০ রান তাড়া করে শেষ ওভার পর্যন্ত যেভাবে লড়াই করেছেন মার্কো জানসেনরা, প্রশংসার দাবি রাখে। ১১/৩ থেকে প্রতিপক্ষের মরিয়া প্রত্যাবর্তনকে গুরুত্ব না দিলে সিরিজের বাকি দুই ম্যাচে ভারত কিন্তু সমস্যায় পড়বে।

ডেল স্টেইনও মুগ্ধ বিরাটের সাফল্যের খিদে দেখে। বলেছেন, ‘৩৭-৩৮ বছর বয়সিদের সঙ্গে কথা বলবেন, ওরা বলবে বাড়ি, তাদের পোষ্য, বাচ্চাদের ছেড়ে থাকতে ভালোবাসে না। বিরাট সেখানে দেশের হয়ে খেলার জন্য সব সময় মুখিয়ে। ওর উইকেটের মাঝে দৌড়, ফিল্ডিং, ডাইভ দেওয়া-প্রতি পদে সেই খিদেটা দেখা যায়। মানসিকভাবে তরতাজা থাকে সবসময়। ওর ইউএসপি মানসিক শক্তি ও ফিটনেস। দুই-তিনদিন প্র্যাকটিসের বাইরে থাকলেও তার প্রভাব পড়ে না।’

এদিকে, ‘গ্রোভেল’ বিতর্কে শুকরি কনরাডকে একহাত নিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার হেডকোচের ‘ভারতকে পায়ের নীচে রাখতে চাই’ মন্তব্য নিয়ে গাভাসকার বলেছেন, ‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রত্যাবর্তনে (১৯৯১-’৯২) ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সহযোগিতার কথা মনে রাখা উচিত। প্রত্যাবর্তনে ওরা প্রথম ম্যাচ খেলেছিল ভারতের মাটিতেই। বর্তমানের দিকে তাকালে দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগে ছয়ের মধ্যে পাঁচটি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা ভারতীয়দের হাতে। শুধুমাত্র সেদেশের আন্তর্জাতিক তারকারা নয়, এতে উপকৃত আগামী প্রজন্ম, ঘরোয়া ক্রিকেটাররাও। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটীয় সম্পর্ক বরাবরই ইতিবাচক। আশা করব, পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে নিজের ভুলটা শুধরে নেবেন।’

বিরাটকে থামানো অসম্ভব ছিল : জানসেন

রাঁচি, ১ ডিসেম্বর : ছোট থেকেই ভক্ত। নেট বোলারের ভূমিকায় প্রিয় তারকাকে বলও করেছেন। এখন প্রতিপক্ষ। যদিও বিরাট কোহলিকে নিয়ে মুগ্ধতা এতটুকু কমেনি মার্কো জানসেনের। রাঁচির মহাকাব্যিক ইনিংসের পর সেই মুগ্ধতা ঝরে পড়ল দীর্ঘকায় প্রোটিয়া স্পিডস্টারের কথায়। স্মৃতি রোমন্থনে পিছিয়ে গেলেন ২০১৭-১৮-তে। যখন সফরকারী ভারতীয় দলের নেটে বিরাটের বিরুদ্ধে বল করেছিলেন।

উত্তেজক রাঁচি ম্যাচ শেষে জানসেন বলেন, ‘ওর খেলা দেখা উপভোগ করতাম। টিভিতে ওকে দেখে বড় হয়েছি। এখন ম্যাচে বল করছি। প্রতিপক্ষ। তবে একই সঙ্গে যে লড়াই আমি উপভোগও করি।’ প্রোটিয়া স্পিডস্টারের মতে, নিখুঁত ইনিংস। গোটা ইনিংসজুড়ে দারুণ সব ড্রাইভ করেছেন বিরাট। চোখধাঁধানো পুল, কাট। প্রথমবার নেটবোলার হিসেবে যখন দেখেছিলেন তার থেকে এখন খুব বেশি পরিবর্তন ঘটেনি। এখনও বিরাটের মধ্যে সেই লম্বা ইনিংস

নেট বোলার থেকে প্রতিপক্ষ

খেলার খিদে ভীষণভাবে রয়েছে।

মহেন্দ্র সিং ধোনির পাড়ার মাঠে যে বিরাট ক্লাসিক থামানো কার্যত অসম্ভব ছিল মেনে নিচ্ছেন। জানসেনের কথায়, বিরাটের মতো বিশ্বমানের ব্যাটারদের আউট করা সবসময় কঠিন। সবসময় লক্ষ্য থাকে, প্রথম ১০-১৫ বলের মধ্যে আউট করার। কারণ, একবার ক্রিজে থিতু হয়ে গেলে বোলারদের জন্য চ্যালেঞ্জ আরও কঠিন হয়ে যায়। তখন থামানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে।

চলতি ভারত সফরে জানসেন নিজেও দুরন্ত ফর্মে। ব্যাটে-বলে অলরাউন্ড শোয়ে প্রায় প্রতি ম্যাচে নজর কাড়ছেন। রাঁচি দ্বৈরথে গতকাল যেমন টপ অর্ডারের ব্যর্থতায় বেলাইন দলকে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে লড়াইয়ে ফেরান। প্রায় হারা ম্যাচের রং বদলে দেওয়ার সম্ভাবনায় আতঙ্কে রাখেন ভারতীয় শিবিরকে। নিজের ব্যাটিং তাণ্ডব নিয়ে জানসেনের সহজ সরল ব্যাখ্যা, ‘বলটা ঠিকঠাক দেখি এবং সেই মতো খেলার চেষ্টা করি। এটুকু বলতে পারি, এই মুহূর্তে আমার জন্য যা দারুণ কাজ করছে।’

ড্র করে মুখ ঢাকলেন রিয়াল মাদ্রিদ অধিনায়ক ফেডেরিকো ভালভের্দে।

লা লিগায় তিন ম্যাচ জয়হীন রিয়াল মাদ্রিদ

মাদ্রিদ, ১ ডিসেম্বর : টানা তিন ম্যাচ ড্র। দুরন্ত ছন্দে লা লিগা শুরু করলেও আচমকা যেন ছন্দহীন রিয়াল মাদ্রিদ।

রবিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে জিরোনার বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে ১-১ গোলে ড্র করেছে রিয়াল। ম্যাচের ৪৫ মিনিটে আজেদ্দাইন ওনাহির গোলে এগিয়ে যায় জিরোনা। ৬৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা ফেরান কিলিয়ান এমবাপে। এই

> এই ফল মোটেও প্রত্যাশিত নয়। তবে লিগের অনেক ম্যাচ বাকি রয়েছে। খেলার ধরন বদলাতে হবে আমাদের।
>
> **কিলিয়ান এমবাপে**

ম্যাচ ড্র করায় ১৪ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। শীর্ষে থাকা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার থেকে ১ পয়েন্টে পিছিয়ে।

দল ছন্দ হারালেও নিজের ছন্দ ঠিক বজায় রেখেছেন কিলিয়ান এমবাপে। প্রায় প্রতি ম্যাচেই গোল পাচ্ছেন তিনি। জিরোনার বিরুদ্ধে গোল করলেও জয় না পাওয়ায় বেশ হতাশ ফরাসি তারকা। এমবাপে বলেছেন, ‘এই ফল মোটেও প্রত্যাশিত নয়। তবে লিগের অনেক ম্যাচ বাকি রয়েছে। খেলার ধরন বদলাতে হবে আমাদের।’

আজ মাঠে ফিরছেন হার্দিক

হায়দরাবাদ, ১ ডিসেম্বর : অপেক্ষার অবসান। বাইশ গজে ফিরতে চলেছেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। চোটের কারণে দীর্ঘসময় তিনি ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন। আপাতত হার্দিক ফিট। চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র আসরে মঙ্গলবার বরোদার হয়ে গুজরাটের বিরুদ্ধে ম্যাচে মাঠে নামতে চলেছেন হার্দিক। তাঁকে দেখার জন্য আগামীকাল জাতীয় নির্বাচক কমিটির অন্যতম সদস্য প্রজ্ঞান ওঝা মাঠে হাজির থাকবেন বলে খবর।

তিন ম্যাচে চার পয়েন্ট বরোদার। বাংলার বিরুদ্ধে হার দিয়ে ক্রুণাল পান্ডিয়ারা মুস্তাক আলি অভিযান শুরু করেছিলেন। সেই সময় দলের সঙ্গে ছিলেন না হার্দিক। আগামীকাল মুস্তাক আলিতে বরোদার চার নম্বর ম্যাচে মাঠে ফিরতে চলেছেন হার্দিক। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ নিয়ে এখন ব্যস্ত টিম ইন্ডিয়া। একদিনের সিরিজের পরই রয়েছে টি২০ সিরিজ। সেই টি২০ সিরিজের দলে হার্দিকের থাকার কথা। তার আগে তিনি তাঁর ম্যাচ ফিটনেসের প্রমাণ দেওয়ার জন্যই আগামীকাল বরোদার হয়ে মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতায় খেলতে নামছেন।

সিওই-তে রিহ্যাব শুরু শুভমানের

বেঙ্গালুরু, ১ ডিসেম্বর : ঘাড়ের চোট সারিয়ে মেন ইন ব্লু-তে ফেরার অপেক্ষা। সেই লক্ষ্যে রিহ্যাব শুরু করে দিলেন শুভমান গিল।

চণ্ডীগড় বিমানবন্দর থেকে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের পথে শুভমান গিল।

গুয়াহাটি থেকে ফিরে মুম্বইয়ে গত কয়েকদিন ফিজিওর তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। সোমবার বেঙ্গালুরুস্থিত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (সিওই) শুরু করলেন চূড়ান্ত পর্বের রিহ্যাব।

৯ ডিসেম্বর কটকের বারাবাটি স্টেডিয়ামে টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ। সূত্রের খবর, সবকিছু ঠিকঠাক চললে কটক থেকেই হয়তো নীল জার্সিতে প্রত্যাবর্তন ঘটবে শুভমানের। মাঠে ফেরার প্রক্রিয়ায় রীতিমতো ঘাম ঝরাচ্ছেন। আপাতত কয়েকদিন যা চলবে বেঙ্গালুরুস্থিত সিওই-তে। ফিটনেস নিয়ে সবুজ সংকেত মিললে ৬-৭ ডিসেম্বর কটকে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠিত টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ঘাড়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন শুভমান। আইসিইউ-তে পর্যন্ত ভর্তি হতে হয়। দলের সঙ্গে গুয়াহাটিতে গেলেও শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগেই ফিরে আসেন। মাঝের কয়েকদিনে চোট অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন শুভমান। ওডিআই সিরিজে না থাকলেও টি২০ সিরিজে ফেরার সম্ভাবনা প্রবল।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড যদিও তাড়াহুড়োয় নারাজ। এক শীর্ষ আধিকারিকের দাবি, সিওই-তে রিহ্যাব চলাকালীন সেখানকার স্পোর্টস সায়েন্স টিম শুভমানের ফিটনেসের হাল খতিয়ে দেখবেন। স্কিল ট্রেনিংয়ে গিলের মুভমেন্টের বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখা হবে। যদি ন্যূনতম অস্বস্তি থাকে, প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া দীর্ঘ হবে। এখন দেখার, টি২০ সিরিজের দল নির্বাচনি বৈঠকে বসার আগে শুভমানের ফিটনেস নিয়ে ছাড়পত্র আসে কি না।

রাঁচিতে জয়ের পর টিম হোটেলে কেক কাটেন লোকেশ রাহুল। যদিও তাতে যোগ দেননি বিরাট।

দ্বিতীয় ওডিআই খেলতে রায়পুরের উদ্দেশে রওনা হলেন রোহিত শর্মা। সোমবার।

আজ হিমাচল অভিযানে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : তিন ম্যাচে পয়েন্ট আট। কিন্তু তারপরও স্বস্তিতে নেই বাংলা।

গতকাল পাঞ্জাবের অভিষেক ম্যাচে শর্মার তাণ্ডবে ছারখার হয়ে গিয়েছে বাংলার ক্রিকেট সংসার। সেই ধাক্কা সামলানোর

> পাঞ্জাব ম্যাচ ভুলে আগামীকাল হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে নতুনভাবে শুরু করতে হবে আমাদের।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

আগেই মঙ্গলবার অভিমন্যু ঈশ্বরণদের প্রতিপক্ষ হিমাচলপ্রদেশ। জোড়া জয়ের সাফল্যের রেশ উধাও বাংলা দলের। বরং রয়েছে টেনশনের চোরাস্রোত। কারণ গতকাল পাঞ্জাব ম্যাচ হারের পর টিম বাংলা এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে, যেখানে মুস্তাক আলির গ্রুপ ‘সি’-তে বাকি থাকা সব ম্যাচই কার্যত ফাইনালের মতোই। কোনও একটি ম্যাচে ফের ব্যাটিং-বোলিংয়ে বিপর্যয় মানেই গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ের ঘণ্টা বেজে যাওয়া।

শুধু তাই নয়, দলের ব্যাটিংয়ের পাশে বোলিং নিয়েও তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। গতকাল অভিষেক তাণ্ডব যখন চলছিল হায়দরাবাদের জিমখানা মাঠে, তখন মহম্মদ সামি, আকাশ দীপদের বোলিংয়ে কোনও প্ল্যান ‘বি’ দেখা যায়নি। ফলে বোলিং নিয়ে

সৈয়দ মুস্তাক আলি

টেনশন কাটছে না। ব্যাটিং নিয়েও একই অবস্থা। ওপেনিংয়ে অভিষেক পোড়েল ও করণ লাল সফল না হলেই মিডল অর্ডারে চাপ পড়ছে। আর সেই চাপ সামলাতে পারছেন না অভিমন্যুরা। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা গলায় একরাশ উদ্বেগ নিয়ে আজ বলছিলেন, ‘কোনও কোনও ম্যাচে এমন হয় যার সহজে ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। পাঞ্জাব ম্যাচটা তেমনই ছিল। সেই ম্যাচ ভুলে আগামীকাল হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে নতুনভাবে শুরু করতে হবে আমাদের।’

চিন্নাস্বামী নিয়ে অনিশ্চয়তা জারি

বেঙ্গালুরু, ১ ডিসেম্বর : পদপিষ্টের ঘটনায় এম চিন্নাস্বামী ক্রিকেট স্টেডিয়াম নিয়ে অনিশ্চয়তা অব্যাহত। গতবারের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। প্রথামাফিক উদ্বোধনী ম্যাচের সঙ্গে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আরসিবি-র ঘরের মাঠ চিন্নাস্বামীতে। যদিও সেই সুযোগ আদৌ মিলবে কীনা, জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। টানাপোড়েন ২০২৬ আইপিএলে ঘরের মাঠে বিরাট কোহলিদের খেলা নিয়েও।

পিডব্লিউডি চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম নিয়ে কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে নোটিশ পাঠিয়েছে স্টেডিয়ামের পরিকাঠামোর নিরাপত্তাজনিত বিশদ রিপোর্ট চেয়ে। এনএবিএল নথিভুক্ত বিশেষজ্ঞদের দিয়েই পরিকাঠামোর নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখেই রিপোর্ট জমা দিতে হবে। রিপোর্ট নেতিবাচক মানে চিন্নাস্বামীতে আইপিএল আয়োজন বিশবাঁও জলে।

পিডব্লিউডি-র থেকে লিজ নেওয়া ১৭ একর জমিতে বেঙ্গালুরু শহরের মাঝে ১৯৬৯ সালে গড়ে ওঠে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম। গত ৪ জুন প্রথমবার আইপিএল জয়ের উৎসবে মর্মান্তিক ঘটনায় ছন্দপতন। স্টেডিয়ামে ঢোকার পথে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের প্রাণ হারানোর জেরে অঘোষিত ‘নিষেধাজ্ঞা’ জারি। মহিলা ওডিআই বিশ্বকাপের একঝাঁক ম্যাচ সরানো হয় চিন্নাস্বামী থেকে। আইপিএল-ও সেই পথে এগোচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। নিরাপত্তাজনিত রিপোর্ট অনুকূল না হলে ম্যাচ আয়োজনের সুযোগ হাতছাড়া করবে চিন্নাস্বামী। বিরাটরা হারাবেন ঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে খেলার সুবিধা।

সন্তোষের ট্রায়ালে পাসাং-করণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : সোমবার সন্তোষ ট্রফির জন্য বাংলা দলের ট্রায়ালে প্রিমিয়ার ডিভিশনের ফুটবলাররা যোগ দিলেন। এদিন প্রায় ৮০ জন ফুটবলার উপস্থিত ছিলেন। আইএফএ সূত্রের খবর, মোহনবাগান থেকে উত্তরবঙ্গের দুই ফুটবলার পাসাং দোরজি তামাং, করণ রাই সহ চারজন উপস্থিত ছিলেন। তেমনই ইস্টবেঙ্গল থেকে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল বেসরা, তন্ময় দাস সহ ছয়জন ফুটবলারকে এদিন ট্রায়ালে দেখা যায়। আগামী ১০ তারিখের মধ্যে ৪০ জন ফুটবলারের প্রাথমিক তালিকা জমা দেবেন কোচ সঞ্জয় সেন।

কাল স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বৈঠক ক্রীড়া দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : আগামী ৩ ডিসেম্বর সম্ভবত এদেশের ফুটবলের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে চলেছে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ সহ এদেশের ফুটবল ইকো সিস্টেম নিয়ে আলোচনার জন্য অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সহ যাবতীয় স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে আগামী বুধবার আলোচনায় বসতে চলেছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া দপ্তর।

একইদিনে ছয়টা সভা করবেন ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। হবে নয়াদিল্লিতে সাইয়ের সদর দপ্তরে। আইএসএল ক্লাব, আই লিগ ক্লাব, এফএসডিএল, ব্রডকাস্টার ও ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, আগ্রহী অন্যান্য কোম্পানি, সবশেষে সব স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একসঙ্গে বসবেন মন্ত্রী। এছাড়াও দরপত্র ছাড়া এবং যাচাইয়ের জন্য যে কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় সেই কেপিএমজি-কেও সভায় উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। সভায় সশরীরে এবং ভার্চুয়ালি, দুইভাবেই উপস্থিত থাকা যাবে। ব্রডকাস্টারদের

গোপনে আলোচনা জিন্দাল ও মোহন-ইস্টের?

মধ্যে দূরদর্শন প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকতে পারেন বলে খবর। কারণ আসন্ন আইএসএলে সরকারি এই টেলিভিশনের কথাও ভাবা হয়েছে সম্প্রচারকারী হিসাবে। এদিনই এআইএফএফ সভাপতির কাছে চিঠি দিয়ে এই সভার কথা জানানো হয়। এর আগে গত ২১ নভেম্বর দেশের শীর্ষ আদালতের পিএস নরসিমহা ও জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ ছিল, আইএসএল হওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগী হওয়ার। এফএসডিএলকে কেন আলাদা করে ডাকা হয়েছে, এই বিষয়েই এখন কৌতূহলী দেশের ফুটবল মহল। মনে করা হচ্ছে, আইএসএল আয়োজনের ধরন জানতেই এফএসডিএল প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলবেন মাণ্ডব্য। এফএসডিএলের সঙ্গে ফেডারেশনের গত ১৫ বছরের এমআরএ (মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট) শেষ হয়ে যাচ্ছে ৮ ডিসেম্বর। যার জেরে এই মরশুমে এখনও শুরু হয়নি দেশের সর্বোচ্চ লিগ থেকে নীচের ধাপের কোনও লিগই। কারণ দরপত্র বাজারে ছাড়া হলেও আরপিএফ (রিকোয়েস্ট ফর প্রোপোজাল) গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেনি কোনও কোম্পানিই। আর তাতেই তৈরি হয়েছে এক অচলাবস্থা। এখন দেখার এই সভা সেই অচলাবস্থা কাটাতে পারে কি না।

এদিকে, কলকাতায় থাকা কল্যাণ চৌবে আবার আলাদা করে আলোচনায় ডাকেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিনিধিদের। এর মধ্যে মোহনবাগান আগেই জানিয়ে দেয়, তাদের কোনও প্রতিনিধি যাবে না এই সভায়। শোনা যাচ্ছে, গত শুক্রবার পার্থ জিন্দাল এসে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল প্রতিনিধিদের সঙ্গে অতি গোপন এক বৈঠক করে যান। কী আলোচনা হয় তা অবশ্য জানা যায়নি। জিন্দালরা আই লিগ সহ বাকি লিগের জন্য দরপত্র দিতে আগ্রহী বলে খবর। এছাড়াও তারা ক্লাবগুলির টাকায় লিগ করার যে প্রস্তাব দেয়, তেমন কিছু নাকি ফেডারেশনের পরবর্তী নির্বাচন, কী নিয়ে এই আলোচনা তা পরিষ্কার নয় কোনও পক্ষই মুখ না খোলায়।

ফের হার ভারতের

চেংদু, ১ ডিসেম্বর : মিক্সড টিম বিশ্বকাপ টেবিল টেনিসে দ্বিতীয় দিনেও পরাজয় ভারতের। সোমবার মণিকা বাত্রারা ৮-৪ ব্যবধানে জাপানের কাছে পরাজিত হন। মহিলাদের সিঙ্গলসে মণিকা বাত্রা ও পুরুষদের সিঙ্গলসে মানব ঠক্কর দুইটি করে গেম জিতেছেন। তবে মিক্সড ডাবলস ও মহিলাদের ডাবলসে তিনটি গেমেই পরাজিত হন ভারতীয়রা।

বিশ্বকাপের স্বপ্ন বিবিয়ানোর চোখে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : শুধু এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলাই নয়, এবার অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছেন বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজ।

দল পৌঁছে গেছে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে। কাজ শেষে আপাতত ছুটি কয়েকটা দিনের। দুপুর দুটো নাগাদ উড়ান থেকে নেমে নিজেই ফোন করলেন। বলেছেন, 'গোয়াতে এসে এই নামলাম। তাই আপনি ফোনে পাননি। এখন কয়েকটা দিনের বিশ্রাম।' দলকে ছুটি দিলেও ইতিমধ্যেই মে মাসের জন্য পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন দলের হেড কোচ। প্রচুর ম্যাচ খেলতে চান এখন। বিবিয়ানোর কথায়, 'এই তো সবে একটা ধাপ পেরোতে পেরেছি। এখনও অনেক পথ চলা বাকি। প্রচুর ম্যাচ খেলতে হবে। বিশেষ করে বিশ্বের উপরের দিকে থাকা দলগুলোর সঙ্গে না খেললে যোগ্যতা অর্জন করতে পারব না।' কিন্তু আপনার দল তো মূলপর্বে পৌঁছেই গিয়েছে? প্রশ্নটা শুনে উলটো দিকে মৃদু হাসির আওয়াজ। এরপর যা বললেন সেই কথা শুনে অবাক হওয়ার পালা এই প্রতিবেদকের। বিবিয়ানো বললেন, 'আমি এশিয়ান কাপের নয়, বিশ্বকাপের কথা বলছি। প্রথম আটে থাকতে পারলে সরাসরি বিশ্বকাপে পৌঁছানো যাবে।' স্বপ্ন দেখছেন নিজে, দেখাচ্ছেন দলের ছেলেদের এবং অবশ্যই দেখাতে চান সারা দেশবাসীকে। রবিবার ম্যাচের পরই শুভেচ্ছা জানান এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে। তাঁকেও এই স্বপ্নের কথা জানিয়ে দিয়েছেন বিবিয়ানো।

বাড়ি ফিরে স্ত্রী সাতিনার সঙ্গে বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজ। সোমবার।

শেষ ম্যাচে ইরানের মতো দল। এত উচ্চমানের একটা দলকে হারানোর ফর্মুলা কী জানতে চাইলে গোয়ান কোচ বলেছেন, 'আমাদের কাছে এটা মাস্ট উইন ম্যাচ ছিল। জিততে না পারলে যাবতীয় স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যেত। লেবানন ম্যাচে হারের পর থেকে ছেলেদের মধ্যে জেদ এসে যায় যে শেষ ম্যাচে জিততেই হবে। এদের বিশ্বাস ছিল যে বাছাইপর্ব পার করা সম্ভব। আমার কাজ ছিল ছেলেদের ওই উৎসাহটাকে কাজে লাগানো। আর বাস্তবে কীভাবে রূপায়ণ করা সম্ভব সেই রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া। টেকনিকালি ও ট্যাকটিকালি যা যা বলা এবং করা দরকার সবই করেছিলাম। আর একটা কথা ছেলেদের বলেছিলাম। সেটা হল, ইরান আমাদের থেকে অভিজ্ঞতাই বলুন কী টেকনিক, সবদিকেই এগিয়ে। কিন্তু তবুও সারা ম্যাচে অন্তত দুইটি কী তিনটি সুযোগ আমরা পাবই। আর সেটাকেই কাজে লাগাতে হবে। ছেলেরাও সেটা মাথায় রেখেছিল। এক গোল কী তিন গোল সেটা বড় কথা নয়। জিততে হবে, এটাই ছিল মূলমন্ত্র।'

মে মাসে এশিয়ান কাপ। তার আগে অন্তত এক মাসের শিবির চাইছেন বিবিয়ানো। সঙ্গে একাধিক প্রস্তুতি ম্যাচ। যা তিনি আগামী মাস থেকেই শুরু করতে চান। এখন দেখার যাবতীয় ডামাডোল সামলে এই দলটার জন্য কত দ্রুত প্রস্তুতির সুযোগ করে দিতে পারেন ফেডারেশন কর্তারা।

মোহনবাগানে খেলাই লক্ষ্য রাজরূপের

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : উত্তর ২৪ পরগনার মছলন্দপুর থেকে উঠে এসে মোহনবাগান সমর্থকদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন শিল্টন পাল। অনূর্ধ্ব-১৭ ভারতীয় দলের গোলরক্ষক রাজরূপ সরকারের বেড়ে ওঠাও ওই গ্রামেই। শিল্টনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সবুজ-মেরুনে খেলার স্বপ্ন দেখছেন রাজরূপও। রবিবার শক্তিশালী ইরানকে হারিয়ে ২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৭ এএফসি এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে জুনিয়ার ব্লু টাইগাররা। সোমবার সকালেই আহমেদাবাদ থেকে কলকাতা হয়ে মছলন্দপুর ফিরেছেন ওই দলের গোলরক্ষক রাজরূপ। স্টেশন থেকেই তাঁকে ঘিরে শুরু হয় শোভাযাত্রা।

> প্রথম-প্রথম পরিবারকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হত। তবে মা-বাবার সমর্থন সবসময় সঙ্গে ছিল। পেশাদার ফুটবলার হিসাবে ভবিষ্যতে যেকোনও ক্লাবে খেলার জন্য তৈরি। তবে স্বপ্ন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হয়ে খেলা।
>
> **রাজরূপ সরকার**

বাড়িতেও উৎসবের আবহ। পরিবার-পরিজনের মুখে গর্বের ঝিলিক। নিজের গ্রামে এমন সম্মান পেয়ে আপ্লুত রাজরূপও। মুঠোফোনের ওপার থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বাংলার এই ১৬ বছরের গোলকিপার বলেছেন, '২০১৭ সালে ফুটবলে হাতেখড়ি। ফুটবলার হওয়ার অনুপ্রেরণা কাকা সঞ্জীব সরকার। তাঁকে দেখেই গোলকিপার হওয়া।' রাজরূপের একেবারে ছোটবেলার দুই কোচ সুরেশ মণ্ডল ও সুমিত সরকার। সেখান থেকে এফসি মাদ্রাজ হয়ে বর্তমানে জিঙ্ক ফুটবল অ্যাকাডেমি দলের সদস্য। অনেক কম বয়সেই বাড়ি ছেড়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া। রাজরূপ বলছিলেন, 'প্রথম-প্রথম পরিবারকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হত। তবে মা-বাবার সমর্থন সবসময় সঙ্গে ছিল। পেশাদার ফুটবলার হিসাবে ভবিষ্যতে যে কোনও ক্লাবে খেলার জন্য তৈরি। তবে স্বপ্ন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হয়ে খেলা।'

তবে আপাতত রাজরূপের লক্ষ্য ২০২৬ এশিয়ান কাপের দলে জায়গা ধরে রাখা। এবার তারই প্রস্তুতির পালা।

ইরানের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠেন রাজরূপ সরকার।

মোহনবাগান অনুশীলনে খোশমেজাজে জেসন কামিন্স। সোমবার।

অনুশীলনে অনুপস্থিত দিমি, আলবার্তো

আইএসএল শুরুর অপেক্ষায় কামিন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : দেশের সর্বোচ্চ লিগ কবে শুরু হবে? সাধারণ সমর্থকদের মতো এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ফুটবলাররাও।

এক মাসের ছুটি কাটিয়ে সোমবার থেকে অনুশীলন শুরু করল সবুজ-মেরুন শিবির। বাকিরা যোগ দিলেও প্রথম দিন অনুপস্থিত দুই বিদেশি দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও আলবার্তো রডরিগেজ। খোঁজ নিয়ে জানা গেল আলবার্তোর যে বিমানে আসার কথা ছিল তা বাতিল হয়েছে। ফলে সময়মতো কলকাতায় পৌঁছাতে পারেননি তিনি। মঙ্গলবার অনুশীলনে যোগ দেবেন স্প্যানিশ ডিফেন্ডার। পেত্রাতোস কলকাতায় আসবেন ৩ ডিসেম্বর।

এদিন প্রস্তুতির শুরুতে নিয়মমাফিক ফিজিকাল ট্রেনিং চলল আধ ঘণ্টা। তারপর বাস্তব রায়ের তত্ত্বাবধানে ঘণ্টাখানেক বল পায়ে জোরকদমে অনুশীলন করলেন জেমি ম্যাকলারেন, মনবীর সিং, শুভাশিস বসুরা। সম্প্রতি হেডকোচের পদ থেকে ছাঁটাই হয়েছেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। যদিও মোলিনা-বিদায় সবুজ-মেরুন সাজঘরের পরিবেশে যে বড় কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি, অনুশীলনের মেজাজ দেখেই তা বেশ বোঝা গেল।

অনুশীলন শেষে পরিচিত সাংবাদিকদের দেখে নিজে থেকেই এগিয়ে এলেন জেসন কামিন্স। কথা বলতে গিয়ে ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে হতাশা ঢেকে রাখতে পারলেন না বাগানের অজি ফুটবলার। কামিন্স বলেছেন, 'আমরা সবাই খেলার জন্য পুরোপুরি তৈরি। তবে এই মুহূর্তে সামনে কোনও ম্যাচ নেই। যে জন্য হতাশও লাগছে। শুনছি জানুয়ারিতে লিগ (আইএসএল) শুরু হতে পারে। তা হলে খুবই ভালো হয়।' সত্যিই তো, অন্য মরশুমে এতদিনে আইএসএলে দলগুলির ৮ থেকে ৯টা ম্যাচ খেলা হয়ে যায়। সেখানে এবার এখনও দেশের সর্বোচ্চ লিগের ভবিষ্যৎই স্পষ্ট নয়।

সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে ম্যাচ স্থগিত

বালুরঘাট, ১ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অমলেশচন্দ্র চন্দ ট্রফি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে সোমবার বালুরঘাট স্টেডিয়ামে অভিযাত্রী ক্লাব ও পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের ম্যাচ স্থগিত রাখা হয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলে ও মেয়েদের দুইদিনের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জন্য দলগঠনের ট্রায়াল এবং বিভিন্ন পরীক্ষার কারণে স্থগিত রাখার এই সিদ্ধান্ত বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে সিএবি-র আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের ক্রিকেট শুরু হবে। যারজন্য প্রথম ও সুপার ডিভিশনের ম্যাচগুলি আপাতত বাতিল করা হয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের নেতৃত্বে তনুজা

বালুরঘাট, ১ ডিসেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের একদিনের ক্রিকেটের জন্য দক্ষিণ দিনাজপুর দলের অধিনায়ক হয়েছে তনুজা সরকার। জেলা ক্রীড়া সংস্থা ঘোষিত দলের বাকিরা হল সাহানি দাস, শুভশ্রী বর্মন, রুস্মিতা দাস, ঐশানীর রায়, রূপালী দাস, মধুরিমা ঘোষ, তনুশ্রী দাস, সীমা টুডু, সায়নী বসাক, অহনা মণ্ডল, অঞ্জলি বর্মন, ঋতুশ্রী বসাক, রীতা রায় ও প্রিয়া মহন্ত। কোচ ও ম্যানেজার রানা রায়। দল মঙ্গলবার হুগলি রওনা দেবে। বুধবার চুঁচুড়া মাঠে মানভূমের বিরুদ্ধে বুধবার অভিযান শুরু করবে দক্ষিণ দিনাজপুর।

মেয়েদের ক্রিকেট শুরু আজ

বালুরঘাট, ১ ডিসেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের একদিনের ক্রিকেটে বালুরঘাট ভেনুর খেলা মঙ্গলবার শুরু হবে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে বর্ধমান ও শিলিগুড়ি। এই ভেনুর তৃতীয় দলটি হল কোচবিহার।

ম্যাচ স্থগিত

বালুরঘাট, ১ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অমলেশচন্দ্র চন্দ ট্রফি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে সোমবার বালুরঘাট স্টেডিয়ামে অভিযাত্রী ক্লাব ও পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের ম্যাচ স্থগিত রাখা হয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলে ও মেয়েদের দুইদিনের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জন্য দলগঠনের ট্রায়াল এবং বিভিন্ন পরীক্ষার কারণে স্থগিত রাখার এই সিদ্ধান্ত বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে সিএবি-র আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের ক্রিকেট শুরু হবে। যারজন্য প্রথম ও সুপার ডিভিশনের ম্যাচগুলি আপাতত বাতিল করা হয়েছে।

জয়ী পিএন

বৈষ্ণবনগর, ১ ডিসেম্বর : জোত আরাপুর পিএন হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত প্রীতি ক্রিকেটে পোপরা হাইস্কুলকে ৫ উইকেটে হারাল পিএন হাইস্কুল। পোপরা প্রথমে ১০ ওভারে ৪৭ রানে সব উইকেট হারায়। জবাবে পিএন ৯.২ ওভারে ৫ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়।

উত্তরের খেলা

পুলিশ ক্রীড়া

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : কোচবিহার জেলা পুলিশের বার্ষিক ক্রীড়া সোমবার শুরু হল। পুলিশ লাইনের মাঠে আয়োজিত আসরে পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ার, এনভিএফ সহ প্রায় ৩২০ জন অংশ নিয়েছেন। মঙ্গলবারও প্রতিযোগিতা চলবে। এদিন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি সন্তোষ নিম্বলকর।

MODEL	125 CF	NS 125	N160	NS 160	N250	RS200
100% GST'র লাভ	₹8 091/-*	₹9 381/-*	₹11 773/-*	₹11 993/-*	₹12 651/-*	₹16 252/-*
PF + বিমা সাশ্রয়	₹3 000/-*	₹3 400/-*	₹4 300/-*	₹4 400/-*	₹4 600/-*	₹5 800/-*
হ্যাট্রিক সাশ্রয়	₹11 091/-*	₹12 781/-*	₹16 073/-*	₹16 393/-*	₹17 251/-*	₹22 052/-*

10 YEAR WARRANTY
BAJAJ SECURE • AMC • ROAD SIDE ASSISTANCE
72198 21111
SHRIRAM Finance | IDFC FIRST Bank ALWAYS YOU FIRST | BAJAJ AUTO CREDIT | L&T Finance | TATA CAPITAL Two Wheeler Loans

*নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য। 25শে নভেম্বর 2025 থেকে 25শে ডিসেম্বর 2025 পর্যন্ত হ্যাট্রিক সাশ্রয় কার্যকর। উল্লিখিত সর্বমোট সাশ্রয় হল 100% জিএসটি'র সুবিধালাভ (এক্স-শোরুম মূল্য এবং তার জন্যে দেয় প্রযোজ্য আরটিও কর), শূন্য প্রসেসিং ফি এবং ক্ষয়ক্ষতির নিজস্ব বিমা 1 বছরের জন্যে (ওডি), এই সবকিছু থেকে সর্বমোট সাশ্রয়ের পরিমাণ। শূন্য পিএফ এবং ওডিতে সাশ্রয় একেক জায়গায় একেকরকম হতে পারে যা নির্ভর করছে ফাইনান্সার/বিমাকারীর ওপরে। ফাইনান্স সম্পূর্ণরূপে ফাইনান্সারের বিবেচনাধীন। বিশেষজ্ঞেরা স্টান্টগুলি করেছেন, পেশাদার তত্ত্বাবধানে, নিয়ন্ত্রিত ও বদ্ধ পরিবেশে, জনসাধারণ অথবা সরকারি রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। এই স্টান্টগুলি নকল করবেন না এবং সর্বদা ট্রাফিক ও সুরক্ষামূলক আইন মেনে চলুন।

Authorised Dealers for BAJAJ Auto Ltd.: • **Siliguri Burdwan Road** SILIGURI BAJAJ: 9933491111, 7908297705 • **Siliguri Sevoke Road** SILIGURI BAJAJ: 8101637447, 8170062878 • **Jalpaiguri** SILIGURI BAJAJ 9800484333, 9717458875 • **Alipurduar** SILIGURI BAJAJ 9832407999 • **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Mangalbari** PLANET BAJAJ :9679997998• **Balurghat** PLANET BAJAJ: 9733310021 • **Cooch Behar** BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050491/92/93 **Mathabhanga** BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050493 •**Raiganj** BAJAJ WHEELS 8391890763 • **Kaliyagnaj** BAJAJ WHEELS 9382830461 • Tungidighi BAJAJ WHEELS 9547525283 •Karandighi BAJAJ WHEELS 8509047694 •**Sahapur** BAJAJ WHEELS 9593825338 •**Baidara** BAJAJ WHEELS 9733715747